কাজী আনোয়ার হোসেন

হলো না, রম্না

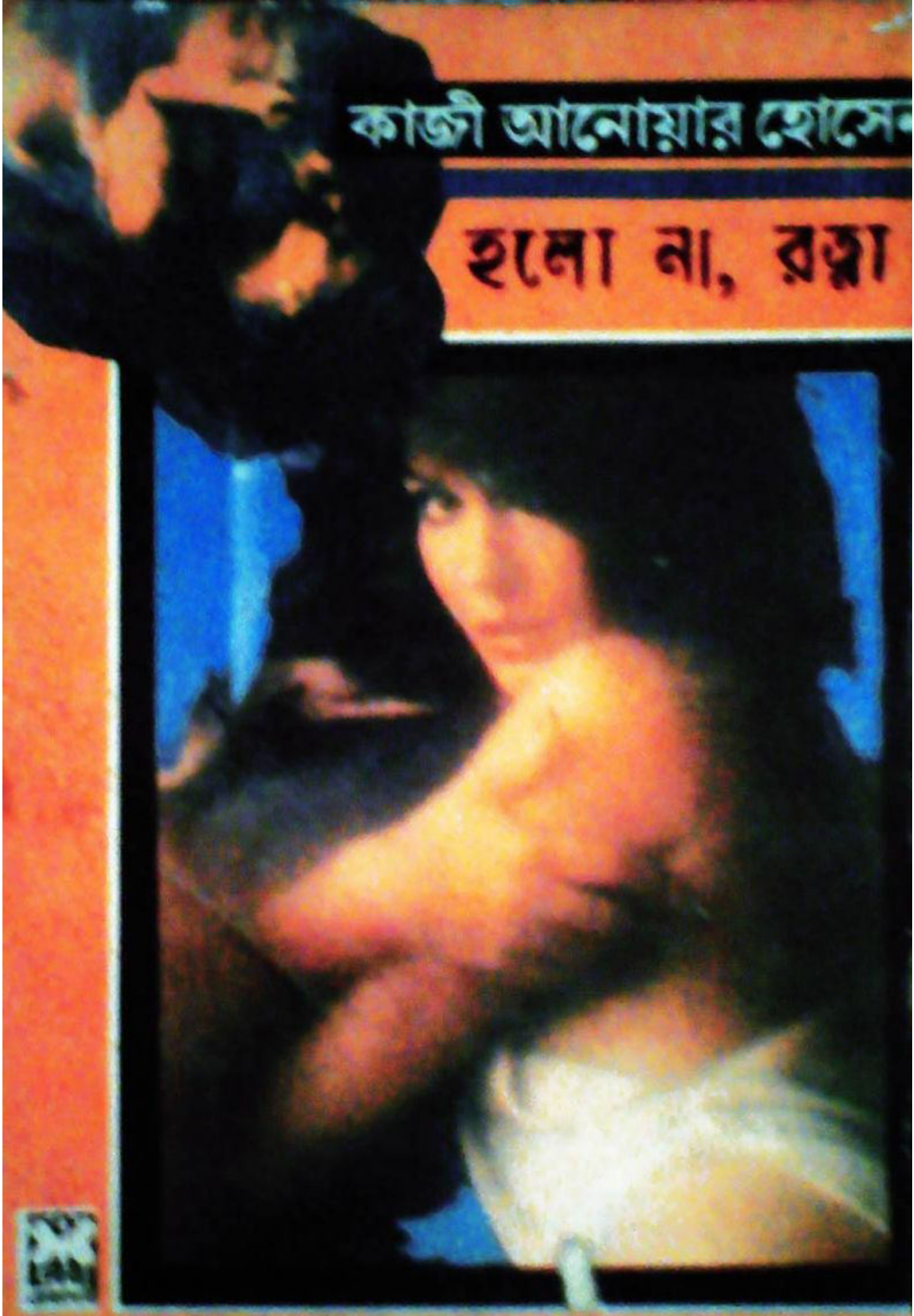

একখণ্ডে সমাপ্ত রোমাঞ্চোপন্যাস

হলো না, রত্না!

কাজী আনোয়ার হোসেন

রত্নাকে নিয়ে সুখী হতে চেয়েছে মারুফ।
সুখের জন্য চাই টাকা।
ছোট্ট একটা অন্যায় করলেই হাতে এসে যায়
অনেক টাকা।
হঠাৎ বড়লোক হয়ে যাবে মারুফ।
একবারই তো—তারপর থেকে সাধু হয়ে যাবে সে।

দীপার রূপে মজলো মারুফ।
যে-করেই হোক চাই ওকে।
ছোট্ট একটু কৌশল করলেই হাতে এসে যাবে
দীপা আবদুল্লাহ।
বাধ্য হবে ওর কামনা চরিতার্থ করতে।
একবারই তো—বিয়ের পর সাধু হয়ে যাবে সে।

গোলপোস্ট লক্ষ্য করে সজোরে কিক্ করল মারুফ।
কিন্তু না, দীপার রূপ-যৌবন, রহিম বক্সের টাকা—
বিষাক্ত কামড় দিতে ছাড়ল না কোনটাই।
বল চলে গেল মাঠের বাইরে।

সেবা বই

প্রিয় বই

অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুমঃ ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

এক

প্যাসেজ ধরে এগিয়ে যাচ্ছে ইউনিফর্মধারী গার্ড। ডান হাতে চাবির গোছা। বাঁ কাঁধে রাইফেল। হাঁটছে মারুফ পাশাপাশি। অপর্যাপ্ত আলো। ছায়া ছায়া দেখা যাচ্ছে মুখগুলো। কথা বলছে না কেউ।

থেমে গেল সেন্ট্রি লোহার গেটটার সামনে। একটু মাথা ঝুঁকিয়ে চাবি ঢোকাল তালাতে। ক্লিক। খুলে গেল তালা। চাবির গোছাটা বুক পকেটে রেখে লোহার কপাট ঠেলে দিল সামান্য। ঘড় ঘড় শব্দ করে ফাঁক হয়ে গেল গেট। সরে দাঁড়িয়ে রাস্তা করে দিল সেন্ট্রি। নিঃশব্দে হাসছে সে। বেরিয়ে যাচ্ছে মারুফ। শেষ হয়ে গেছে তিন বছরের বন্দী জীবন। মুক্ত স্বাধীন সে এখন।

বড় একা লাগছে নিজেকে ওর। কার কাছে যাবে মারুফ? কে আছে ওর? জেলে থেকেই শুনেছে বাপ মারা গেছে। আর রত্না? রত্নার কথা ভাবতেই বুকের ভেতর কেমন একটা খোঁচা লাগে। সে-ই বা কোথায় আছে কে জানে?

ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে শীতের। সূর্য ডুবছে পাহাড়ের আড়ালে। একটু পরেই বৈদ্যুতিক আলোয় ঝলমলিয়ে উঠবে বন্দর নগরী চাটগাঁ।

পকেট হাতড়ে মানিব্যাগটা বের করলো মারুফ। পাঁচটা দশ

টাকার নোট অক্ষত অবস্থায় এখনও আছে। ধারে পাশে কোন বার বা রেস্তোরাঁয় ঢুকে শরীর-মন চাঙ্গা করে নেবে আগে। তারপর যা হোক ভেবে চিন্তে করা যাবে একটা কিছু।

তিন বছরে চাটগাঁর তেমন পরিবর্তন কিছু একটা হয়নি। যেমন ছিল, সব তেমনি আছে। কেবল রাস্তায় নিয়নবাতিগুলো এসেছে। ফুটপাত ধরে এগিয়ে যাচ্ছে মারুফ।

হোটেল অ্যাণ্ড বার মিনার্ভা। সাইনবোর্ডটা একবার স্পষ্ট হচ্ছে আবার অন্ধকারে মিলিয়ে যাচ্ছে। রঙীন আলোর হাতছানি। থেমে গেল সে। সুইং ডোরটা ধাক্কা দিতেই ভেসে এল সুরের ঝঙ্কার—'আজ দুজনে মন্দ হলে মন্দ কি।' বিলম্বিত লয়। বাম পাটা ভেতরে দিয়ে উঁকি মারল মারুফ। এখনও জমে ওঠেনি বার। লোকজন নেই তেমন একটা। কাউন্টারে ন্যাপকিন দিয়ে গ্লাস মুছছে বাটলার।

'শাট আপ!'

থমকে গেল সে। তাকাল চারদিক। নীল আলো জ্বলছে হল ঘরটায়। ছড়ানো ছিটানো সাজানো টেবিল। কাউন্টারের কাছে উঁচু কুশনগুলোও খালি। কণ্ঠস্বরটা এসেছে অপেক্ষাকৃত অন্ধকার কোণ থেকে।

'শালা কালকের মধ্যে জিনিস না পেলে·

'বিলিভ মি, ওসব আমার কাছে নেই।'

চটাস। চড় পড়ল গালে। হাউমাউ করে উঠল কে একজন। ডান পাটাও ভেতরে এসে গেল মারুফের।

বুড়ো মত একজন লোক বসে আছে চেয়ারে। তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে তিনজন লোক। একজন বাঁয়ে, একজন ডাইনে। সর্দার গোছের

লোকটা দাঁড়িয়ে আছে পাশের চেয়ারে এক পা তুলে।

দ্বিধাগ্রস্ত মারুফ। বারে রেস্তোরাঁয় হরহামেশা এসব হয়ে থাকে। দায় পড়েনি ওর কাউকে সাহায্য করার। ও এসেছে কিছু খেতে। পুরোনো বন্ধু-বান্ধব কাউকে পাওয়া যায় কিনা খোঁজ নিতে।

ওদের দিকে পিঠ দিয়ে কাউন্টারের সামনে উঁচু টুলে উঠে বসল মারুফ।

তুড়ি মেরে ইশারা করল বাটলারকে।

'ড্রিংক—বড়া পেগ, হুইস্কি।'

'ইয়েস স্যার,' তাক থেকে বোতল নামাতে গেল বাটলার।

'কাল সকালের মধ্যে মাল না পেলে জবাই করে ফেলব!' কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে কোণার দিক থেকে।

'বলছি তো ওসব আমার কাছে নেই।' প্রতিবাদ করছে চেয়ারে বসা লোকটি।

শার্টের কলার ধরে টেনে তুলল একজন ওকে চেয়ার থেকে। আধহাত ওপরে তুলে ঝাঁকি দিয়ে ছেড়ে দিল। মট মট করে উঠল কোমরের হাড়। ককিয়ে উঠলো বুড়ো। আবার চড় পড়ল গালে। ঠোঁট কেটে গেল আংটি লেগে।

'ওস্তাদ, আমি বলি কাজটা এখনই সেরে ফেলি,' বলল ডান দিকের লোকটি।

ঘুরে গেল মারুফ টুল থেকে। নামল সে। এগিয়ে গেল কয়েক পা। দাঁড়াল তিন হাত দূরে। দু' কোমরে হাত। টান-টান শরীর। শক্ত হয়ে উঠেছে বুক আর হাতের পেশী। আড় চোখে দেখছে একজন ওকে। সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ছে ওস্তাদ লোকটি। পাত্তা দিচ্ছে না মারুফকে।

চটাস। চড় মারল আবার বুড়োকে। কেটে গেল চোখের কোণা। রক্ত পড়ছে সেখান থেকে। 'উহ্! বাবাগো!' চেঁচিয়ে উঠল বুড়ো।

ধাক্কা দিয়ে চেয়ারসহ মাটিতে ফেলে দিল ওকে। লিকলিকে অপুষ্ট লোমশ একটা পা শূন্যে উঠে গেল। হাত দিয়ে ভার সামলাবার চেষ্টা করছে সে। একসঙ্গে হেসে উঠল তিনজন। লাথি চালালো ওস্তাদ।

'ওকে মারছো কেন?' চাপা উত্তেজনা মারুফের কণ্ঠে।

'এ আবার কোন্ চীজ?' টেবিল ছেড়ে মুখোমুখি হল একজন।

'ওকে মারছো কেন?' আবার প্রশ্ন মারুফের।

'রাস্তা মাপো! সিধা…ওই দেখা যায়!' আঙুল তুলে রাস্তা দেখাল সর্দার। চোখ টিপে ইশারা করলো পাশের জনকে। আবার লাথি তুলছে বুড়োর নাক লক্ষ্য করে।

'খবরদার!'

একপা এগিয়ে এসে দড়াম করে ঘুসি মারলো লোকটা মারুফের চোয়ালে। টাল সামলাতে পারল না সে। পেছনে সরতে গিয়েই ধাক্কা খেল চেয়ারের সঙ্গে। সোজা হয়ে দাঁড়াবার আগেই লাথি এসে লাগল কোমরে। উল্টে গিয়ে পড়লো গ্লাসে ন্যাপকিন সাজানো টেবিলটার ওপর। ঝন্ ঝন্ করে মাটিতে পড়লো সব কয়টা গ্লাস। উঠে দাঁড়াল মারুফ।

লাফ দিয়ে এগিয়ে আসছে আরেকজন। সোজাসুজি দুই উরুর মাঝখানে পা চালাল মারুফ। কোঁক করে শব্দ হল। বসে গেল লোকটি। বিকৃত হয়ে গেছে চেহারা। বুড়োকে ছেড়ে একলাফে এগিয়ে এসেছে বাকি দুজন। ধরে ফেলল একজন ওকে। ঘুসি মারল মুখে। মাথা সরাতে পারল না মারুফ। ধাক্কা দিল ওকে সর্দারের দিকে।

পাছায় লাথি মেরে পাঠিয়ে দিল সর্দার ওকে আগের জায়গায়। ধরে ফেলার আগেই সরে গেল মারুফ দুই ইঞ্চি। সাঁই করে রদ্দা মারল সে লোকটার ঘাড়ে।

'মাগো!' বসে পড়ল লোকটি।

এত সহজে কাবু হবে ভাবেনি মারুফ। তিন বছর পাথর ভেঙে হাতটা শক্ত হয়েছে দারুণ। শক্তি ফিরে পেল মারুফ। গা ঝাড়া দিল সে। তৈরি হয়ে গেছে পরবর্তী আক্রমণের জন্যে। এগিয়ে আসছে সর্দার আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে। এক পা সামনে বাড়ল মারুফ। হঠাৎ মত পরিবর্তন করে ঘুরে গেল সর্দার। ছুটে বেরিয়ে গেল বার থেকে গালি দিতে দিতে।

গ্লাস মুছতে মুছতে ছুটে এল বাটলার।

'ওদেরকে খেপিয়ে কাজটা ভাল করলেন না, স্যার,' উপদেশ দিচ্ছে এখন। 'চাটগাঁ শহরের মাস্তান ওরা।

টান টান হয়ে গেল বুকটা মারুফের। দু'হাতে প্যান্ট-শার্টের ময়লা ঝাড়ল ও। তাচ্ছিল্যের চোখে দেখল বাটলারকে। সরে গেল লোকটা কাউন্টারের দিকে। লাফ দিয়ে ওর গায়ে এসে পড়ল বুড়ো লোকটা।

'বাঁচালে, বাবা, আমাকে! মেরেই ফেলত ওরা!' দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরেছে সে মারুফকে।

খামছি লাগছে বড় বড় নখের। বিরক্ত হয়ে হাতটা সরিয়ে দিয়েই বুঝল মারুফ খামোকা এ লোকটাকে বাঁচাতে গেছে সে। রক্ত আর থুথু লেগে আছে ঠোঁটের কোণায়। পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছে বয়েস। লম্বা মত মুখটা। ছুঁচালো চিবুক, কপালে অসংখ্য ভাঁজ, চোখগুলো কুঁতকুঁতে। বারবার পলক ফেলছে। দেখেই মনে হয় কিছু একটা লুকোবার চেষ্টা হলো না. রত্না!

করছে সে, দুর্গন্ধ বেরুচ্ছে ওর গায়ের অনেক দিনের না ধোয়া কোটটা থেকে।

হাত দুটো সরিয়ে দিল মারুফ। চলে যাচ্ছে সে। জড়াতে চায় না নিজেকে বাড়তি ঝামেলায়।

'যাচ্ছ কোথায়, বাবা? বাড়ি পর্যন্ত আমাকে পৌঁছে না দিলে রাস্তায় ওরা আমাকে খুন করে ফেলবে।' এক নাগাড়ে না থেমে কথাগুলো বলে বাঁ হাতের চেটো দিয়ে রক্ত মুছল লোকটি।

এগিয়ে যাচ্ছে মারুফ দরজার দিকে।

'আমি মরে যাব, বাবা! ও মাই গড!' পিছন পিছন আসছে লোকটা। দিশেহারা ভঙ্গিতে খামছে ধরল মারুফের জামা।

থেমে গেল মারুফ। কষে গাল দেবে। তাকিয়ে দেখল জল গড়াচ্ছে লোকটার চোখ থেকে। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল, লোকটাকে একা ছেড়ে যাওয়া ঠিক হবে না।

বাঁ হাতে দরজা টেনে ধরল মারুফ। ছুটে এল বাটলার।

'স্যার, বিলটা।' সাদা প্লেটের উপর সাজানো রঙীন বিল।

তাকাল মারুফ।

'গেলাস ভাঙার বিলটা, স্যার।

হাঁ হয়ে গেছে বুড়ো লোকটিও।

'ওদের কাছ থেকে নিয়ে নিয়ো,' ঘাড়ের উপর দিয়ে বুড়ো আঙুলে মাটিতে পড়ে থাকা দুজনের দিকে ইশারা করল মারুফ। বেরিয়ে গেল ওরা।

সামনে হাঁটছে বুড়ো। পেছনে যাচ্ছে মারুফ। গাড়ি পার্ক করার জায়গাটা হোটেলের পেছনেই।

দ্রুত হেঁটে গেল সামনের লোকটি কালো গাড়িটার দিকে। দরজার হাতলে হাত বুলাল কয়েকবার।

সামনে এল মারুফ। দেখছে সে গাড়িটাকে। লক্কর ঝক্কর অসটিন। রঙ চটে গেছে এখানে-ওখানে। হেড লাইটের গ্লাস নেই। দুমড়ে আছে পেটের দিকটা।

'ওঠো, বাবা, ওঠো,' দরজা খুলে মারুফকে ড্রাইভিং সীটের দিকে ইঙ্গিত করল গাড়ির মালিক। 'চালাতে জানো নিশ্চয়?'

জবাব না দিয়েই উঠল মারুফ ড্রাইভিং সীটে। বারদুয়েক স্টার্ট দেয়ার চেষ্টা করে বুঝল বয়েস হয়েছে গাড়িটার, ধাক্কার দরকার হতে পারে। কিন্তু না, তৃতীয়বারে সারা শরীর কাঁপিয়ে স্টার্ট নেব নেব করল ইঞ্জিনটা। মনে হচ্ছে, আরেকবার সাধিলেই নেবে।

'আমার নাম রহিম বক্স। লাভ লেনের খান বিল্ডিং-এর তিন তলায় আমার ছোটখাট একটা আপিস আছে,' পরিচয় দিচ্ছে বুড়ো লোকটি।

'গাড়িটাকে মিউজিয়ামে পাঠিয়ে দেন না কেন?' চতুর্থবারের চেষ্টায় স্টার্ট নিতেই কথাটা বলল মারুফ।

আঁতকে উঠল রহিম বক্স।

'আমার বাবা উনিশশো ঊনচল্লিশ সালে কিনেছেলেন এটা, সেকেণ্ড হ্যাণ্ড। আমি চালালাম...'

'কোন্ দিকে যেতে হবে?'

'সোজা, সোজা।'

হুস্ করে বেরিয়ে এল গাড়ি হোটেলের এলাকা ছেড়ে।

'আমি তো এই পর্যন্ত চালালাম। আশা আছে...'

'ছেলেকে দিয়ে যাবেন,' কেড়ে নিল কথাটা মারুফ।

লাফিয়ে উঠল রহিম বক্স।

'ঠিক বলেছ, বাবা, এটা আমার ছেলেকেই দেব।'

গাড়ি চলছে। বিশ মাইল গতি। পার হয়ে যাচ্ছে দুপাশের দোকানপাটগুলো। রিয়াজউদ্দিন বাজারের মোড়ে ট্রাফিক জামে আটকে গেল আবার।

'আর কত দূর?' বলল মারুফ।

জবাব দিল না রহিম বক্স।

নীল বাতি জ্বলতেই সদর রাস্তায় উঠে এল গাড়ি। বিপণী বিতানের আলো ঝলমল দোকানপাটগুলো চোখে পড়ছে এখন। কুংফু ফাইটিং-এর জন্যে পা তুলে রেখেছে একজন বুক সমান উঁচুতে। পোস্টারটা দেখা যাচ্ছে উল্টো দিকের জলসা সিনেমা হলের দেয়ালে।

চৌমাথা ঘুরতেই চেঁচিয়ে উঠল রহিম বক্স।

'ডাইনে, ডাইনে।'

ফিরিঙ্গী বাজারের দিকে ঘুরে গেল অসটিন। অপ্রশস্ত রাস্তাটায় ভটভট করতে করতে গাড়ি ঢুকল অভয়মিত্র লেনে। স্ট্রীট লাইট নেই এ এলাকাটায়। অসটিনের হেড লাইট পড়ছে রাস্তায়। দুপাশের চায়ের দোকানপাটগুলো জমজমাট। শেফালী ঘোষের কণ্ঠ শোনা যাচ্ছে মাইকের মাধ্যমে।

'শুয়োর!' গালি দিচ্ছে রহিম বক্স।

তাকাল মারুফ ওর দিকে। ঠিক তক্ষুণি রাস্তার উপর এসে গেল শুয়োর দুটো। মোটা ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল গাড়িটাকে। দাঁড়াল না, চলে গেল অন্যপারে।

'পাশের যে ফ্ল্যাটগুলো দেখছ ওগুলো মেথরদের,' বলল রহিম

বক্স।

বিষয়টা পরিষ্কার হয়ে গেল মারুফের কাছে। পোষা প্রাণী ওগুলো।

'সামনে বেলেন্টিন ঘাটের মোড়টা পার হয়ে গেলেই বাড়িটা,' বলল রহিম বক্স। 'বিহারীদের কাছ থেকে কিনেছিলাম বাড়িটা স্বাধীনতার পরপরই। আমার স্ত্রীর দারুণ পছন্দ।'

মোড় ঘুরতেই থেমে গেল গাড়ি।

পাঁচিল দিয়ে ঘেরা চারদিক। উঁচু লোহার গেট। নামল রহিম বক্স গাড়ি থেকে। টেনে খুলে দিল কপাট দুটো।

'সোজা চলে যাও, ডাইনে গ্যারেজ। গেট বন্ধ করে আমি আসছি।'

হেড লাইটের আলো পড়েছে পুরো এলাকাটায়। কংক্রিটের লম্বা রাস্তা। দুপাশে ঝাউ গাছ। পাশে লন, বেছে বেছে ফুলের ঝাড় লাগানো হয়েছে এখানে-ওখানে। সামনেই একটা পুরানো আমলের দোতলা বাড়ি। উপর তলায় একটা ঘরে বাতি জ্বলছে। আলো এসে পড়েছে লনে। গ্যারেজের সামনে এসে গাড়ি থামাল মারুফ। পেট্রলের গন্ধ ছাপিয়ে ভেসে এল মিষ্টি হাসনাহেনার সুবাস। সীট থেকে না নেমেই গন্ধ নিল মারুফ বুক ভরে। বসে রইল সে গাড়িতে রহিম বক্সের ছায়াটা বাড়ির মধ্যে অদৃশ্য না হওয়া পর্যন্ত।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বাতি জ্বলল নিচ তলায়। দুহাতে কোমরের কাছে ধরে প্যান্টটাকে টানতে টানতে ফিরে এল।

'নামো, নামো।'

গাড়ি থেকে নামল মারুফ।

'এসো, এদিকে...'

ড্রয়িং রুমে এল সে।

'বসো,' ওকে বসতে বলে ভেতরের রূমে চলে গেল রহিম বক্স।

সোফাসেটটায় বসতেই টের পেল মারুফ এটা রহিম বক্সের দাদার আমলের কেনা। আসবাবপত্র তেমন কিছু নেই রূমটায়। একটা ডিভান, সোফাসেট, দেয়ালে দুটো ক্লাসিক রিপ্রোডাকশন, মেঝেতে নারকেলের ছোবড়া দিয়ে তৈরি ম্যাট।

ভাবছে মারুফ। অনেক তো হল। এবার কেটে পড়া যায়। সামনের রাস্তাটা পার হতে পারলেই নিশ্চয় বাসটাস পাওয়া যাবে। না হয় বুড়োর গাড়িটাকেই ট্রাই করবে আরেকবার। নিউমার্কেটের কাছাকাছি ফেলে গেলেই চলবে। চলে যাবে রেল স্টেশন। তারপর ঢাকা।

পায়ের শব্দে ঘাড় ফেরাল সে। পাল্টে গেল সব প্ল্যান-প্রোগ্রাম। দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটা। ভেতরটা পাথর হয়ে গেল। রক্ত বইছে দ্রুত। তাকিয়ে থাকা উচিত হচ্ছে না মনে হতেই প্যাশে দাঁড়ানো রহিম বক্সের দিকে চোখ ফেরাল মারুফ।

'আমার স্ত্রী দীপা,' পরিচয় করিয়ে দিল। হাত তুলল না দীপা।

'আর ও হচ্ছে সেই লোক যার কথা এই মাত্র বললাম,' সপ্রশংস দৃষ্টি রহিম বক্সের।

নিজের পরিচয় দিল মারুফ, 'মারুফ। মারুফ আহমেদ।'

মেয়েটা মারুফের চাইতে ইঞ্চি দুয়েক ছোট হবে। বয়েস পঁচিশ ছুঁই-ছুঁই। আর সবকিছু বাঙালী মেয়ের মতই সাধারণ। পাতলা ঠোঁট, ফর্সা শরীর, লম্বা চুল, কেবল চোখ দুটো অসাধারণ। কেমন যেন চেনা চেনা লাগছে মেয়েটাকে। তাকাল মারুফ রহিম বক্সের দিকে। চলে গেল দীপা।

'ও একটু ওই রকমই। কথা বার্তা কম বলে,' কৈফিয়তের ভঙ্গিতে বলল রহিম বক্স।

'যাকগে এসো, তোমার রুমটা দেখিয়ে দিই।'

'মানে?' প্রশ্ন মারুফের।

'মানে তুমি এখানে থাকবে। জেল থেকে বেরিয়ে তোমার যাবার জায়গাই বা কোথায়?'

ভুলে গেছে মারুফ, কোন অসতর্ক মুহূর্তে নিজের পরিচয় দিয়েছে সে বুড়োকে।

'জ্বী না, মারুফ আহমেদের জায়গার অভাব হবে না,' ধীরে ধীরে থেমে থেমে জবাব দিল সে। উদভ্রান্ত দৃষ্টি ওর। আসলে যাবে সে কোথায়? কার কাছে? কে আছে ওর?

'আমি মরে যাব, বাবা, ওরা আমাকে খুন করে ফেলবে,' কাতর হল রহিম বক্স।

বারের ঘটনাটা মনে হল মারুফের।

'ইনটারেস্টিং! কারা? আপনাকে খুন করতে চাইছে কারা?'

'সেটা বলার জন্যেই তোমাকে নিয়ে এলাম। এসো তোমার রুমটা দেখিয়ে দিই।'

'আমার রুম!'

'হ্যাঁ। ক'টা দিন থাকতে হবে, বাবা। অন্তত দুটো দিন। প্লীজ!'

যেন ঘুমের মধ্যে হাঁটছে মারুফ। সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না সঠিক।

দোতলায় ওঠার সিঁড়িটা একতলার ভেতর দিয়েই। উপরে দুটো, নিচ তলায় তিনটে ঘর।

পরপর কয়েকটা দরজা পার হয়ে গেল ওরা। সিঁড়ির কাছে

সবচেয়ে দক্ষিণের কামরার তালা খুলছে এখন রহিম বক্স।

'দীপা ওপরে থাকে।'

তার মানে দুজনে এক বিছানায় থাকে না, হিসেব করে নিল মারুফ।

খুট করে আলো জ্বালল রহিম বক্স। মোটামুটি প্রশস্ত ঘর। একইভাবে তৈরি। মেঝেতে নারকেলের ছোবড়ার কার্পেট বিছানো। জানালাগুলো প্রায় অর্ধেক মানুষ সমান উঁচু। কাঠের কবাট। ভিতর থেকে কোন গ্রিল নেই।

একটা খাট, রিডিং টেবিল, বেতের তৈরি একটা ইজি-চেয়ারও আছে।

খুলে দিল রহিম বক্স জানালাটা। ঠাণ্ডা হাওয়া ঢুকল ঘরে।

'খাট, সোফাসেট, এ রুমে যা আছে সবই তোমার। ওয়ারড্রোবে জামাকাপড় আছে, পাল্টে নিতে পারো। একটু টাইট হলেও গায়ে লাগবে।'

একজন খালাস পাওয়া কয়েদীর জন্যে এরকম সুখের ব্যবস্থা আগে থেকেই হয়ে আছে দেখে মনে মনে হাসল মারুফ।

'পাশে টয়লেট আছে, তুমি রেস্ট নাও, আমি আসছি।' মারুফকে কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়েই পকেট থেকে ডানহিলের প্যাকেটটা টিপয়ের উপর রেখে বেরিয়ে গেল বক্স সাহেব। ধরেই নিয়েছে সে মারুফ থাকবে এখানে।

জানালার সামনে এসে দাঁড়াল মারুফ। ছায়াটা লম্বা হয়ে পড়ছে ঘরের বাইরে আমগাছের পাতায়। হাওয়ায় পাতা দুলছে একটু একটু।

দুই

পরিচ্ছন্ন বিকেল। রোদের তেজ নেই। হাওয়ায় দুলছে গাছের পাতা। ঝোপে ঝোপে ফুটে আছে লাল গোলাপ। ধারে পাশে বেঞ্চিগুলো খালি। বটগাছের নিচেরটায় বসে আছে মারুফ। এখান থেকে সোজা পার্কের গেটটা দেখা যাচ্ছে। রত্না আসবে। ওকে আসতে বলে এসেছে সে।

বেচারী রত্না! নবায়ন কিণ্ডারগার্টেনের শিক্ষয়িত্রী। স্বপ্ন দেখে সমাজ সেবার। একটা সুস্থ বিবেকবান জাতি গড়ে তোলার। অথবা হয়তো কিছুই ভাবে না। নেহায়েৎ খেয়ালের বশেই, বা পেটের দায়ে মাস্টারী করে। ছন্দময় ওর গতি। শান্ত ওর দৃষ্টি। ওই চোখ দুটোই বারবার কেমন যেন করে দেয় মারুফকে।

ঢাকা শহরের মালিবাগ এলাকার উড়নচণ্ডী মারুফ। আড়ালে লোকে বলে গ্যাংলীডার। কই কেউ তো জানতে চায় না কেন এমন হল ওর? দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে সিগারেট ধরাল সে। ধোঁয়া ছাড়ল আকাশে।

এক সময় ভাল ছেলে ছিল সে। এই যুদ্ধের আগেও স্বপ্ন দেখত নিজের জীবনটাকে গড়ে তুলবে সৎ ও সুন্দর ভাবে। ও হবে সেলফ্ মেইড ম্যান।

হঠাৎ বাজল যুদ্ধের দামামা। পালিয়ে গেল গ্রামে। যেতে পারল না শুধু বোন দুটো। মালিবাগের বাড়িটাতেই ওদের লাশ পচেছিল তিনমাস ধরে।

এক ঝাঁক শালিক এসে বসল সবুজ ঘাসে। একপায়ের উপর আরেক পা তুলল মারুফ। কিচির-মিচির শব্দ করে পালিয়ে গেল শালিকগুলো।

বিদ্রূপের হাসি মারুফের ঠোঁটে। যুদ্ধের পর সবকিছু স্বাভাবিক হবার আগেই শুরু হল লুটপাট। হু-হু করে বেড়ে যেতে লাগল চাল ডালের দাম। কেরানি বাপের চেহারা দিন দিন হল মলিন। কিছু একটা করা উচিত ভাবল সে।

এই দ্বিধাগ্রস্ত অবস্থার সুযোগ নিল মুত্তালিব।

'ওস্তাদ, যুদ্ধের মাঠে তো মেলা কেরামতি দেখিয়েছ, কেউ দাম দিচ্ছে এখন, বলো?'

'কি বলতে চাস পরিষ্কার বল!'

'বলছি দিনরাত চুপচাপ বসে না থেকে এসো দুএকটা চান্স নেয়া যাক। তোমার মেধা আছে...'

'শাট আপ, মুখ সামলে কথা বলবি।'

'রাগ করছ কেন, ওস্তাদ, আমার ভাল চ্যানেল আছে, খালি ব্রিফ কেসটা এপার-ওপার করে দেবে।'

'আর একটা কথা বলবি তো তোর জান খতম করে দেব, মুত্তালিব। মনে রাখিস ফ্রন্টেও কমাণ্ডার ছিলাম, এখনও তাই আছি।'

'দেখা যাবে, দেখা যাবে,' বলে চলে গিয়েছিল মুত্তালিব।

অথচ নিজের বিশ্বাসে অটল থাকতে পারল কই?

পার্কের গেটে রিকশা থেকে নামল রত্না। উঠে দাঁড়াল মারুফ।

ওকে দেখেই ছুটতে ছুটতে এল সে।

'তোমার কি আক্কেল কোনদিন হবে না?'

হাসছে মারুফ। অপরাধীর হাসি।

'আমার গা জ্বলে যাচ্ছে আর উনি হাসছেন। কোন্ সাহসে চিরকুট রেখে এলে তুমি স্কুলে?'

আহত হল মারুফ। তাহলে রত্না কি ওকে ভুল বুঝছে?

'কি হল কথা বলছ না কেন?'

নিশ্চুপ মারুফ।

'ব্যস, অভিমান হয়ে গেল। বসো, বসো।' রত্নাই ওকে টেনে বসিয়ে দিল বেঞ্চিতে।

'বলো কেন ডেকেছ।' আঙুলে আঁচল জড়াতে জড়াতে বলল রত্না।

'এমনি।'

'এমনি না ছাই!

'তোমাকে দেখার ইচ্ছে হল।

'খুব ভাল, বলো কি বলবে।'

'আর ভাল লাগে না, রত্না, আমি বিয়ে করতে চাই।' সোজা কথা মারুফের।

আঙুল থেমে গেল রত্নার। 'তোমার বাবা রাজি হবেন?'

'বাবার কথা বাদ দাও, উনি তো আমাকে আর হিসেবে ধরেন না।'

বাবার কথা ভাবতেই আনমনা হয়ে যায় মারুফ।

মুত্তালিবের প্রস্তাব সে ফেলতে পারেনি। বি. এ. পরীক্ষার ফিশের টাকাটা জোগাড় হল না। বাবার চাকরি চলে গেল উর্ধ্বতন কর্মকর্তার হলো না, রত্না!

ঘুষ খাওয়ার প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে। দুর্লঙ্ঘ্য একটা প্রাচীর তৈরি হল আস্তে আস্তে বাপ ছেলের মধ্যে। দুজনই দুজনকে অপরাধী ভাবছে। অসুস্থ হল পিতা।

প্ল্যানটা মারুফই দিল তখন মুত্তালিবকে। ডেমরায় লুট করতে হবে ব্যাঙ্কের টাকা।

'ব্র্যাভো, কমাণ্ডার,' সাবাস দিয়েছিল মুত্তালিব।

স্রেফ ওরা দুজনে লুট করে নিল ব্যাঙ্কের টাকা। পাঁচ মিনিটের অপারেশন। সাব চেস্ট ব্রাঞ্চ থেকে টাকা নিয়ে যাচ্ছে ক্যাশিয়ার ট্রেজারি ব্রাঞ্চে। সঙ্গে একজন আর্মড গার্ড। থামিয়ে দিল ওরা ফতুল্লা-ডেমরার মাঝামাঝি রাস্তায় স্কুটারটাকে। দুই মিনিটে কাবু হয়ে গেল ক্যাশিয়ার। রাইফেল চালাবার সময় পেল না গার্ড। স্কুটার ছেড়ে পালাল ড্রাইভার। হাতে এসে গেল নগদ পঁচিশ হাজার টাকা। সেই থেকে শুরু। কিন্তু ওর টাকায় কেনা এক ফোঁটা ওষুধও মুখে তুললেন না মারুফের বাবা।

'কি ভাবছ?' ওর চুলে আঙুল চালাতে চালাতে বলল রত্না।

বাস্তবে ফিরে এল মারুফ। তাকাল সে রত্নার দিকে। অপলক।

'বললে না, তুমি রাজি কিনা?'

'আমাকে আর ক'টা দিন ভাবতে দাও, মারুফ।'

ঘৃণা করছে ওকে রত্নাও? অভিমানহাত মারুফ। বলল না সে কিছুই।

'চলো ওঠা যাক।'

বেরিয়ে এল ওরা পার্ক থেকে।

রত্নাকে সিদ্ধেশ্বরীতে ওদের বাসায় পৌঁছে দিয়ে একা একা মৌচাকে ঘুরে বেড়াল মারুফ। দোকানের সাজানো জিনিসপত্র, মানুষের

পায়ের শব্দ, আলোর ঝলকানি কিছুই ওকে শান্ত করতে পারল না। ভাবল মারুফ, কোথায় যেন ফাঁক রয়ে গেল একটা।

নিউ হ্যাভেন কনফেকশনারির সামনে দেখা হল মুত্তালিবের সঙ্গে।

'কমাণ্ডার, ঢাকায় থাকা সেইফ না। পুলিস আমাদেরকে খোঁজাখুঁজি করছে। এদিকে চাটগাঁর পার্টি খবর পাঠিয়েছে—পটিয়াতে বিরাট অপারেশন হবে। এক সঙ্গে তিনটে ব্যাঙ্ক লুট। তুমি যাবে তো চলো।'

চলে এসেছে সে চাটগাঁয়। বড় দ্রুত পাল্টে গেল সবকিছু।

কথা ছিল কালুর ঘাট ব্রিজে সবাই একত্রিত হবে। অথচ ধরা পড়ে গেল ওরা দুজনই নিউ মার্কেটের কাছে। পুলিসকে কাবু করা খুব শক্ত কাজ ছিল না একটা। অথচ পারল না মারুফ পকেট থেকে পিস্তলটা বের করতে। তাকাল সে মুত্তালিবের দিকে। শেষ পর্যন্ত মুত্তালিবও বিট্রে করল? নিজের উপর ঘৃণা হল ওর। আপনা আপনি দুহাত উঠে এল মাথার উপর। হাসল সে বিদ্রুপের হাসি।

জেল হয়ে গেল তিন বছরের জন্য। সশ্রম কারাদণ্ড।

ইজি চেয়ারে বসে, টিপয়ে দু'পা তুলে সিগারেট টানছে মারুফ। নীলাভ ধোঁয়ায় ঢাকা পড়েছে চোখ। অতীতের কর্মকাণ্ডের অলিগলিতে হাঁটছে সে।

'কি হল, কাপড় ছাড়নি এখনও তুমি?' ঘরে ঢুকল রহিম বক্স।

টিপয় থেকে পা নামাল মারুফ।

ঢোলা পাজামা খদ্দরের পাঞ্জাবী পরেছে বক্স। গায়ে রয়েছে এখনও সেই কোটটা। দুর্গন্ধ বেরোচ্ছে ওটা থেকে।

অ্যাশট্রেতে সিগারেট গুঁজে দিয়ে সোজা হয়ে বসল মারুফ।

'বলেই ফেলুন ব্যাপারটা।' বর্তমানে এখন মারুফ।

'তুমি একটু ফ্রি হয়ে নিলে ভাল হোত না?'

'আমি এখানে থাকছি—এরকম কোন ইচ্ছে তো এখনও প্রকাশ করিনি, বক্স সাহেব।'

আঁতকে উঠল রহিম বক্স।

'আমি মরে যাব, বাবা,' মারুফের কাছাকাছি এসে বসল রহিম বক্স। আততায়ী যেন দাঁড়িয়ে আছে ঘরের বাইরে।

'বলেই ফেলুন ব্যাপারটা কি।'

'যুদ্ধের পর এ বাড়িটা কিনেছি। বেনামী চিঠি আসছে তারপর থেকেই। ইংরেজি টাইপ। লেখা থাকেঃ তোমাকে খুন করা হবে। দেখাতে পারি তোমাকে, নিয়ে আসছি দাঁড়াও।' বেরিয়ে গেল রহিম বক্স।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দরজায় এসে দাঁড়াল দীপা। এক পলক দেখল ওকে। এগিয়ে এল একটু একটু করে। দুহাতে ধরা ট্রেতে বিয়ারের বোতল, আর মগ সাজানো। রাখল দীপা ট্রেটা ঠক করে। সোজা হয়ে দাঁড়াবার সময় দেখল আবার মারুফকে। নিষ্পলক দৃষ্টি। যেন ভেতরটা দেখে নিচ্ছে। ঠাণ্ডা হয়ে গেল মারুফ। ঠোঁট খুলতে পারছে না সে। চলে গেল দীপা। যেমন এসেছিল তেমনি।

ফিরে এল রহিম বক্স। নীল কাগজটা তুলে দিল মারুফের হাতে। স্পষ্ট ইংরেজি টাইপ। 'তোমাকে খুন করা হবে। কেবল শেষ অক্ষর 'd'টা লাইন থেকে একটু উপরে উঠে গেছে, এবং ওটা 'd' নয়, আসলে উল্টো 'p'।

'এ নিয়ে ক'টা পেয়েছেন?'

'অনেকগুলো। যে কোন সময় আমি খুন হয়ে যেতে পারি। মাইরী বলছি, এ জন্যেই তোমাকে আমার দরকার।'

পকেটে হাত দিল রহিম বক্স।

'কাগজে বিজ্ঞাপন দেয়ার জন্যে পত্রিকা আপিসেও গিয়েছিলাম সকালে। এই দেখো কপিটা,' মারুফের হাতে কাগজটা না তুলে দিয়ে নিজেই পড়তে আরম্ভ করল।

'বডিগার্ড আবশ্যক, জুডো, কারাতে এবং পিস্তলে পারদর্শী হতে হবে। বয়েস পঁচিশ থেকে আটাশ। প্রার্থীকে অবশ্যই সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হতে হবে। প্রাক্তন মুক্তিযোদ্ধাদেরকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। সাদা কাগজে স্বহস্তে লিখিত দরখাস্ত আগামী ১৫ ডিসেম্বরের মধ্যে পোঃ বঃ ০০১-এ লিখুন।

হাসছে মারুফ দুষ্টামির হাসি। পড়া শেষ করে ওর দিকে তাকাল রহিম বক্স।

'আপনি আমাকে আগে কোথাও দেখেছেন নাকি?'

হাসল রহিম বক্স।

'তাহলে তুমি থাকছ, মারুফ। বডিগার্ড বলব না তোমাকে আমি। তবে সারাক্ষণ থাকবে তুমি আমার সঙ্গে। রাতে থাকবে এখানে। ফ্রি অ্যাকসেস তোমার। খরচপত্র যা লাগে আমি দেব।'

দুহাতে খামচে ধরল মারুফের জামার আস্তীন।

হাতঘড়ির দিকে তাকাল মারুফ। রাত ১১টা। ঢাকাগামী কোন বাস বা ট্রেন এখন পাওয়া যাবে না।

'থাকছ তুমি, বলো? বলো?' বিশ্বাস করতে পারছে না রহিম বক্স।

'কাল সকালে জানতে পারবেন।'

'রাতে থাকছ তো?' স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল সে।

প্রসঙ্গ পাল্টাল রহিম বক্স।

'রাত অনেক হল। তুমি বরং বাইরেটা একবার চেক করে নাও।' হাতে ধরিয়ে দিল টর্চ।

'ফিরে এলে দাবা খেলা যাবে।' খুশি খুশি কণ্ঠস্বর। উজ্জ্বল হয়ে উঠছে চোখ। 'আমার বিশ্বাস এবারও স্পাঙ্কি জিতবে।'

'দাবাতে আমার কোন ইন্‌টারেস্ট নেই।'

'বলো কি, দুনিয়ার সেরা খেলা দাবা!'

'জুত পাই না,' মারুফের জবাব।

'ঠিক আছে, তাহলে খেয়ে-দেয়ে ঘুমিয়ে থাকো। খাবার রেডি থাকবে। শোবার আগে বইটই পড়ার অভ্যাস আছে নাকি? দীপার কাছে ভাল কালেকশন আছে। মিসেস তো বই ছাড়া ঘুমুতেই পারে না।'

শুনছে মারুফ দীপার কথা।

'নাটক, নভেল, প্রেম উপাখ্যান এসব নিশ্চয় পছন্দ করো, ইয়ং ম্যান?'

'বইয়ের প্রেমে আমি বিশ্বাস করি না, জ্যান্ত মানুষই পছন্দ আমার।'

'কি বললে?' চমকে উঠল রহিম বক্স।

বেরিয়ে পড়ল মারুফ টর্চ হাতে।

তিন

বাইরে অন্ধকার। কনকনে শীতের হাওয়া। চাঁদ নেই আকাশে। টর্চ জ্বেলে পথ দেখে নিচ্ছে মারুফ। লন পার হয়ে বাড়ির পেছনে এল সে। কিচেন থেকে একটা অব্যবহৃত পথ চলে গেছে দেয়ালের কাছাকাছি খোঁয়াড়ের দিকে। সামনে এগিয়ে গেল মারুফ।

দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকল সে। মুরগীটুরগী নেই। কাঠের স্তূপ এখানে-ওখানে। খড়ের গাদায় ঠাসাঠাসি ঘরটা। মাচাঙের দিকে কাঠের সিঁড়ি উঠে গেছে। উঠছে মারুফ। ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ হচ্ছে অনেকদিনের পুরানো কাঠে। ঘুলঘুলি দিয়ে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে দীপার ঘরটা।

জানালার পর্দা উঠানো। ডবল বেডটা দেয়ালের কাছে। পুরানো আমলের নকশি করা আলমারি দরজার পাশে। জানালা বরাবর উল্টো দিকে ড্রেসিং টেবিল।

প্রসাধন করছে দীপা ঘুমোতে যাবার আগে। মাথাটাকে পেছনে এলিয়ে দিয়ে চুল আঁচড়াচ্ছে সে। পাতলা, প্রায়-স্বচ্ছ সিল্কের নাইটি পরনে। চিরুনি পিছনে গেলে সামনে ঠেলে আসছে বুক। আঁচড়ানো শেষ হতে হাত রাখল ঘাড়ে। মসৃণ মরাল গ্রীবা। হাত বাড়াল দীপা। ঝুঁকে লিপস্টিকটা নিচ্ছে ও। বুকের ভাঁজ স্পষ্ট এখন আয়নায়।

উত্তেজিত মারুফ। নিস্পন্দ দাঁড়িয়ে আছে। চক চক করছে চোখ। নড়তে পারছে না জায়গা ছেড়ে।

নিচের তলার বাতি নিভে গেল। একটু পরেই দীপার ঘরের দরজায় দেখা দিল রহিম বক্স। লিপস্টিক রেখে দরজার দিকে ঘাড় ফেরাল দীপা। কিছু বলল রহিম বক্স। দু'হাত নেড়ে বাইরে দেখাচ্ছে ঘন ঘন। বোঝা যাচ্ছে ওর সম্বন্ধেই কিছু বলছে। উৎকর্ণ হল মারুফ। কিন্তু কিছুই বোঝা গেল না।

বলছে না কিছুই দীপা। ঠোঁট নেড়ে লিপস্টিক ঠিক করছে সে। এগিয়ে এল রহিম বক্স। হাত রাখল দীপার কাঁধে। ঝাড়া দিয়ে হাতটা সরিয়ে দিল দীপা। গায়ের কোটটা খুলে ফেলল রহিম বক্স। দুহাত বাড়িয়ে দিল সে দীপার দিকে। এগিয়ে এসে জড়িয়ে ধরল। ধাক্কা দিয়ে ছুটে গেল দীপা। উঠে দাঁড়াল টুল থেকে।

থেমে গেল রহিম বক্স। রেগে গেছে। চেঁচিয়ে বলল কিছু। প্রত্যুত্তর না দিয়ে ঠোঁটে সিগারেট আটকাল দীপা। লাইটার খুঁজে বের করল ড্রয়ার থেকে।

দ্রুত হেঁটে বেরিয়ে গেল রহিম বক্স। এগিয়ে গেল দীপা। দরজা বন্ধ করে কপাটে হেলান দিয়েই ধোঁয়া ছাড়ল সিগারেটের। সোজা হয়ে আস্তে আস্তে এগিয়ে এল জানালার কাছে। তাকাল বাইরের অন্ধকারে। সোজা খোঁয়াড়ের দিকেই।

চমকে উঠল মারুফ। এক পা-ও নড়ছে না সে। যেন নড়লেই দীপা টের পেয়ে যাবে ওর অস্তিত্ব। কাঁধ ঝাঁকি দিয়ে ঠোঁট বাঁকিয়ে হাসল দীপা। ঝট্ করে টেনে দিল পর্দা। বাতি নিভে গেল ঘরের।

সিদ্ধান্ত নিল মারুফ, শেষটুকু না দেখে সে যাবে না এ বাড়ি ছেড়ে।

*

লাল দিঘির পাড়। চারদিকে সরকারী অফিস আদালত। বাণিজ্যিক কর্মস্থল। এক্সপোর্ট প্রমোশন ব্যুরোর অফিস পার হয়ে আরেকটু সামনে এগিয়ে হাতের বাঁয়ে পাঁচতলা খান বিল্ডিং। তিন তলায় রহিম বক্সের অফিস। ইনডেন্টিং ফার্ম।

লিফটের কোন ব্যবস্থা নেই। একটা সিগারেট কিনতে হলেও সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামতে হবে। গত সাতদিন ধরে মারুফ আহমেদ এই বিল্ডিং-এ যাতায়াত করছে।

সকাল আটটায় ঘুম ভাঙে। সাড়ে আটটার মধ্যে তৈরি হয়ে যায়। রহিম বক্সকে নিয়ে আপিসে আসে নটায়।

রহিম বক্সের খোদ চেম্বারে ঢোকার সুযোগটা এই সাত দিনে একবারও হয়নি। ওয়েটিং রুমে বসিয়ে রাখা হয় ওকে। পার্টেক্সের পার্টিশান। এ পাশে রেক্সিনের কালো কাভার দেয়া সোফাসেট এবং টাইপিস্ট কাম্ রিসেপশনিস্টের কাউন্টার। দেয়ালে হোণ্ডা কোম্পানির বিজ্ঞাপন। এখানে বসে বসে দিনরাত খট্ খট্ করে একজন অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মহিলা। ক্রিস্টিনা গোমেজ তার নাম।

পারমিশন ছাড়া যাওয়া যায় না ভেতরে। লোকজন কেউ এলে মহিলা ভিতরে যায়। বেরিয়ে এসে তর্জনী উল্টে দেখায়। অর্থাৎ যেতে পারো। মারুফের মনে হয় বক্স সাহেবকে যেন সতর্ক করে দেয়ার জন্যেই ক্রিসটিনা ভেতরে যায়।

দেখছে মারুফ। সোফায় বসে দেখেই চলেছে। টেবিলের তলায় হাইহিল জুতো। হাঁটু অবদি উদোম মাংসল ফর্সা পা। একটু একটু করে উঠছে দৃষ্টি। হাত কাটা ভি-নেক স্কার্ট। টেবিলের উপর অর্ধাংশ।

বুকের কাছে এসে আটকে গেল এক সেকেণ্ড। তারপর রুজ মাখা চটচটে মুখটা। কড়া লিপস্টিক মাখা ঠোঁটে জ্বলন্ত সিগারেট। চোখে চশমা। চুলে পাক ধরেছে দুএকটা। বয়েস পঁয়ত্রিশের কোঠা পেরিয়ে গেছে বহু আগেই। ওজন দু'মনের নিচে নয়।

চোখাচোখি হতেই সরিয়ে ফেলল দৃষ্টি। বারকয়েক আলাপ জমাবার চেষ্টা করে দেখেছে মারুফঃ পাত্তাই দেয়নি ওকে ক্রিসটিনা।

একই ছবি কতবার দেখা যায়? খাপ্পা হয়ে আছে মারুফ।

শালা আমাকে বানিয়েছো বডিগার্ড, অথচ ভেতরে তুমি কি করো সেটা আমাকে দেখতে দেবে না। তোমার কাছে লুঙ্গি পরা হাফপ্যান্ট পরা গুণ্ডা-পাণ্ডা চেহারার লোকজন এসেও অবলীলায় খাতির পেয়ে যায়, আর আমার বেলায় যত বাধা। দুশ্‌শালা। মনে মনে বলে উঠে দাঁড়াল সে। সিগারেটটা মাটিতে ফেলে পা দিয়ে পিষে দিল।

ক্রিসটিনা হেঁই হেঁই করে ওঠার আগেই কনুই দিয়ে ধাক্কা মারল মারুফ বন্ধ দরজায়। খুলে গেল ওটা।

থমকে গেল মারুফ। অপ্রশস্ত প্রায়ান্ধকার ঘর। অল্প পাওয়ারের বাতি জ্বলছে। সিগারেটের ধোঁয়া সারা ঘরে। রহিম বক্সের টেবিলটা ঘরের কোনায়। চেয়ারের হাতলে ঝুলছে পুরানো ওভারকোটটা। তিনজন লোক ঘিরে আছে বক্সের টেবিল। একজনের মাথায় টুপি, পরনে রঙীন বার্মিজ লুঙ্গি। বাকি দুজন প্যান্ট-শার্ট পরা। ভিনদেশী চেহারা। দেখেই বোঝা যায় বিদেশী জাহাজের লোক এরা। ফিস-ফিস আলাপ চলছে। টেবিলে চকচক করছে ডজন খানেক চিনেবাদাম সাইজের ডায়মণ্ড।

খুক্ করে কাশল মারুফ। তড়াক করে উঠে দাঁড়াল তিনজন

 হলো না, বন্ধু!

একসঙ্গে। বুনো ষাঁড়ের মত তেড়ে এল সবচেয়ে মোটা লোকটা। ঘুসি মারল প্রচণ্ড বেগে। কাত হয়ে মুখ বাঁচাল মারুফ। ডাইনে সরে বাড়িয়ে দিল পা। ধপ্ করে মাটিতে পড়ল দশাসই শরীরটা। মোটা মিয়ার মাথাটা মাটি থেকে উঁচু হতেই কান বরাবর ছোট্ট একটা লাথি লাগাল মারুফ। আধ ঘন্টার জন্যে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে থাকবে এখন। এরপর সোজা হয়ে দাঁড়াল সে পরবর্তী আক্রমণের জন্যে।

না, কেউ সামনে বাড়ল না। চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে গেছে রহিম বক্স। কোটটা এখন তার গায়ে। পিঠ চাপড়ে দিল মারুফের।

'সাব্বাশ! এজন্যেই তোমাকে বাছাই করেছিলাম, মারুফ। চলো, চলো, বাড়ি চলো। আজ স্পেশাল রোস্ট খাওয়াব তোমাকে।'

দেখল মারুফ, টেবিলে হীরাগুলো নেই। ধরাধরি করে মাটিতে পড়ে থাকা লোকটাকে ফ্যানের নিচে নিয়ে যাচ্ছে বাকি দুজন। মারুফের কাঁধে হাত রেখে বেরিয়ে এল রহিম বক্স।

হাঁ হয়ে গেছে ক্রিসটিনার মুখ। থেমে গেছে টাইপরাইটারে আঙুল। অবিশ্বাস ওর চোখে। বেরিয়ে যাচ্ছে ওরা অফিস থেকে। দরজা পার হয়ে থেমে গেল মারুফ। ক্রিসটিনার দিকে তাকাল সে। দড়াম করে বন্ধ করে দিল সে দরজাটা।

চার

মেহগনী কাঠের চারকোণা ডাইনিং টেবিল। চারদিকে দুটো করে আটটি চেয়ার সাজানো। ঘরের কোণে ফ্রিজ। ফ্লোরে নারকেলের ছোবড়ার ম্যাট।

'বসো, বসো,' দরজা দিয়ে ঢুকতে ঢুকতে বলল রহিম বক্স। ফ্রিজ খুলে স্যামসন সস বের করে ওর দিকে তাকাল।

'দাঁড়িয়ে রইলে কেন? বসো।'

চেয়ার টেনে বসল মারুফ দরজার উল্টো দিকে। এদিক থেকে বাইরের দিকটা ভাল দেখা যায়।

একসঙ্গে দুজন লোকের খাবার তুলে দিল মারুফের প্লেটে রহিম বক্স। যেন ওকে খুশি করাটাই ওর কাজ। কই, ইলিশ, রুই, রূপচান্দা কোনটাই বাদ পড়েনি। খাসি মুরগী সবই আছে। আর আছে পুডিং।

'চালিয়ে যাও,' মুরগীর রান মুখে পুরতে পুরতে বলল রহিম বক্স। 'কই মাছের ভাজিটা ট্রাই করো,' মাছটা পাতে তুলে দিতে দিতে বলল রহিম বক্স। হাসছে সে মিষ্টি মিষ্টি।

'চাটগাঁ শহরে ভাল দই মিষ্টি পাওয়া যায় না। বোসদের দোকানটা ছাড়া এদিকে একটাও দোকান নেই।' এক পিসে আশি রেকর্ড বাজিয়ে

চলেছে সে।

হঠাৎ কণ্ঠস্বর খাদে নামিয়ে আনল। 'সকাল বেলার মারপিটের কথাটা দীপার কানে তুলো না আবার। দারুণ নার্ভাস মেয়ে। ফিট হয়ে যাবে।' স্বর আবার স্বাভাবিক হয়ে গেল।

'বউটা কিন্তু ভালই রাঁধে,' বলে যাচ্ছে সে। 'বছর সাতেক আগে ফয়েজ লেকে ফিল্মের শূটিং করতে এসে...' থেমে গেল রহিম বক্স। হাড় চিবুচ্ছে মারুফ।

সে এলো। প্রতি মুহূর্তে মারুফ আশা করছিল ওকে। দ্বিগুণ রক্ত চলাচল শুরু হয়ে গেল ভেতরে। ধুক্-ধুক্ করছে বুক। গলাটা শুকিয়ে যেতে চাইছে। দাঁড়াল না দীপা। যেন খুব জরুরী একটা কাজে এসে হঠাৎ অন্য কিছু মনে পড়ে গেল, তাই চলে যাচ্ছে। যাবার সময় দরজার কাছে গিয়ে ঘাড় ফিরিয়ে তাকালো। ঝিক্ করে উঠল ঠোঁটের কোণে হাসি। খানা বরবাদ হয়ে গেল মারুফের জন্যে। পুরানো প্রসঙ্গে ফিরল না রহিম বক্স।

'ঢাকা যাচ্ছি। সপ্তাহ খানেক থাকব। দুহপ্তাও হতে পারে। আপিসে এই ক'টা দিন তোমার না গেলেও চলবে,' আচমকা কথাটা বলল সে।

ঘোর কেটে গেল মারুফের।

'আমি তাহলে কি করব?'

'বাড়িটা দেখাশোনা করবে। বাড়তি কিছু টাকা অবশ্য আমি তোমাকে দিয়ে যাব।'

বাড়ির সঙ্গে বাড়িওয়ালীকেও দেখাশোনা করার সুযোগ হবে কিনা ভাবছে মারুফ। প্রশ্নটা কিভাবে উত্থাপন করা যায় ভেবে বের করার আগেই আবার মুখ খুলল বুড়ো।

'দীপা যাচ্ছে আমার সঙ্গে। অনেকদিন বেড়াতে যাবার সুযোগ পায় না বেচারি। এবার একটু ঘুরে আসুক।'

'তার মানে এই মস্ত বাড়িটায় আমি একা থাকছি। হাঁস মুরগীকে খাবার দিচ্ছি, চোর ছ্যাঁচোড় তাড়াচ্ছি। ভালই বলেছেন। অনেক দেখেছি, আর না। বুঝতে পারছি, এবার কেটে পড়ার সময় হয়েছে।'

'রাগ করছ কেন?' বেসিনে হাত ধুতে ধুতে বলল রহিম বক্স। পকেট থেকে চেক বই বের করে খ্যাচ-খ্যাচ করে নাম সই করল।

'এক থেকে দশ হাজারের মধ্যে যে-কোন একটা অ্যামাউন্ট বসিয়ে নিয়ো।' হাতে ধরিয়ে দিল ওটা। 'আমি সত্যি কৃতজ্ঞ, মারুফ। অন্তত তুমি আসার পর থেকে এখন পর্যন্ত কোন বেনামী চিঠি তো পাইনি।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে। ভাল জাতের কটা বোতল রেখে যাবেন, তাহলেই চলবে।' বাঁ হাতে চেকটা পকেটে ঢুকাল মারুফ। খুশি।

'আপনারা কখন যাচ্ছেন?'

'সন্ধ্যা ছটার প্লেন ধরব। তৈরি থেকো, এয়ারপোর্টে পৌঁছে দেবে।'

উঠে পড়ল মারুফ চেয়ার ছেড়ে। হাত ধুচ্ছে।

'ব্যবসাটা দেখাশোনা করবে কে?' সাধারণ কৌতূহল।

'ও ব্যাপারে ভাবতে হবে না তোমাকে। ক্রিসটিনা একাই একশো।'

'পুরুষ কেউ নেই? একজন মেয়েলোককে ইনচার্জ করে যাচ্ছেন, ব্যাপারটা কেমন যেন অস্বাভাবিক লাগছে।'

হাসতে শুরু করল রহিম বক্স। চোখ থেকে পানি বের না হওয়া পর্যন্ত হাসতে থাকল।

বোকার মত চেয়ে রইল মারুফ।

'ক্রিসটিনাকে তুমি পছন্দ করো না, আমি জানি। কিন্তু একটা কথা শুনে রাখো, অ্যাণ্ড নেভার ফরগেট ইট। ওই ক্রিসটিনা তোমার আমার চাইতে অনেক, অনেক বেশি বুদ্ধি রাখে। তুমি চেহারা দেখে মানুষ চেনো, আর আমি?' মাথায় টোকা দিল রহিম বক্স, 'ঘিলু, ঘিলু দিয়ে বিচার করি। ব্যাপারটা নিশ্চয়ই পরিষ্কার হয়েছে?'

'ওসব ব্যবসার ব্যাপার-স্যাপার বোঝার আগ্রহ নেই আমার। আপনি বুঝলেই হলো।' নির্লিপ্ত মারুফের কণ্ঠস্বর।

'অল রাইট। তুমি রেস্ট নাও গিয়ে। সাড়ে পাঁচটায় আমরা রওনা হয়ে যাব।'

সাড়ে পাঁচটায় দরজা খুলে বেরিয়ে এল রহিম বক্স। গায়ে হাঁটু পর্যন্ত লম্বা ওভারকোট, পরনে বারো ইঞ্চি ঢোলা চোঙা প্যান্ট। পায়ে বুট। বুকের কাছে ডান হাত দিয়ে চেপে রেখেছে ব্রিফ কেস। চোখে সতর্ক দৃষ্টি। যেন কেউ ওটা ছিনিয়ে নিয়ে যেতে পারে। বাঁ হাতে ভারি সুটকেস।

একটু পরে এল দীপা। পেঁচিয়ে শাড়ি পরেছে। লালের উপর হলুদ বুটি। স্পষ্ট হয়ে উঠেছে শরীরের চড়াই-উৎরাই। বুক-খোলা গোলাপী রঙের কার্ডিয়ান গায়ে। গলায় জড়ানো স্কার্ফ। চোখে পাওয়ারলেস গোল্ডেন ফ্রেমের চশমা। দেখে মনে হচ্ছে সিনেমার অভিনেত্রী। বয়েসটা রহিম বক্সের অর্ধেক।

একেবারে বেমানান। রহিম বক্স পটালো কি করে ওকে? গ্যারেজের দিকে হাঁটতে হাঁটতে ভাবছে মারুফ।

গাড়ি বের করে আনল সে।

নিজেই দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল রহিম বক্স। দীপা বসল পিছনের

সীটে। সবশেষে ড্রাইভিং সীটে উঠল মারুফ।

হুস করে চলে এল গাড়ি সদর রাস্তায়। থেকে থেকে নির্দেশ দিচ্ছে মিসেস বক্স, কোথায় কবুতরের খাওয়া রাখা আছে, কখন খাওয়াতে হবে, এই সব। কথাগুলো বলার সময় একবারও ওর দিকে তাকাল না মেয়েটা। যেন আপন মনে দেয়ালের সঙ্গে কথা বলছে সে। রিয়ার ভিউ মিররে চোখ দুটো দেখা যাচ্ছে নিষ্প্রাণ।

থেমে গেল দীপা।

চুপচাপ গাড়ির ভেতরটা। কথা বলছে না কেউ। পতেঙ্গার রাস্তা ফাঁকা। স্পীড বাড়াবার চেষ্টা করছে মারুফ। অস্বস্তিকর অবস্থাটা থেকে মুক্তি চায় সে। গ্যাস পেডাল পুরোটা চেপেও ত্রিশ মাইলের বেশি উঠলো না স্পীড কিছুতেই। মাঝে মাঝে পিছনে তাকাচ্ছে রহিম বক্স। ঘাড় ঘুড়িয়ে দেখল মারুফ। দীপার চোখ জানালার কাঁচে। চাটগাঁর সৌন্দর্যটা দেখে নিচ্ছে যেন শেষবারের মত।

ডাইনে পার হয়ে যাচ্ছে বাড়িঘর, দোকানপাট। বামে প্রবহমান কর্ণফুলী। নদীর বুকেই গড়ে উঠেছে মেরিন একাডেমী। দূরে আবছা পাহাড়ের সারি। বাঁক নিল অসটিন। ইসটার্ন রিফাইনারির দগদগে আগুন দেখা যাচ্ছে এখন। আর পনেরো মিনিটের রাস্তা বাকি। স্পীড কমিয়ে দিল মারুফ। বুড়ো ইঞ্জিনকে কষ্ট দিয়ে লাভ নেই।

এয়ারপোর্টে এসে গেল গাড়ি। তাকাল মারুফ পেছনে। অভিব্যক্তির কোন পরিবর্তন হয়নি। পরিবর্তন হয়নি দীপার। পার্ক করতেই নেমে গেল মিস্টার এবং মিসেস।

সুটকেসটা হাতে নিয়ে দৌড়ে চলে গেল রহিম বক্স লাউঞ্জের রিসেপশন কাউন্টারের দিকে।

ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে লিপস্টিক বের করল দীপা। আলতো ভাবে ঠোঁটে ছুঁয়ে বাঁকা চোখে দেখল ওকে। দরজা খুলে বেরিয়ে এলো মারুফ। কাছাকাছি এল দীপা।

প্রায় কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বলল। 'বাড়িতে মেয়ে-মানুষ আনবে না।' একটা মাত্র কথা।

সারা মুখে রক্ত উঠে এল মারুফের।

বলে কি মেয়েটা? 'আপনার এ কথার মানে?'

'মানে খুবই সহজ—বুঝতে না পারার কোন কারণ দেখি না।' হাঁটতে লাগল দীপা। একটু বেশি দুলছে নিতম্ব। 'অন্য কোথাও কাজের চেষ্টা করো না কেন? এখানে সুবিধে হবে না।'

এগিয়ে এল রহিম বক্স। সঙ্গে রিসেপশনিস্ট একজন।

'সব ঠিক আছে। নাজমাই ব্যবস্থা করে দিয়েছে।' উৎফুল্ল রহিম বক্স।

'পরিচয় করিয়ে দিই, নাজমা, এ হচ্ছে আমার স্ত্রী,' কেঁপে গেল রহিম বক্সের কণ্ঠস্বর, 'দীপা।' দীপার দিকে তাকাল সে।

'গত দু'বছর ধরে নাজমাই এই রুটে আমার দেখাশোনা করে। খুবই ভাল মেয়ে।'

হাসল দীপা। ঝিক্ করে উঠল উজ্জ্বল সাদা দাঁতগুলো।

'রানওয়ের দিকে চলুন। মাত্র পাঁচ মিনিট আছে আর। প্লেনে হাসিনা আছে। ও আপনাদের দিকে খেয়াল রাখবে। বলে রেখেছি,' বলল নাজমা।

'দেখলে তো, দীপা, নাজমা কেমন কাজের মেয়ে?'

রহিম বক্সের উৎসাহে ভাটা পড়ল দীপার নিস্পৃহ ভাব দেখে।

দাঁড়িয়ে আছে বাংলাদেশ বিমানের ফোকার ফ্রেণ্ডশিপ।

সিঁড়ি বেয়ে উঠছে দীপা। তাকাচ্ছে না পেছনে একবারও। লুব্ধ দৃষ্টি মারুফের। দেখছে সে দীপার পিছন দিকটা। প্লেনে ঢোকার আগে দাঁড়িয়ে গেল দীপা। তাকাল মারুফের দিকে। ঠোঁটের কোণে হাসি। ধ্বক্ করে উঠল মারুফের বুক। সবাই না ওঠা পর্যন্ত নড়ল না রহিম বক্স।

'আচ্ছা চলি,' নাজমার হাত থেকে টিকেট নিতে গিয়ে ওর হাতে একশো টাকার একটা নোট চালান করে দিল রহিম বক্স। চক চক করে উঠল নাজমার চোখ।

প্লেনটা রানওয়ে থেকে চলা শুরু না করা পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকল মারুফ, সঙ্গে নাজমাও।

'দারুণ লোক, কি বলেন?' নাজমার দিকে মনোযোগ দিল মারুফ।

'মহৎ!' ওর দিকে না তাকিয়েই জবাব দিল নাজমা।

ওই রকম প্রতি ট্রিপে একশো টাকার নোট ফালতু পাওয়া গেলে আমিও ও কথা বলতাম, ভাবলো মারুফ। 'কিন্তু ওই কোটটা...'

হাসল নাজমা। মনোরম হাসি। মহিলা সুন্দরীই। একটু বয়েস হয়েছে বলে আকাশ থেকে মাটিতে নামিয়ে দিয়েছে বাংলাদেশ বিমান, কিন্তু আরো কিছুদিন বিমানবালা হিসেবে চালানো যেত ওকে। নিঃশেষ হয়নি লাবণ্য, ভাবল মারুফ।

'প্রথম প্রথম আমারও খারাপ লাগত কোটটা। পরে দেখলাম, ওটা ছাড়া ভদ্রলোক একদম বেমানান।'

'ভদ্রলোক কিন্তু আপনার দারুণ প্রশংসা করলেন।'

টোল পড়ল নাজমার গালে। আর একটু ভাল করে দেখল মারুফ

মেয়েটিকে। ভালই তো। একটা রাতের জন্যে যথেষ্ট ভাল। ডিনারের আমন্ত্রণ করে দেখবে নাকি? খচ্ করে উঠল দীপার কথাটা, 'বাড়িতে মেয়েমানুষ আনবে না।'

না, বাদ দিল সে দুর্বুদ্ধিটা।

'চলি,' কথা না বাড়িয়ে গাড়িতে উঠল মারুফ। 'বাই!'

'বাই।' হাত নেড়ে বিদায় দিল নাজমা।

পাঁচ

এই কদিন কি করা যাবে? পথ চলতে চলতে হিসেব করছে মারুফ। রহিম বক্সের ব্যবসাটা লোক-দেখানো। আসলে ভেতরে ভেতরে অন্য কিছু একটা করে লোকটা। এবং সে কাজের সঙ্গে প্রচুর টাকার সম্পর্ক আছে। বুঝতে পারছে মারুফ, দীপার সঙ্গে ওর সম্পর্কটাও স্পষ্ট নয়। প্রচ্ছন্ন কিছু একটা আছে। রহস্যটা উদ্ধার করবে সে। এজন্যে মানসিক প্রস্তুতিরও দরকার। আপাতত দিন দুই ঘুরে বেড়াবে। সিনেমা দেখবে, এন্তার উপন্যাস পড়বে, গান শুনবে। তার আগে বিপণী বিতানে একবার ঢুঁ মারার ইচ্ছে নিয়েই পোস্ট অফিসের দিকের শেডে গাড়ি পার্ক করল মারুফ।

নামল ধীরে সুস্থে। আয়নায় দেখে নিল নিজের চেহারাটা। চুল ব্রাশ হলো না. রত্না!

করে সিগারেট ধরালো একটা। গাড়ির কাঁচগুলো তুলে দিয়ে চাবি লাগাল দরজায়। আঙুলে চাবির রিংটা ঘুরাতে ঘুরাতে ঢুকল সে ভিতরে।

আলো ঝলমল দোকানপাট। এক তলায় একটা সুন্দর বইয়ের দোকান। উল্টেপাল্টে দেখল মারুফ দুএকটা ম্যাগাজিন। পছন্দ হল না। উঠে এল সিঁড়ি বেয়ে দোতলায়। দেখলো স্টেশনারি দোকানগুলো। ঝলমল করছে সমৃদ্ধি। দেশী-বিদেশী জিনিসে ভরপুর। ক্রেতার সংখ্যাও কম নয়, গিজগিজ করছে দামী পোশাক পরা অসংখ্য নারী-পুরুষ।

সোনার দোকানের সামনে এলো সে। কেনার মুরোদ নেই, লোভও নেই ওই জিনিসে ওর। তাছাড়া কার জন্যে কিনবে সে? চলতে চলতে দেখে যাচ্ছে। শীলা জুয়েলার্স। এক পলক। ভেতরে তিনজন রমণী। চোখাচোখি হল না কারো সঙ্গে। পার হয়ে গেল সে দোকানটা।

হাঁটছে সে। কেবল দেখার জন্যেই হাঁটা। রঙীন শার্ট, পাঞ্জাবী ঝুলছে দোকানের বাইরে টাঙানো দড়িতে। লেটেস্ট ডিজাইনের প্যান্ট পিসগুলোর উপর চোখ বুলাচ্ছে সে।

'মারুফ!' ডাকটা অস্পষ্ট।

'মারুফ!' পিছন থেকে ডাকছে কেউ। মেয়েলী কণ্ঠস্বর।

ঘাড় ফিরালো মারুফ। দাঁড়িয়ে আছে রত্না। মাত্র তিন হাত দূরে।

বিশ্বাস করতে পারছে না মারুফ।

এগিয়ে এল রত্না।

সদ্য ফোটা ফুলের মতো নিষ্পাপ মুখ। দীঘল কালো চোখ। খাড়া নাক। শ্যাম্পু করা চুল নেমে গেছে কাঁধ ছাড়িয়ে কোমর অবদি।

নিষ্পলক মারুফ।

'মারুফ, তুমি আমাকে...' অভিমান রত্নার চোখে।

ঘোর কাটল মারুফের।

'রত্না! তুমি এখানে!' বিস্মিত সে।

'কবে ছাড়া পেলে? এখানে কি করছ? আছো কোথায় এখন?' এক সঙ্গে অনেক প্রশ্ন রত্নার।

এপাশ-ওপাশ দেখল মারুফ। আড়চোখে দেখছে লোকজন ওদেরকে। 'এখানে দাঁড়িয়ে তো বলা সম্ভব নয়, চলো বরং কোথাও বসি।'

রাজি রত্না।

হাঁটছে ওরা পাশাপাশি। দরজা ঠেলে ঢুকল ওরা স্বপ্নীল রেস্তোরাঁয়।

নীলাভ আলোতে সৃষ্টি হয়েছে আকর্ষণীয় পরিবেশ। জোড়ায় জোড়ায় বসে আছে লোকজন। টুংটাং আওয়াজ হচ্ছে কাপ প্লেটের। কেবিন বেছে নিল মারুফ। সামনে বসেছে রত্না। উল্টো দিকে সে। সিলিং ফ্যানের স্থির ছায়া এসে পড়েছে টেবিলে। বেয়ারা এল। নিজের জন্যে চা এবং রত্নার জন্যে কোকের অর্ডার দিল মারুফ।

'বলো, মারুফ, আমি যে ছটফট করছি!'

'বলছি, তার আগে বলো, তুমি এখানে কেন?' সিগারেট ধরাল সে।

'আমি নাসিরাবাদের একটা কিণ্ডারগার্টেনে ভাইস-প্রিন্সিপালের কাজ করছি। মাস ছয়েক হল এসেছি।'

জেল থেকে বেরিয়েছি অনেক দিন হল,' ইচ্ছে করেই ভুল তথ্য হলো না, রত্না!

দিচ্ছে মারুফ।

'এখন কি করছ? ঢাকায় যাচ্ছো না কেন?'

'এখানেই ভাল একটা চাকরি পেয়ে গেলাম। মাসে হাজার দুয়েকের মত বেতন। কোন ঝামেলা নেই। ইয়ারলি দুটো বোনাস আছে। বিদেশে যাবারও সুযোগ আছে।' এন্তার মিথ্যে বলে যাচ্ছে সে। রত্নাকে জানতে দিতে চায় না ও কি করছে এখন।

শুনতে শুনতে উজ্জ্বল হয়ে উঠছে রত্নার মুখ। সোজাসুজি তাকাতে পারছে না সে মারুফের দিকে।

কথা বলছে না কেউ এখন। ভাবছে দুজনই, পুরানো সম্পর্কটা কি এখনও আছে?

'ভালোই হল তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে। কাজকর্ম মাঝে মাঝে বোরিং লাগে,' বলল মারুফ।

'হ্যাঁ, আমারও একদম ভাল্লাগে না। কেমন যেন ফাঁকা মনে হয়। সময় করে আসো না একদিন স্কুলে। টিচারদের হোস্টেল আছে। গেটে দারোয়ানকে বলে রাখব। আসবে তুমি?'

'কাজের যা চাপ, কথা দিতে পারছি না,' তাচ্ছিল্য মারুফের কণ্ঠে। যেন সত্যি ব্যস্ত মানুষ ও।

'চলো উঠি,' উঠল রত্না। 'কি ভুলো মন আমার। ওদেরকে দোকানে রেখে আমি এখানে আড্ডা মারছি! চলো, ওঠো।'

উঠল দুজনই। কাউন্টারে পয়সা দিয়ে বেরিয়ে এল ওরা।

'স্কুলের নামটা বললে না?'

'তুমি তো যাবে না।'

'বলেই দেখো না।'

'নবীন কুঁড়ি। ২৮/১ নাসিরাবাদ।' আনমনা রত্না।

'তোমার টেলিফোনটা।'

নম্বর দিল মারুফ। চলে গেল রত্না।

সমস্ত ছক পাল্টে গেল মারুফের। রত্না কি এখনও ওর আছে? ভাবতে ভাবতে সে-ও বেরিয়ে এল নিউমার্কেট থেকে। এত আড়ষ্টতা ঢুকল কি করে দুজনের মধ্যে?

ছয়

সকাল বেলায় ধূমায়িত কফির কাপের সামনে বসে ঠিক করল মারুফ পুরো বাড়িটা ঘুরে দেখবে সে।

ড্রয়িংরুম থেকে শুরু করল মারুফ। নিজের কামরাটাও দেখল ভাল করে। ঢুকল রহিম বক্সের রুমে। আলমারিতে ফটোগ্রাফী এবং ফিল্মের বই ছাড়া কিছুই চোখে পড়ার মত নেই। একই ভাবে সাজানো ঘর। রিডিং টেবিল, ডিভান আর আলনা। ড্রয়ার টেনে উল্টে-পাল্টে দেখল সে। ছড়ানো ছিটানো লাল নীল কাগজের ভাউচার। বোঝা গেল না রহিম বক্স কিসের গোপনীয় ব্যবসা করে। টান দিল মারুফ আরেকটা ড্রয়ার। এক গাদা হিসেবের খাতা। সঙ্গে গোটা দশেক উইকলী ঢাকা চিটাগাং প্লেনের টিকেট। সন্দেহটা পাকা হয়ে গেল ওর। কিছু একটা

ব্যাপার আছে।

উঠে এল দোতলায়। দিনের আলোতেও সিঁড়িটা স্পষ্ট নয়। বাতি জ্বালল না তবুও। ছম ছম করছে গা। যেন দীপা দাঁড়িয়ে আছে এ বাড়িরই অন্ধকার কোন কোণে। দেখছে ওর কার্যকলাপ।

গা ঝাড়া দিল সে। না, টেনশানটা নেই। ধাক্কা দিল দীপার ঘরের দরজায়। নড়ল না কপাট এক ইঞ্চিও। বন্ধ ওটা। দীপা কি ভেতরেই আছে? আঁতকে উঠল মারুফ। পা কাঁপছে। সিগারেট জ্বালাবার সময় নিল সে। ধোঁয়া ছেড়ে মগজ পরিষ্কার করল। অসম্ভব। ঢাকায় এখন ওরা দামী কোন হোটেলে ব্রেকফাস্ট করছে। আবার ধাক্কা দিল সে। বন্ধ। তালা দেয়া।

দোতলা থেকে নেমে এল মারুফ। নিজের ঘরে এসে বোতল খুলে হুইস্কি ঢালল একটা গ্লাসে। ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে সাহস সঞ্চয় করছে সে। দরজাটা বন্ধ কেন? বাড়ির সব ক'টা কামরাই তো খোলা। দীপা কি জানত মারুফ ওর কামরায় ঢুকবে? অথবা এমন কিছু আছে ওই রূমে যা মেয়েটা কাউকে দেখতে দিতে চায় না। কি সেটা? কৌতূহলী মারুফ। উঠে দাঁড়াল সে। দরজা না ভেঙে ভেতরে যাওয়া যাবে না। পুরানো মর্চে ধরা কবজা—দরজা নিয়ে টানা হেঁচড়াও করা যায় না। উপায় একমাত্র জানালাটা।

ওই ঘরে ঢোকার রাস্তা এখন জানালাটাই। টান দিলে খুলে যাবে ওটা। কিন্তু অতিরিক্ত ব্যবস্থা হিসেবে শক্ত তারের যে জাল আছে তা কাটা যাবে না। ব্যবস্থা একটাই। পুরো ফ্রেমটা খুলে ফেলা। লনে নেমে এল মারুফ।

বাড়িটা শহর এলাকার বাইরে। ধারে পাশে ঘরবাড়ি খুব একটা

নেই। দেয়ালের পাশের রাস্তা দিয়ে কুলি কামীনরা যাতায়াত করে, তা-ও মাঝে-মধ্যে। তবুও ওই জানালায় দাঁড়িয়ে কাজ করার সময় যে কোন লোকের চোখে পড়ার সম্ভাবনা আছে।

খোঁয়াড় থেকে মই নিয়ে এল সে। কাপড় ধোয়ার বালতিতে সাবান গুলে তরতর করে উঠে গেল মারুফ। মইয়ের মাথায় আটকে দিল বালতিটা। দুলছে সেটা একটু একটু। সামনে বন্ধ জানালা।

চারদিকে তাকাল সে। কৃষ্ণচূড়া গাছের উপর দিয়ে দেখা যাচ্ছে কর্ণফুলী। ছল ছল বহমান নদী। ডিঙি নৌকোগুলো ছোট ছোট বিন্দুর মত। পশ্চিম কাচারি পাহাড়ে সরকারী লাল ভবনগুলো চোখে পড়ে। দক্ষিণে, দূরে আবছা আবছা দেখা যায় রাঙামাটি পাহাড়ের সারি। রাস্তায় চোখ ফেরাল মারুফ। না, লোকজন কেউ নেই।

টান দিল জানালার কপাট। খুলে গেল সেটা। তারের ফ্রেমে মনোযোগ দিল মারুফ। স্ক্রুড্রাইভার দিয়ে চাপ দিল, আলগা হয়ে যাচ্ছে বল্টু। খাটতে হল না বেশি। ঝাঁকি দিতেই আলগা হল ফ্রেম। ঠিক তক্ষুণি চোখ পড়ল রাস্তায়।

হাঁ হয়ে গেছে মুখ। গেটের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে লোকটি। মইয়ের মাথায় দেখছে ওকে। পাজামা পাঞ্জাবী পরা। মাথায় কিস্তি টুপি। না দেখার ভান করল মারুফ।

ইঞ্চি ইঞ্চি করে মাথাটা ঘোরাল। স্ক্রুড্রাইভারটা ফেলে দিল বালতির পানিতে। ঘাম বেরোচ্ছে কপাল থেকে। লোকটা কে জানে না সে। বালতি থেকে ভেজা ন্যাকড়াটা তুলল মারুফ। টপটপ পানি পড়ছে মাটিতে।

মইয়ের নিচে পায়ের শব্দ হল। লোকটা গেট থেকে সোজা মই

বরাবর এসে গেছে। তাকাচ্ছে না মারুফ। খুক্ করে কাশল লোকটা উপরের দিকে তাকিয়ে।

দেখল মারুফ নিচে।

'কাকে চাই?'

'মিসেস আছেন?

'জ্বী না।'

'মারাত্মক কথা।'

'মারাত্মক হবে কেন?' আঁতকে উঠল মারুফ।

'মারাত্মক কথা। আপনি ওখানে কি করছেন?' যেন কৈফিয়ত দাবি করছে সে।

'জানালা পরিষ্কার করছি।'

'মারাত্মক কথা, জানালা খুলছেন দেখলাম?'

'হ্যাঁ, ভেতরটা পরিষ্কার করার জন্যে খুলছিলাম।'

'মারাত্মক কথা, মনে হল জোর করে খুলছেন!'

নির্বোধের মত হাসল মারুফ।

'জানালাটা পুরানো। তাছাড়া ঝড় বৃষ্টিতে ভিজে দেখুন না কেমন নরম হয়ে গেছে। নিচে নেমে আবার ওদিক দিয়ে ঘুরে দোতলায় উঠে জানালা খুলে তারপর পরিষ্কার করা ভারি ঝামেলার ব্যাপার। তাই এদিক থেকেই খুললাম আর কি।'

সরে গেছে লোকটা মইয়ের নিচ থেকে। টের পেয়ে গেছে সে মারুফের বালতি ফেলে দেয়ার ইচ্ছেটা।

নেমে আসছে মারুফ উপর থেকে।

'আপনি কি চোর-ছ্যাঁচড় ভেবেছিলেন নাকি?' শেষ সিঁড়িতে পা

দিয়ে বলল সে।

'না, সে কথা নয়। ব্যাপারটা হল কি, মারাত্মক কথা, আপনাকে এ বাড়িতে কখনো দেখিনি কিনা।'

এ আবার কোন্ কুটুম্ব? মনে মনে বলল মারুফ। মাটিতে এখন। পকেট থেকে রুমাল বের করে হাত মুছছে।

'আজ কয়েকদিন হয় এসেছি। বক্স সাহেবের গাড়ি চালাই। ওরা কয়েক দিনের জন্যে ঢাকা গেছেন।' কৈফিয়ত দিল মারুফ।

সন্দেহটা যেন বেড়ে গেল লোকটার। ভ্রূ কুঁচকাল সে।

'চা খাবেন?' হঠাৎ প্রশ্ন করল মারুফ। লোকটাকে সে সরাতে চায় এখান থেকে।

খুশি হল লোকটি।

কিচেনে নিয়ে এল মারুফ ওকে। স্টোভ জ্বেলে চা চড়াল। টুল টেনে বসল সে।

দেব নাকি গলা টিপে? ভাবছে মারুফ। টগবগ করছে কেতলির পানি। দু'জনের জন্য চা বানাতে সময় নিল পাঁচ মিনিট।

গল্প শুরু করল আগন্তুক। গত যুদ্ধের সময় একাই খুন করেছে সাতটা মুক্তি। গলা খাদে নামিয়ে স্বীকার করল।

'এখন তো আর বলতে মানা নেই, সরকারের সেবা করেছি। লোকে বলে রাজাকার।'

যুদ্ধের পর প্যাঁদানি খেয়েছে দারুণ। পালিয়ে বেড়িয়েছে এদিক ওদিক। ছিটে ফোঁটা কাজ পেলে করে দেয়।

'ট্রিগারটা ভালই চালাতাম। তবে কথা হল কিনা স্যার, মারাত্মক কথা, আমি হলাম ভদ্রলোক, খুন জখমীতে সহজে যেতে

চাই না।'

অবলীলায় বলে যাচ্ছেন ভদ্রলোক। দম বন্ধ হয়ে আসছে মারুফের।

ঝাড়া দুই ঘন্টা বক বক করল লোকটা। ভক্ত ছাত্রের মত শুনে গেল মারুফ। শেষ পর্যন্ত যেন অনেকটা অনিচ্ছাসত্ত্বেও বলল, 'আচ্ছা চলি।' মারুফও তা চাইছে।

'মারাত্মক কথা, কি ঝামেলা হল বলুন তো, ম্যাডামকে একদিনও পাওয়া যায় না।' বেরিয়ে এল আগন্তুক। গেট পর্যন্ত পৌঁছে দিল ওকে মারুফ।

'বেগম সাহেব এলে বলবেন, এবারের চালানটাও পাওয়া গেল না। বলবেন পার্টি খেপে যাচ্ছে। আর ক'দিন ঠেকিয়ে রাখা যায়?'

'কি বলছেন এসব?'

'মারাত্মক কথা।'

'মারাত্মক কথাই তো।'

'উনি বুঝবেন। বলবেন আসগর এসেছিল। আচ্ছা চলি।'

লোকটার ছায়া মিলিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত তাকিয়ে রইল মারুফ। নড়ল না সে গেট ছেড়ে। ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল ওর।

দিনের বেলা আর সাহস হল না মই বেয়ে ওপরে ওঠার।

সূর্য ডুবে গেছে অনেকক্ষণ। অন্ধকারটা একটু ঘন হয়ে আসতেই উপরে উঠে গেল মারুফ। জানালার ফ্রেম আলগা করে ঘরের ভেতর নামল সে। হাতে পেন্সিল টর্চ।

ধুলোর আস্তরণ আলমারির গায়ে। আলনাতে কাপড়-চোপড়গুলো

বিক্ষিপ্ত। ঘরে এখানে-ওখানে মাকড়শার জাল। অপরিষ্কার।

ড্রেসিং টেবিলের উপর খোলা বন্ধ নানা জাতের দেশী-বিদেশী ক্রিমের বোতল। মেডিকেটেড তুলোর বাণ্ডিলও আছে একটা। অ্যাস্ট্রে ভর্তি সিগারেটের বাট। পরিষ্কার করা হয়নি অনেক দিন।

খাটের নিচে আলো ফেলল মারুফ। বেশ কয়েক জোড়া জুতো এখানে-ওখানে ছড়িয়ে আছে। বের করা হয়নি অনেক দিন।

ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ার খুলল মারুফ। পাউডার পাফ, কমপ্যাক্ট, লিপস্টিক, রুমাল, চিরুনি দিয়ে ঠাসা ওটা। বন্ধ করার জন্যে ধাক্কা দিতে গিয়েই দেখল মারুফ ছায়াটা নড়ে উঠল দু'হাত সামনেই। আঁতকে উঠল সে। নিজের ভুলটা বুঝতে এক সেকেণ্ড সময় লেগে গেল। আয়নায় নিজেকে দেখতে পাচ্ছে সে। সশব্দে বন্ধ করে দিল ড্রয়ারটা।

আলমারির কাছে এল মারুফ। তালা নেই। কপাট খুলল সে। মেয়েলী জিনিসে ঠাসা আলমারি। পেটিকোট, ব্লাউজ, ওড়না, কার্ডিগান, গরম কোট, মাফলার এবং শাড়ি। সযত্নে সার্চ করল মারুফ। রহিম বক্সের দুটো পাঞ্জাবীও আছে।

নিচেই বড়সড় প্রসাধনের বাক্স। সাইজ দেখে সন্দেহ হল ওর। নামিয়ে আনল ফ্লোরে। খুলল। মেকআপ বাক্স একটা। কোন বিশেষ জিনিস তাতে নেই। তুলে রাখল আগের জায়গায়।

পাশেই ছোট একটা অ্যালবাম পাওয়া গেল। পাতা উল্টাল সে। নগ্ন বুক, খোলা নাভি, প্যান্ট পরনে মেয়েটার। ঠোঁটে অশ্লীল হাসি। চোখের কোণে ইশারা। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল মারুফ। মনে পড়ল মারুফের, পরপর দু'বার পিন্-আপ পত্রিকায় নগ্ন পোজ দিয়ে বছর

কয়েক আগে রংপুরে যে মেয়েটা রাতারাতি প্রসিদ্ধ হয়েছিল, এ সেই মেয়ে—দীপা। দীপা আবদুল্লাহ। ছবির সঙ্গে কতগুলো চিঠিপত্রও আছে। পকেটে পুরল মারুফ বেছে বেছে কয়েকটা।

ব্যস্ত হবার কিছু নেই। চেনা হয়ে গেছে দীপাকে। খুঁজল সে একটু একটু করে নতুন কিছু পাওয়া যায় কিনা। তন্ন তন্ন করে দেখল সে আবার। কার্পেটটাকেও উল্টে দেখল। বাথরুমে উঁকি দিল, যেন নিষিদ্ধ কিছু দেখতে যাচ্ছে এখন সে। না পরিষ্কার বাথরুম। হ্যাঙ্গারেও ঝুলানো নেই কিছু। বন্ধ করে দিল দরজাটা।

বেরিয়ে যাবার আগে দেখে নিল ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ারটা ঠিক ঠিক বন্ধ হয়েছে কি না। জানালার কাছে এসে গেল সে।

চলে যাবার আগে আরেকবার আলো ফেলল ঘরে। থেমে গেল সে। আলমারিটার পিছনে দেখা হয়নি। টেনে দিল জানালার পর্দা। দেয়ালে আলো ফেলল। একটু একটু করে এগিয়ে যাচ্ছে আলোর রেখা। ছাদ থেকে নামছে সেটা। আলমারির পেছনটা আলোকিত হল। উঁকি দিল মারুফ। ঝুলছে জিনিসটা দেয়ালে। সাপের চামড়ার খোলে। পেরেকের সঙ্গে আটকানো। ছোট পোর্টেবল একটা টাইপ রাইটার। হাত বাড়িয়ে নামিয়ে আনল মারুফ।

খুলে ফেলল খাপটা। পুরানো মেশিন। নীল কাগজ আটকে আছে একখানা। বিক্ষিপ্ত লেখা তাতে। এক নজর দেখেই বুঝল মারুফ। এই টাইপ-রাইটারের 'd' অক্ষরটা উল্টো 'p'।

'You will be killed' কথাটার রহস্যময়ী লেখিকাকে পাওয়া গেল।

এবার তোমাকে ধরা দিতেই হবে, ম্যাডাম!' ফিসফিসিয়ে উঠল

সে। বগলে টাইপ রাইটারটা নিয়ে জানালার বাইরে এল মারুফ। নেমে গেল মই বেয়ে।

বাতি জ্বালল মারুফ নিজের ঘরে এসে। চিঠির বাণ্ডিল আর টাইপ রাইটারটা রাখল টেবিলে। পকেট থেকে বের করল সিগারেট। আগুন ধরিয়ে বসল চেয়ারে। খাম খুলে বের করল চিঠিগুলো। মামুলী চিঠি সব। বেশির ভাগই প্রেম নিবেদন। রাত কাটাবার আমন্ত্রণ। দুজন বরেণ্য রাজনীতিবিদের চিঠিও আছে। এর একটা চিঠি কাগজে ছাপলে সারা জীবনের পলিটিক্যাল ক্যারিয়ার বরবাদ হয়ে যাবে বেচারাদের। ভাবছে মারুফ, আইডিয়াটা মন্দ নয়। কিছু বাড়তি পয়সা কামান যাবে। মন্দ কি?

রহিম বক্সের চিঠি মাত্র একটা। সহজ সরল ভাষা। 'দীপা, হয় রাজি হয়ে যাও। না হয় মরো।' চিম্বুক।

আরেকখানা চিঠি। সহ অভিনেতা মর্তুজা গোলাপের লেখা।

'কেন পর পুরুষের সঙ্গে রাত কাটাও? তোমাকে কি আমি সুখ দিতে পারি না?' শেষের দিকে শাসিয়েছে, 'দীপা, আস্তাকুঁড় থেকে তোমাকে আমিই তুলেছি, তোমার মরণবান এখনও আমার হাতে, সুতরাং ফিরে এসো।' বাকি চিঠিগুলো অর্থহীন, স্তুতি।

খামে ঢুকিয়ে রাখলো চিঠিগুলো। স্ক্রু ড্রাইভারটা হাতে নিল আবার। উঠে এল তর তর করে মই বেয়ে দোতলায়। রেখে দিল বাণ্ডিলটা যেমন ছিল তেমনি ভাবে। বন্ধ করল আলমারি। আলো ফেলল ঘরের প্রত্যেকটা জিনিসে। ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ার থেকে বেরিয়ে এসেছে লাল রিবন। ঢুকিয়ে দিল ওটা। আর কোন ওলট-পালটের চিহ্ন নেই। যেমন ছিল সব তেমনি আছে। আটকে দিল

জানালার ফ্রেম। জানালার কপাট টেনে দিল। সব আবার আগের মত ঠিকঠাক। যেমন ছিল তেমনি আছে। যেন গত কয়েক ঘন্টায় এখানে কিছুই ঘটেনি। নেমে এল সে নিচে।

টুপটাপ শিশির পড়ছে ঘাসে।

সাত

একটানা অনেকক্ষণ ঘুমাল মারুফ। হাত বাড়িয়ে টিপয় থেকে ঘড়িটা নিল চোখের সামনে। বেলা দশটা। আড়মোড়া ভেঙে উঠল সে। প্রচুর সময় নিয়ে হাত মুখ ধুয়ে গোসল সারল।

কিচেনে এল। স্টোভ জ্বেলে মিটসেফ থেকে ডিম বের করে ভেজে নিল। টোস্টারে টোস্ট করল পাঁউরুটি। চায়ের পানি চড়িয়ে দিয়ে নাস্তা খেতে বসল।

মাখন লাগাল মচমচে টোস্টে। কামড় দিল আস্তে। একটা জিনিস দিনের আলোর মত পরিষ্কার এখন। রহিম বক্স এবং দীপার মধ্যে একটা রহস্যময় সম্পর্ক আছে। সুতরাং ওই সম্পর্কটাকে ঠিকমত, ম্যানিপুলেট করতে পারলেই যথেষ্ট টাকা প্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে।

পানি ফুটতেই চা তৈরি করে নিল মারুফ।

হাজার পঞ্চাশেক টাকা ম্যানেজ করতে পারলেই এই অসম্মানজনক

চাকরিটা ছেড়ে দেবে সে। অতীতের সেই স্বপ্নটাকে সত্যি করে তুলবে। একটা ঘর বাঁধবে সুখের। ঝামেলায় যাবে না আর। ব্যবসায় বাণিজ্য করবে। রত্না থাকবে সঙ্গে। ছোট্ট একটা সচ্ছল সুখী সংসার হবে ওর।

রত্নার কথা মনে হতেই মনটা উদাস হয়ে গেল। এত কাছাকাছি রত্না, অথচ দেখা হয় না কতদিন?

চা-টা শেষ করে ঘরে এল। এই সেদিন কেনা নীল রংয়ের স্যুটটা বের করল। পরে ফেলল ঝটপট। এলোমেলো চুলগুলো বিন্যস্ত হল। টাই বাঁধল। পায়ে দিল অক্সফোর্ড শু। ভদ্রলোক এখন সে।

গ্যারেজ থেকে গাড়ি বের করে সোজা উঠে এল সদর রাস্তায়। লক্ষ্যঃ নবীন কুঁড়ি কিণ্ডারগার্টেন।

ঘুরে গেল গাড়ি মেহেদী বাগের মোড়ে। সামনে এগিয়ে হাতের ডাইনে নাসিরাবাদ। সমতল ভূমি ছাড়িয়ে একটু উঁচুতে উঠে গেছে রাস্তা। টিলাটার পাশেই থামাল মারুফ গাড়িটাকে। হেঁটে হেঁটে বের করল ২৮/১ নং বাড়ি।

একতলা বাংলো প্যাটার্নের বাড়ি। সামনে এক চিলতে মাঠ। গেটে সাইন বোর্ডঃ নবীন কুঁড়ি কিণ্ডারগার্টেন। ছুটির দিন। বাচ্চা কাচ্চা কেউ নেই।

এদিক ওদিক দেখল মারুফ। এগিয়ে এল দারোয়ান। গেট না খুলেই প্রশ্ন করল।

'কাকে চাই?'

'মিস শাহীন চৌধুরী কি এখানে থাকেন?'

'জ্বী না।'

'আচ্ছা এটা নবীন কুঁড়ি কিণ্ডারগার্টেন তো?'

'জ্বী এটাই।'

'তাহলে?' আমতা আমতা করছে মারুফ।

'এখানে মিসেস শাহীন আহমেদ বলে একজন আছেন। আমাদের ভাইস প্রিন্সিপাল আপা।'

ধাক্কা খেল মারুফ।

'ডেকে দেব ওনাকে?

'না, দরকার নেই।'

চলে যাচ্ছে সে। বিষণ্ন মনটা তার। স্বপ্ন আসলে স্বপ্নই। কোনদিন সত্য হয় না।

ঘুঘু ডাকছে দূরে কোথাও। পাহাড় কাটা পথ সকাল বেলার রোদে ঝলমল করছে। ক্রিং ক্রিং ঘন্টা বাজিয়ে সাইকেল চালিয়ে চলে গেল কিশোরী একজন। গাড়ির দিকে হাঁটছে সে। মন্থর গতি।

'মারুফ!' রত্না ডাকছে গেট থেকে। গাড়ির কাছে পৌঁছে গেছে মারুফ। দরজার হাতলে হাত তার।

ছুটে এল রত্না।

'চলে যাচ্ছ কেন?"

ফিরে দাঁড়াল মারুফ।

'খামোকা তোমাকে বিরক্ত করে লাভ কি?'

'হয়েছেটা কি বল তো? দারোয়ান কিছু বলেছে?'

'না ও বেচারা কি বলবে?'

'তাহলে চলে যাচ্ছো কেন?'

স্বাভাবিক হয়ে গেছে মারুফ।

'বলো?'

'মিস্টার আহমেদ কে?'

খিল খিল করে হেসে উঠল রত্না। ছড়িয়ে গেল সে শব্দ পাহাড়ী পথে। হটাৎ সংযত হল সে। দেখল চারদিক। ভাইস প্রিন্সিপাল আপার এরকম হাসি মানায় না। অবশ্য কেউ নেই ধারে পাশে।

'কি হল, হাসছ কেন? বলে ফেলো।' রত্নার হাসিতে যোগ দিতে পারল না মারুফ।

'বলব?'

'হ্যাঁ, বলো।' দাবি মারুফের।

'মিস্টারটির নাম,' চোখ বুজে ফেলল রত্না, 'জনাব মারুফ আহমেদ।'

'রত্না!' বিস্ময় মারুফের কণ্ঠে।

'হ্যাঁ গো হ্যাঁ, স্কুল অথরিটি বিজ্ঞাপন দিল, প্রিন্সিপাল আবশ্যক, প্রার্থীকে অবশ্যই বিবাহিতা হতে হবে। অ্যাপ্লিকেশন করলাম আমি। স্বামীর নাম মারুফ আহমেদ। তারপর ইন্টারভিউ। তারপর চাকরি। হলো? সাহেব খুশি? আচ্ছা, এখানে দাঁড়িয়ে কথা বলবে কতক্ষণ?'

ইচ্ছে করছে মারুফের রত্নাকে জড়িয়ে ধরে চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে দিতে। সাহস হলো না।

'ওঠো, গাড়িতে ওঠো,' দরজা খুলে দিল মারুফ।

রত্নার চোখে বিস্ময়।

'গাড়িটা কার?'

'মালিকের গাড়ি। ঢাকা গেছেন। আমাকে ছেড়ে দিয়ে গেছেন এক

দিনের জন্যে। ওঠো।'

'না, আমি যাব কোথায়?'

'বেড়াতে।' ঠেলে ওকে ভেতরে ঢুকিয়ে দিল মারুফ।

বসল সে ড্রাইভিং সীটে। ইগনিশন সুইচে হাত দিয়ে দেখছে সে রত্নাকে। আগের চেয়ে অনেক সুন্দর এখন রত্না। চিক চিক করছে চিবুকের কালো তিলটা। বাঁ হাত বাড়িয়ে দিল মারুফ।

'এই, নেমে যাব কিন্তু!' কাছে সরে এল রত্না।

স্টার্ট দিল মারুফ।

ফুংকুয়া রেস্টুরেন্ট। আলো আঁধারের খেলা। জানালায় ভারি পর্দা ঝুলিয়ে দেয়াতে অন্ধকার হয়ে আছে ঘরটা। টেবিলে টেবিলে জ্বলছে ক্যাণ্ডেল লাইট।

মুখোমুখি বসেছে ওরা। মোমবাতির আলো এসে পড়েছে রত্নার মুখে। সিগারেটের ধোঁয়ায় নিজেকে আড়াল করে রেখেছে মারুফ।

মেনু দিয়ে গেল ওয়েটার।

'কি খাবে বলো।'

'কিচ্ছু না।' নখ খুঁটছে রত্না।

নিজেই লিস্ট করে দিল মারুফ।

'বড্ডো একা লাগে আজকাল।' অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর মাথা নিচু করে বললো রত্না।

'কটা দিন অপেক্ষা করো।'

খাওয়া আসতে শুরু করল। এক এক করে ডিশ এনে রাখছে ওয়েটার। চিকেন কর্ন স্যুপ, এগ ফ্রাইড রাইস, চিকেন ফ্রাই, সুইট সাওয়ার প্রণ।

াও শুরু করো।
াটা চামচ হাতে নিল রত্না।
খতে খেতে কথা বলছে ওরা।
এবার রাজি হবে তো?'
রাজি নই, একথা তো কখনো বলিনি।'
তবে কি বলেছ?'
বলেছিলাম, একটু সময় চাই।'
অনেক সময় তো পেলে?'
চুপচাপ দু'জন।
কি হল, কিছু বলো?
বলব?'
বলো।"
'কিছু টাকা জমিয়ে নিই।'
'আর জমাবার দরকার নেই। আমার হাতে শীঘ্রিই যথেষ্ট টাকা আসছে।'
'চলো ওঠা যাক,' এড়িয়ে যেতে চাইছে রত্না।
বেরিয়ে এল হোটেল থেকে।
'সিনেমা দেখবে?'
'পাগল নাকি? এক্ষুণি আমাকে স্কুলে পৌঁছে দাও। ক'ঘন্টা বাইরে কাটালাম খেয়াল আছে?'
জোর করল না মারুফ। চলে এল সোজা নবীন কুঁড়ির সামনে।
'কি, রাজি কিনা বললে না?'
'বলছি।' আলতো করে মারুফের ঠোঁট ছুঁয়ে দিয়ে ঝট্ করে নেমে

গেল রত্না গাড়ি থেকে।

'আবার কবে আসবে?'

'যে-কোনদিন।'

সাঁ করে নেমে গেল গাড়ি পাহাড়ী ঢালে।

থামল এসে খান বিল্ডিং-এর সামনে। ছুটির দিন, কেউ থাকার কথা নয় তবুও যদি ওভারটাইমের লোভে ক্রিসটিনা থাকে, তাহলে মি. এবং মিসেস বক্স সম্বন্ধে খোঁজ খবর নিয়ে যাবে। সিঁড়ি টপকে তিন তলায় এল মারুফ।

উঁকি দিল সে ইনডেনটিং ফার্মের দরজা দিয়ে। কাউন্টারে বসে আছে ক্রিসটিনা। টাইপ রাইটারে আঙুল চলছে। অল্প পাওয়ারের বাতি জ্বলছে মাথার উপর।

'হ্যালো!'

ব্যাজার হয়ে গেল ক্রিসটিনার মুখ।

'এখানে কেন?' কর্কশ কণ্ঠস্বর। যেন সহ্য করতে পারছে না সে মারুফকে।

'তোমাদের সাহেব আসবে কবে?'

'এলেই জানতে পারবে।' এগুচ্ছে না বুড়ি। তাকাচ্ছে না ওর দিকে। চেয়ার টেনে টেবিলের সামনে বসল মারুফ।

'আমি ব্যস্ত এখন।'

'তা তো দেখতেই পাচ্ছি।' প্রসঙ্গ পরিবর্তনের চেষ্টা করল সে। 'তোমার এত সুন্দর চেহারাখানা একদম বরবাদ হয়ে যাচ্ছে দিন দিন। আচ্ছা মিস, এত খাটো কেন বলতো?' খাতির জমাবার চেষ্টা।

'আপনি এখন আসতে পারেন।' তুমি থেকে আপনিতে এসে গেল

'আহা, চটছো কেন? ঘরে বসে বোর লাগে, তাই এলাম তোমার সঙ্গে আলাপ করতে, আর তুমি কিনা···আজ কিন্তু তোমাকে দারুণ লাগছে, ক্রিসটিনা।'

একটু যেন খুশি হল বুড়ি। আরেকটু আপন হবার চেষ্টা করল সে।

'তোমরা অ্যাংলো ইণ্ডিয়ানরা সত্যিই দারুণ স্মার্ট।'

টের পেয়ে গেছে তেল মালিশটা। গম্ভীর হয়ে গেল ক্রিসটিনা। আঙুল চালাল সে মেশিনে। অর্থাৎ সে কথোপকথনের সমাপ্তি চায়।

'বেনামী চিঠিপত্র আর পেয়েছো নাকি?'

আশা করেছিল মারুফ বুড়ি কোন ইন্‌টারেস্ট দেখাবে। ওর দিকে তাকাল ক্রিসটিনা। উদোম পাটা বাড়াল সে। হাই হিল দিয়ে মেঝেতে আঘাত করল আস্তে আস্তে।

থেমে থেমে বলল, 'বস্ এলে আপনাকে বিদায় করে দিতে বলব।'

আচমকা ধাক্কা খেল মারুফ। এভাবে আক্রান্ত হবে ভাবেনি সে।

ঝট্ করে উঠে দাঁড়াল চেয়ার থেকে। চলে যাচ্ছে সে। দরজা খুলে বাইরে বের হবার আগে বলল, 'মুখ সামলে কথা বলো, সুন্দরী! ওই বাঁদরী চেহারা নিয়েই এত ডাঁট! এটারও জিয়োগ্রাফি কমপ্লিট পাল্টে দেব। মারুফ আহমেদকে এখনও চেননি।'

সশব্দে বন্ধ করে দিল কপাটটা।

সারা রাস্তা রাগে টং হয়ে থাকল সে। রত্নার মিষ্টি মোলায়েম সঙ্গ পেয়ে যে আমেজ এসেছিল সেটা অদৃশ্য হয়েছে। গর-গর করছে সে। আমাকে ছাঁটাই করবে। সাহস কত? দীপা কি লিখেছে, আমি তার চাইতে হাজার গুণ কড়া চিঠি লিখব। বুড়ি তোর সাধের নাগর বাপ হলো না, রত্না!

বাপ করে পায়ে ধরবে আমার।

গ্যারেজে গাড়িটা রেখেই ঘরে এসে টাইপ রাইটার নিয়ে বসল মারুফ।

'অনেক চিঠি তোমাকে দিয়েছি, এটাই শেষ। এখন থেকে প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর জন্য তৈরি থেকো। হারামজাদা, তোকে তিল তিল করে কষ্ট দিয়ে খুন করা হবে।'

এ ওষুধে যদি কাজ না হয় তাহলে আর কিছুতেই হবে না। চিঠিটা খামে ভরতে ভরতে ভাবল মারুফ।

রাতে টেলিগ্রাম এল। ওরা আসছে। মারুফকে পতেঙ্গায় হাজির থাকতে হবে।

হাড় কাঁপানো শীত পড়েছে চাটগাঁয়। গাড়িতে বসেই ঠক ঠক করে কাঁপছে মারুফ। জানালার কাঁচ অর্ধেক তোলা। শেষ রাতের এয়ারপোর্ট। নির্জীব দেখাচ্ছে পুরো এলাকাটাকে। বিমানের গাড়িগুলো ছাড়া কোন প্রাইভেট কার নেই। এয়ারপোর্ট ভবনের মধ্যেও দু'একজন লোক মাঝে মধ্যে হেঁটে বেড়াচ্ছে। বিমানেরই লোক ওরা।

আবছা আলো ফুটছে পুবের আকাশে। গর্জন শোনা গেল প্লেনের।

মাইকে ধ্বনিত হল, 'অ্যাটেনশান প্লীজ, ঢাকা-চিটাগাং ফ্লাইট অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই অবতরণ করছে।' খনখনে পুরুষ কণ্ঠে ঘোষণা।

গাড়ি থেকে নামল মারুফ।

প্লেন এসে থামল এয়ারপোর্টে।

বিমানভবন থেকে একজন মহিলা এগিয়ে গেল রানওয়ের দিকে। হাওয়ায় দুলছে শাড়ি। খেয়াল করল মারুফ, মহিলা মিস নাজমা।

নামল রহিম বক্স। এগিয়ে গিয়ে ধরল ওকে নাজমা। পেছনে

আসছে দীপা।

কুঁজো হয়ে হাঁটছে রহিম বক্স। যেন হাঁটতে দারুণ কষ্ট হচ্ছে। সুযোগটা কাজে লাগাতে হবে আরেকটু বিশ্বাস ভাজন হবার জন্যে।

লম্বা পা ফেলে পৌঁছে গেল সে কাছাকাছি। তাকাল না দীপার দিকে। আগে আগে হাঁটছে দীপা দ্রুতপায়ে।

'কেমন বেড়ালেন?'

'ঠাণ্ডা লেগেছে, জলদি গাড়িতে চলো,' ফ্যাসফ্যাসে গলা রহিম বক্সের। 'গায়ে জ্বর।'

হাত ধরল মারুফ বক্সের। কাঁপছে বুড়ো ঠকঠক। প্রায় চ্যাংদোলা করেই ওকে গাড়িতে নিয়ে ওঠালো সে।

আগে থেকেই ভেতরে বসে আছে দীপা। চলে গেল নাজমাও।

'ঠাণ্ডাটা লাগল কি করে?' স্টার্ট নিতে নিতে বললো মারুফ।

'জলদি চলো!' নাজমার দিকে তাকাচ্ছে রহিম বক্স।

'জানালাটা বন্ধ করে দিই, কি বলেন?' অন্তরঙ্গ হবার চেষ্টা মারুফের।

'বক বক বন্ধ করে গাড়িটা চালু করো।' নাক ঝাড়ল রহিম বক্স। 'শরীরটা আমার ভয়ানক খারাপ। বুঝেছো বাপধন?' খিঁচিয়ে উঠল সে। 'বুকটা একদম জমে গেছে।' কাশল আবার।

স্টার্ট নিল গাড়ি।

দু'হাতে বুক চেপে ধরে কাশছে রহিম বক্স। 'আমার বুকটা...'

'রাখো তো তোমার বুক বুক!' ঝাঁঝিয়ে উঠল দীপা হঠাৎ করে।

রিয়ার ভিউ মিররে ওর চোখ দুটো পড়ার চেষ্টা করছে মারুফ। পাথরের মতো ঠাণ্ডা। স্থির।

হলো না, রত্না!

কাশতে কাশতে কেঁদে ফেলল রহিম বক্স।

'তিনদিন তিনরাত আমি ঘুমুতে পারছি না, শ্বাস ফেলতে পারছি না, বুকের ব্যথায় নড়তে পারছি না, কাশতে কাশতে জান শেষ—আর দীপা, তুমি আমাকে বকছো!' হাঁপাচ্ছে রহিম বক্স। কোন জবাব দিলো না দীপা।

রাস্তায় চোখ নিবদ্ধ মারুফের। দৃষ্টিটা সেদিকেই রেখে বলল, 'ভারি ধকল যাচ্ছে আপনার।'

চেঁচিয়ে উঠল রহিম বক্স।

'চোপরাও! তোমাকে ফাজলামি করতে কে বলেছে? আমি মরে গেলেই বা কার কি?'

আরেকটু দূরে সরে গেল দীপা। কাঁচের গায়ে প্রায় ঠেকিয়ে দিল নাকটা।

বাড়ি পৌঁছে গেল গাড়ি। নেমে গেল দীপা ঝটপট। সোজা উঠে গেল দোতলায়। ফিরেও তাকাল না একবার। মারুফের কাঁধে ভর দিয়ে কোনমতে রহিম বক্স পৌঁছাল নিজের ঘরে। আলো জ্বালল মারুফ। জুতো খুলে শুয়ে পড়ল বক্স সাহেব। দুটো কম্বল চাপালো একসঙ্গে গায়ে।

'ঢাকায় ডাক্তার দেখাননি? এত কাবু হয়ে গেলেন, ওষুধ-টষুধ খাননি কিছু?'

মারুফের কোন কথার জবাব দিচ্ছে না রহিম বক্স।

'দরজাটা ভেজিয়ে যাও।' অর্থাৎ নিরবচ্ছিন্ন বিশ্রাম চাই এখন তার।

বেরিয়ে এল মারুফ। বারান্দায় দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরাল। নামল দীপা দোতলা থেকে।

বক্সের ঘরে ঢুকে ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করল দীপা।

নিজের ঘরে এল মারুফ। চিঠিটার প্রতিক্রিয়া কি হবে ভাবছে সে এখন বিছানায় শুয়ে।

দরজায় এসে দাঁড়াল দীপা।

'ডাকছে তোমাকে।'

সরে গেল দীপা। রহিম বক্সের ঘরে এল মারুফ।

কেশে গলা পরিষ্কার করল বক্স।

'বসো।'

চেয়ার টেনে বিছানার কাছে বসল মারুফ।

'এবারের চালানে আমার পঞ্চাশ হাজার গচ্চা গেছে।'

উৎকর্ণ মারুফ।

'খরচটা কমাতে হবে।'

মারুফের এতে কি সাহায্য করার আছে বুঝতে পারছে না সে।

'তুমি অন্য কোথাও কাজ কামের চেষ্টা করো।'

এমনটি আশা করেনি সে। আধ ঘন্টায় দীপা ওকে ভুলিয়ে ফেলতে পারে, ভাবেনি মারুফ। দীপার ক্ষমতা সম্পর্কে ওর আরো পরিষ্কার ধারণা থাকা উচিত ছিল।

ক্রিং ক্রিং টেলিফোন বাজল।

বিছানার কাছে এনে দিল মারুফ রিসিভারটা।

তুলল রহিম বক্স।

'হ্যাঁ, বলছি। কে, ক্রিসটিনা বলো বলো,' চুপচাপ শুনে গেল রহিম বক্স।

রেখে দিল সে রিসিভারটা।

আরেকটু ভারি হলো গলা।

'তাহলে আজই তুমি একটা ব্যবস্থা করে ফেলো।'

ক্রিসটিনার টেলিফোনটা তাহলে আরেকটু এগিয়ে দিল ব্যাপারটা।

'ঠিকই বলেছেন,' জবাব দিল মারুফ। 'আমারও বোর লাগছে। চলে যাব ঠিক করেছি।'

কথাটা এত সহজ ভাবে গ্রহণ করবে মারুফ, ভাবেনি রহিম বক্স। বালিশে হেলান দিয়ে বসল সে।

তোমার মত স্মার্ট ছেলেদের কাজের কোন অভাব হবে না।' সান্ত্বনা দিচ্ছে ওকে।

জবাব না দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল মারুফ। গ্লুকোজ হাতে নামছে দীপা দোতলা থেকে। থেমে গেছে মারুফ। অপেক্ষা করছে দীপার জন্য। কাছাকাছি আসতেই বলল কথাটা।

'বড্ডো তাড়াহুড়ো করে ফেললেন, ম্যাডাম।' কটমট করে চাইল দীপা। 'একেবারেই সহ্য হচ্ছে না বুঝি আমাকে?'

'তোমার প্রয়োজন ফুরিয়েছে।'

'এত নিশ্চিত হলেন কি করে, ম্যাডাম?' জানতে চাইল মারুফ। জবাব না দিয়ে পাশ কাটিয়ে চলে গেল দীপা রহিম বক্সের ঘরে।

আয়েশ করে সিগারেট জ্বাললো মারুফ। এখন শুধু অপেক্ষার পালা। কতক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে? ঘরে বসেই দেখতে পেল গট্ গট্ করে দোতলায় উঠে গেল দীপা। বিদ্রূপের হাসি মারুফের ঠোঁটে। স্বামী-ভক্তির নজির দেখাচ্ছে দীপা।

ক্রিং ক্রিং। টেলিফোন বাজতেই রহিম বক্সের ঘরে ঢুকল মারুফ। বেঘোরে ঘুমাচ্ছে সে। টেবিলের উপর বাজছে টেলিফোন।

রিসিভারটা কানে তুললো মারুফ।

'হ্যালো?' চিনে গেছে মারুফ ক্রিসটিনার গলা, 'তাঁর শরীর খারাপ, যা বলার আমাকে বলুন। কে, মিস গোমেজ? কি সৌভাগ্য আমার!' কিছুক্ষণ চুপচাপ। 'জরুরী ব্যাপার? কিন্তু বসকে তো ডেকে দেয়া যাবে না। ঠাণ্ডা লেগেছে তার। কানে কম শোনো নাকি? বলছি তো শরীর খারাপ। নিমুনিয়া। কি বললে? তুমি আসছো? কক্ষণো ও কাজটি করো না সুন্দরী।' থেমে গেছে অপর পারের স্বর।

কম্বলের উপর রহিম বক্সের ছোট মুখটা দেখা যাচ্ছে। কণ্ঠার হাড়গুলো আরো স্পষ্ট। পুরোপুরি গর্তে ডুবে গেছে চোখ দুটো। নাকটা অস্বাভাবিক লম্বা, চকচক করছে টেকো মাথাটা। জেগে গেছে রহিম বক্স।

'কে টেলিফোন করল?'

'মিস ক্রিসটিনা।

'কেন? কেন?' উঠে বসার চেষ্টা করছে রহিম বক্স।

'বলল খুব জরুরী ব্যাপার। আসছে সে।'

নড়ে চড়ে বসার চেষ্টা করেই বাবা মাকে ডাকতে শুরু করল বক্স। গায়ের ব্যথায় নড়ার শক্তিটুকুও নেই।

'দশ মিনিটের মধ্যেই এসে পড়বে, যাও তুমি গেটে রিসিভ করো। সাংঘাতিক কিছু একটা ঘটে গেছে।' টেকো মাথাটা চুলকে নিল রহিম বক্স।

আধঘন্টা পরে ভট্‌ভট্ করতে করতে থামল এসে বেবি ট্যাক্সি। দুই মনি শরীরটা নিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে ভেতরে ঢুকলো ক্রিসটিনা। প্রসাধন করার সময়টুকু পর্যন্ত পায়নি। অবিন্যস্ত চুল। উদভ্রান্ত দৃষ্টি।

এগিয়ে গেল মারুফ।

'কোথায়, বক্স সাহেব কোথায়?' না থেমেই বলছে ক্রিসটিনা।

আঙুল দিয়ে ঘরটা দেখিয়ে দিল মারুফ। গায়ের ঝাল মেটাবার চেষ্টা করছে সে।

'তোমাকে দারুণ সুইট লাগছে, কিন্তু!'

ভুরু কুঁচকে ফেলল বুড়ি।

'তোমার কোন ক্ষতি করার সুযোগ পেলে, মনে রেখো, আমি সে সুযোগ ছাড়বো না।'

'সুযোগ তুমি আর পাচ্ছো না, মিস চিটাগাং। বক্স সাহেব আমাকে বিদায় করে দিয়েছেন।'

কথাটা শুনে দ্রুত পা চালালো ক্রিসটিনা। সন্ত্রস্ত দৃষ্টিতে দেখল নিজের ভ্যানিটি ব্যাগটা। এগিয়ে গেল সে রহিম বক্সের ঘরের দিকে।

খোঁয়াড়ের দিকে এগিয়ে গেল মারুফ। পায়রার খোপগুলো দেখছে সে। অমল ধবল সব পাখি। ওকে দেখেই ডেকে উঠল বাক্ বাকুম। উড়ে গেল এক সঙ্গে কয়েকটা।

পনেরো মিনিট পর খট্ করে খুলে গেল রহিম বক্সের দরজা। পিছনে তাকাল না মারুফ। শুকনো ঘাসে পায়ের শব্দ হচ্ছে। একটু একটু করে এগিয়ে আসছে কেউ। দাঁড়িয়েছে দুই হাত দূরে। মিষ্টি পারফিউমের গন্ধ ভাসছে বাতাসে। শ্বাস প্রশ্বাসের শব্দ শুনছে মারুফ। শিরশির করছে মেরুদণ্ড।

'তোমাকে বক্স ডাকছে।' পরাজিত দীপার কণ্ঠস্বর।

মুচকি হাসল মারুফ। ঘুরে তাকিয়েই দেখল চলে যাচ্ছে দীপা।

রহিম বক্সের ঘরের দরজায় এল মারুফ। ঝড়ের বেগে বেরিয়ে

আসছে ক্রিসটিনা। প্রতি পদক্ষেপে দুলছে ওর বিশাল বুক। বাতাসের ঝাপটা এসে লাগল গায়ে। ফিরিঙ্গী গায়ের গন্ধ। দম বন্ধ করল মারুফ। সরে দাঁড়াল। চলে গেল ক্রিসটিনা।

গায়ের কম্বল ফেলে দিয়েছে রহিম বক্স। কাঁপছে সে থর থর করে। খট্ খট্ করছে খাট।

'কি ব্যাপার? কি হলো?' উদ্বেগ মারুফের কণ্ঠে।

'বাবা, মারুফ!' বুজে গেল গলা, আর কোন কথা বলতে পারল না রহিম বক্স। বিছানায় পড়ে থাকা নীল চিঠিটা তুলতে গিয়ে ফেলে দিল মাটিতে। তুলে নিল মারুফ। পড়ে ফেলল আগাগোড়া। আড়চোখে দেখল সে রহিম বক্সকে।

'কখন পেলেন এটা?'

'ক্রিসটিনা দিয়ে গেল। এখন আমি কি করব?'

'আমি কি বলব, বলুন? আমাকে তো বিদায় করে দিয়েছেন। চলে যাচ্ছি জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে।'

আকুল হল রহিম বক্স।

'তুমি যেয়ো না, বাপ। ওরা আমাকে খুন করে ফেলবে!' মাপ চাওয়ার ভঙ্গিতে বলল কথাটা।

'ঠিক আছে,' একটু সময় নিয়ে বলল মারুফ। কাগজটা উল্টে দেখল। 'তবে কাজের স্বাধীনতা দিতে হবে আমাকে।'

'তোমার কাজে কোন বাধা দেবে না কেউ। কিন্তু পারবে তো সেইভ করতে?' সন্দেহ হচ্ছে রহিম বক্সের।

বুক ফুলাল মারুফ।

'আলবৎ পারব। আসলে, আমার মনে হয় ওরা আপনাকে

মিছেমিছি ভয় দেখাচ্ছে।'

ঠোঁট কামড়াল রহিম বক্স। কথাটা বলবে কিনা ভাবছে সে। দেখল এদিক ওদিক।

'দীপা, ক্রিসটিনা ওরা তোমাকে তাড়িয়ে দেয়ার কথা বলাতে আমি একটু বেসামাল হয়ে গিয়েছিলাম। সকালের কথা ভুলে যাও, বাবা।' খ্যাক খ্যাক করে হাসল রহিম বক্স, তারপর কেশে উঠে বুক চেপে ধরল।

আট

নির্ঝঞ্ঝাট দিন কেটে গেল একটি। মারুফের বাড়ির বাইরে যেতে দিল না রহিম বক্স। ওর কাজ কেবল বক্স সাহেবকে আগলে রাখা। কতক্ষণ পর পর খোঁজ নেয়া। আর বেতার কেন্দ্রের মতো আবহাওয়ার বিজ্ঞপ্তি দেয়া। আকাশ ভাল থাকবে। বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা নেই। অর্থাৎ বাড়ির ধারে পাশে অপরিচিত কেউ ঘোরাফেরা করছে না। সন্দেহজনক গতিবিধির কেউ নেই।

বক্স সাহেব নাক ডাকা শুরু করতেই বেরিয়ে এল মারুফ কাঁহাতক একটা লোককে বিনা কারণে পাহারা দেয়া যায়!

বাতি নিভিয়ে গা এলিয়ে দিল সে বিছানায়। ঘুমাল ঘন্টাখানেক।

খুট করে শব্দ হতেই জেগে গেল সে। সচেতেন হল সমস্ত ইন্দ্রিয়। কেউ এসেছে ঘরে। মিষ্টি ঘ্রাণ পাওয়া যাচ্ছে। সুইচ টিপবার জন্য মশারির বাইরে হাত নিল মারুফ।

'বাতি জ্বেলো না!' ফিসফিসিয়ে উঠল অচেনা আগন্তুক।

দীপা এসেছে। দম বন্ধ হয়ে আসছে মারুফের। স্বরটা স্বাভাবিক রেখেই বলল সে, 'কি চাই?' ফ্যাঁস ফ্যাঁসে আওয়াজ বেরোলো গলা দিয়ে।

'চিঠিটা তোমার লেখা?'

মুচকি হাসল মারুফ।

'অন্য কারো কথা ভেবেছেন নাকি?'

'কেন লিখেছো?'

'এ বাড়িতে আমি আরো কিছুদিন থাকতে চাই।'

'কেন?'

ধুপ ধাপ করছে বুক। হাত বাড়ালেই দীপাকে ধরা যায়। কথাটা ভাবতেই শিউরে উঠছে সে। বলল, 'এ বাড়ির একজনকে মনে ধরেছে। তাকে আরো একটু ঘনিষ্ঠ ভাবে জানতে চাই।' সাহস করে হাত বাড়াল মারুফ। কিন্তু সরে গেল দীপা—হাতে কিছু বাধলো না। 'সেটা কি খুব অন্যায় কিছু হবে?'

'জানি না। বাড়াবাড়ি করে ফেলছেন, মারুফ সাহেব।

'আগের চিঠিগুলোর লেখিকার পরিচয় ফাঁস করে দিই তাহলে তোমার স্বামীর কাছে, কি বলো, দীপা আবদুল্লাহ?

জবাব পাওয়া গেল না কোন। দেয়াল ঘড়িটার টিক টিক শব্দ শোনা যাচ্ছে। মারুফের কপাল থেকে এক ফোঁটা ঘাম পড়ল বালিশে হলো না, রক্ত!

খুট্ করে বাতি জ্বালল সে।

নেই। চলে গেছে দীপা।

ফাঁদে পা দিচ্ছে না দীপা। সারাদিন দেখা করল না সে। বেরই হল না ঘর থেকে।

পড়ন্ত বিকেল। আস্তে আস্তে গাছের ছায়া লম্বা হচ্ছে।

রহিম বক্সের ঘরে ইজি চেয়ারে শুয়ে হাঁসফাঁস করছে মারুফ। অস্থির হয়ে আছে সে। ভেতর ভেতর অসম্ভব উত্তেজিত। কতক্ষণ দূরে সরে থাকবে দীপা?

নড়ে উঠল রহিম বক্স।

'দীপাকে ডেকে আনো।'

কোথায় পাওয়া যাবে ওকে? বারান্দায় এলো মারুফ। রান্না ঘরের খোলা দরজা দিয়ে দীপার ফর্সা পিঠটা দেখা যাচ্ছে। এগিয়ে গেল মারুফ। ঘেমে উঠেছে দীপার ফর্সা মুখ। চুল নেমে আছে চিবুক ছুঁয়ে।

'বক্স সাহেব ডাকছেন,' দরজায় দাঁড়িয়ে বলল সে।

ঘুরে গেল দীপা, আঁচল সরে গেছে বুক থেকে। মুচকি হাসল। রক্ত উঠে এল মারুফের মুখে। আঁচল ঠিক করে এগিয়ে এল দীপা। দরজা ছেড়ে দিল মারুফ। কানের কাছে ফিস ফিস করে বলল দীপা, 'এত অস্থির কেন? তর সইছে না?'

আঁচল ধরে ফেলল মারুফ। থেমে গেল দীপা। সেঁটে এল বুকের সঙ্গে। ক্ষীণ কটি পেঁচিয়ে ধরল মারুফের সবল বাহু।

'সরে দাঁড়াও, ও আসছে!' এক ঝটকায় দূরে সরে গেল দীপা।

উদভ্রান্ত বুড়ো। বেরিয়ে এসেছে ঘর থেকে।

'আমি একদম একা থাকতে পারছি না! প্রত্যেকটা শব্দ, গাছের

পাতার নড়ায় পর্যন্ত আঁতকে উঠছি আমি।' চোখ পড়ল মারুফের উপর।

'তুমি বাবাজী এখানে করছোটা কি? দেখছো না স্বামী-স্ত্রীর ব্যাপার? মাগনা দিচ্ছি নাকি পয়সা তোমাকে?' খেঁকিয়ে উঠল রহিম বক্স। সরে গেল দীপা।

যাবার জন্যে উদ্যত হল মারুফ।

'দাঁড়াও!' খ্যান খ্যান করে উঠল রহিম বক্সের গলা।

ফিরে দাঁড়ালো সে। পরমুহূর্তে জমে গেল পাথরের মতো।

পিস্তল হাতে দাঁড়িয়ে রয়েছে রহিম বক্স। কিছু দেখে ফেলেছে নাকি!

'এটা চেনো?'

জবান বন্ধ হয়ে গেছে মারুফের। উত্তর দিল না। বুঝবার চেষ্টা করছে সে বুড়োর মতলবটা। নড়াচড়া করলে গুলি বেরিয়ে যেতে পারে। হাসছে সে। অর্থহীন হাসি।

দু'কদম সামনে এগোল রহিম বক্স। চোখ বড় হয়ে গেল মারুফের। পিস্তলের মুখটা সোজা চেয়ে রয়েছে ওর বুকের দিকে।

বাড়িয়ে দিল হাতটা রহিম বক্স।

'এটা সাথে রাখো।' দিয়ে দিল পিস্তলটা মারুফকে। পকেট থেকে বের করে দিল ছয়টি বুলেট। 'পিস্তলটা সঙ্গে রাখো। যে-কোন সময় কাজে লাগতে পারে।' কথাটা শেষ করেই আঁতকে উঠল রহিম বক্স। যেন ধারে পাশে কোথাও আততায়ী দাঁড়িয়ে আছে। খোলা বারান্দায় এতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকাটাই ভুল হয়েছে। ছুটে চলে গেল নিজের ঘরে। বন্ধ করে দিল দরজাটা।

শ্বাস প্রশ্বাস স্বাভাবিক হতেই দেখল মারুফ, লোহার গেটটা খোলার চেষ্টা করছে ক্রিসটিনা গোমেজ। মোটা শরীর নিয়ে থপ থপ করে এগিয়ে আসছে সে। প্রসাধনের মাত্রাটা আজকে একটু বেশি। রুজ লাগিয়েছে দু'গালে। ঠোঁটে লাল রঙটা বেশি মেখেছে। এগিয়ে গেল মারুফ।

ক্রিসটিনা তাকাল না ওর দিকে। রহিম বক্সের ঘর চেনা আছে। ভাবখানা কাজকর্মের রিপোর্ট করতে এসেছে বসের কাছে, এখানে মারুফ অনভিপ্রেত।

নক করে ঘরের ভেতর ঢুকল ক্রিসটিনা।

লনের কাছে গোলাপ ঝাড়ের কাছে দাঁড়িয়ে আছে দীপা। চোখের পাতা নড়ে উঠল ওর। স্পষ্ট আহ্বান। ধীর পায়ে এগিয়ে যাচ্ছে সে খোঁয়াড়ের দিকে।

দূরত্ব রেখে হাঁটতে আরম্ভ করল মারুফ। ধড়াশ ধড়াশ করে লাফাচ্ছে বুকের মধ্যে। দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকল দীপা।

এসে গেল মারুফ। দরজায় দাঁড়িয়ে দেখল চারদিক। সব চুপচাপ। সাড়াশব্দ নেই মানুষের। দাঁড়িয়ে আছে নিঝুম কৃষ্ণচূড়া গাছগুলো।

'দরজাটা বন্ধ করে দাও!' দীপার স্বর।

'রাখো তোমার দরজা।'

'না, বন্ধ করো, ওই মাগীটা আসতে পারে।'

'বাদ দাও ওর কথা।'

পাঁজাকোলা করে তুলে নিল মারুফ দীপাকে। দুষ্টামি ওর চোখে। হাসছে, ছটফট করছে। শুইছে দিল খড়ের ওপর। চিত হয়ে শুয়ে দু'হাত বাড়িয়ে দিল দীপা। ঝুঁকে পড়ল মারুফ।

'তোমাকে দেখেই প্রেমে পড়েছি,' কানে কানে বলছে দীপা।

'বাজে কথা।'

'দু'চোখ দেখেই বুঝেছিলাম, তোমার হাত থেকে নিস্তার নেই আমার—আজ হোক বা কাল, ধরা দিতেই হবে।'

'তাহলে অমন ডাঁট দেখিয়েছিলে কেন?'

'বুড়োকে তুমি চেনো না। যদি সে টের পেত তোমার প্রতি বিন্দুমাত্র দুর্বলতা আছে আমার, তাহলে এক মিনিটও এ বাড়িতে তুমি টিকতে পারতে না। আমার...'

কি বলতে চায় দীপা শোনা হল না। মারুফের ঠোঁট চেপে বসেছে ওর ঠোঁটের উপর। দ্রুত কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলছে দুজন। ঝড় বইছে নিঃশ্বাসে।

শান্ত হল এক সময়।

আঁচল দিয়ে কপালের ঘাম মুছিয়ে দিল দীপা। ওর বুকে কান ঠেকিয়ে ঢিব ঢিব আওয়াজ শুনল মারুফ। তারপর মাথা তুলে চাইল দীপার চোখে।

'তুমি জাত অভিনেত্রী।'

'টের পেতে সময় নিলে যে মেলা?'

বাঁ হাতের তালুতে মাথা রেখে কাত হয়ে শুলো মারুফ। একটা পা তুলে দিল দীপা ওর গায়ে।

'আসগর সাহেব এসেছিলেন,' আস্তে আস্তে বলল মারুফ।

একটুও পরিবর্তিত হল না দীপার মুখের ভাঁজ। যেন শুনতেই পায়নি কথাটা।

হলো না, রত্না!

'সামনের বার আমি কিন্তু ঢাকায় যাচ্ছি না।' আদুরে গলায় বলল দীপা।

'তার মানে?'

পাশ ফিরে মুখোমুখি হল দীপা।

'হ্যাঁ গো হ্যাঁ, বুড়ো হাবড়ার সাথে আমি যাচ্ছি না। ভাবছি ওকে কাটাই কি করে। ওকে একা ঢাকায় পাঠাতে পারলে ক'টা দিন কী মজাই না হতো! তুমি আর আমি···ভেবে দেখো···সুখে···

'যেয়ো না তুমি।'

'মহা পাজি বুড়ো। আমাকে এখানে একা রেখে কিছুতেই যেতে চাইবে না। ভেবেচিন্তে বুদ্ধি বের করতে হবে।'

'কি বুদ্ধি?'

মুচকি হাসছে দীপা। আঙুল চালাচ্ছে মারুফের লোমশ বুকে। ধীরে ধীরে গম্ভীর হয়ে উঠল। 'ঘৃণা করি আমি ওকে।'

'কি বললে?'

আমি চিরদিনের জন্যে তোমার হয়ে যেতে পারি, মারুফ,' চাপা গলায় বলল দীপা। 'শুধু যদি একটা কাজ করতে পারো।'

'কি সেটা?'

'যদি রহিম বক্সকে সারিয়ে দিতে পারো,' বলতে বলতে উঠে বসল দীপা। আগুন জ্বলছে ওর চোখে। 'যদি লোকটাকে গায়েব করে দিতে পারো, চিরতরে।'

ক্রিং ক্রিং বেল বাজিয়ে রাস্তা দিয়ে চলে গেল পোস্টম্যান। হাঁক দিল বেদে মেয়ে, 'লাগবো চুড়ি, চিরুনি, আলতা, পাউডার, স্নো।' শব্দের রেশটা মিলিয়ে যেতেই সংবিৎ ফিরে পেল মারুফ।

'কি যা তা বলছ!' ঘাবড়ে গেছে সে।

'ঠিকই বলছি। এছাড়া আর কোন উপায় নেই। লোকটাকে খুন করে গায়েব করে দেয়া ছাড়া। না পারলে ওর সঙ্গে আমাকে শুতে হবে। রাতের পর রাত। ইচ্ছের বিরুদ্ধে।' ঘৃণায় কুঁচকে গেছে দীপার নাক।

'খুন করলে ফাঁসি হবে, তা জানো?'

দাঁড়িয়ে গেছে দীপা খড় ছেড়ে। দু'হাতে ঝেড়ে নিচ্ছে গায়ের ধুলো।

'কি বললে?'

'খুন করলে নির্ঘাত ফাঁসি।'

'জানি। ধরা পড়লে। ধরা পড়বে কেন?'

'এসব জিনিস চাপা থাকে না।'

'তার মানে, রাজি নও তুমি। পেতে চাও না আমাকে।

'পেতে চাই কিন্তু...'

'একটাই মাত্র পথ।'

'পাগল হলে নাকি?' উঠে দীপার হাত ধরতে গেল, 'খুন খারাবির মধ্যে আমি...'

'ঠিক আছে। তাহলে এই শেষ।'

মারুফকে ধাক্কা মেরে ছুটে বেরিয়ে গেল দীপা।

নয়

পর পর কয়েকদিন একটি কথাও বলল না দীপা মারুফের সঙ্গে। আগের মূর্তি ধারণ করেছে। যেন কখনো কোথাও মারুফকে দেখেনি। স্বামীকে নিয়েই ব্যস্ত সে। পীড়াপীড়ি করে নিজেই তুলে নিয়ে গেছে রহিম বক্সকে দোতলায়।

আস্তে আস্তে সুস্থ হয়ে উঠছে রহিম বক্স। চেহারায় একটা পরিতৃপ্ত, উৎফুল্ল ভাব। চেখের কোণে কালি আর নেই। গায়ের রংটা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে আগের চাইতে।

দীপার চেহারা দেখে বোঝার উপায় নেই সে কি ভাবছে, এখনও বুড়োকে খুন করার কথা ভাবছে কিনা। বুড়োর প্রতি তার এই হঠাৎ-পীরিত দেখানো ব্যাপার। কষ্ট দিতে চাইছে সে মারুফকে। দিচ্ছেও। কিন্তু যত যাই করুক, এ সবের মধ্যে ও যাবে না—সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে মারুফ।

এক রাতে ডাইনিং টেবিলে বসে ঘোষণা করল রহিম বক্স, আগামীকাল দুপুরে সে ঢাকা যাচ্ছে। কিছু বলল না দীপা। উঠে গেল দোতলায়।

এসো একদান দাবা খেলা যাক।' খাওয়ার পরে আহ্বান জানাল

রহিম বক্স।

মনোযোগ দিতে পারল না মারুফ। বিশ মিনিটের মধ্যে মাত করে খুশি মনে উঠে গেল রহিম বক্স দোতলায়।

বাতি নিভিয়ে বাইরে এল মারুফ। পায়ে পায়ে হেঁটে এল খোঁয়াড়ের কাছে। আস্তে ঠেলা দিয়ে দরজা খুলল। অন্ধকার ভেতরে। পায়ের উপর দিয়ে লাফ দিয়ে পার হয়ে গেল ইঁদুর কয়েকটা। রোজ রাতেই এমনি হয়।

হাতড়ে হাতড়ে পেয়ে গেল মারুফ মাচাঙে ওঠার সিঁড়িটা। উঠল উপরে। ঘুলঘুলি দিয়ে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে দীপার ঘর।

ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসে আছে দীপা। সাদা ধবধবে ড্রোসং গাউন ওর পরনে। বুকে সিল্কের নীল মাফলার, ওড়নার মতো করে পরা। রোজ যেমন পরে।

পায়জামা শার্ট পরা রহিম বক্স। কাঁধে ঝুলছে ভাঁজ করা কোটটা। ওটাকে ঝুলিয়ে দিল হ্যাঙ্গারে। বিছানার দিকে এগিয়ে গেল।

নড়ল না দীপা এক পা-ও। জানালার দিকে ইঙ্গিত করছে রহিম বক্স। খুব সম্ভব বন্ধ করে দিতে বলছে।

বিরক্ত হয়ে উঠে এল দীপা জানালায়। দুই কপাটে দু'হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছে। অন্ধকারের দিকে দৃষ্টি, অচঞ্চল।

ধীরে ধীরে টেনে দিল পর্দা। পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে মারুফ পর্দার গায়ে ওর ছায়াটা। বুকের মাফলারটা সরিয়ে ফেলল দীপা। ওইখানে দাঁড়িয়েই ধীরে ধীরে খুলল ড্রেসিং গাউন। পর্দার গায়ে স্পষ্ট ছায়া পড়েছে নগ্ন নারী মূর্তির। আড়মোড়া ভাঙলো মাথার ওপর দু'হাত তুলে। তারপর ধীর পায়ে এগিয়ে গেল বিছানার দিকে। নিভে গেল

রাতি।

এক রাজ্যের হতাশা আর ক্ষোভ নিয়ে ফিরে এল মারুফ নিজের ঘরে।

দীপা কি জানে না কী অস্ত্র রয়েছে মারুফের হাতে? জানে না, ইচ্ছে করলেই যে-কোন মুহূর্তে ভেঙে গুঁড়িয়ে তছনছ করে দিতে পারে সে ওর তাসের খেলাঘর? খেলাচ্ছে? বড়শি-গাঁথা মাছ খেলাচ্ছে তার শিকারীকে?

ভোর হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। পাখি ডাকছে গাছে গাছে। কড়া শীত। ঘুম ভেঙে গেছে, কিন্তু বিছানা ছেড়ে উঠতে চাইছে না মারুফ। কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে গুটিশুটি মেরে।

দরজায় নক না করেই ঘরে এল রহিম বক্স। খুশি উপচে পড়ছে দু'চোখ থেকে।

'দীপার শরীর খারাপ।

এতে খুশি হবার কি আছে, বুঝতে পারছে না মারুফ।

'বুঝলে মিয়া, শরীর খারাপ।' বসলো রহিম বক্স বেতের চেয়ারে।

উঠল মারুফ। দুপা ঝুলিয়ে দিল খাট থেকে।

'এটা প্রাথমিক লক্ষণ। সকাল বেলায় শরীর খারাপ। বমি বমি ভাব।'

কোন্ দিকে এগুচ্ছে বুড়ো বুঝতে পারছে না মারুফ।

'এর জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম আমি এতদিন। তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলল রহিম বক্স। 'খোকা আসছে, খোকা!'

শুকিয়ে গেল মারুফের ঠোঁট। ঢোক গিলল সে।

'ও এবার যেতে পারছে না। বুঝতে পারলে? এরকম স্টেজে নড়াচড়া না করাই ভাল। আমি দুদিনের মধ্যেই ফিরে আসব।'

আবার রক্ত চলাচল শুরু হল মারুফের।

'একদিনের জন্যে ছুটি তোমার। গালফ্রেণ্ডফ্রেণ্ড নেই কেউ?' আচমকা প্রশ্ন করল রহিম বক্স।

আমতা আমতা করল মারুফ।

'একটা বৌ-টৌ খুঁজে নেও, মিয়া। বিয়ে করো, বিয়ে করো। ছেলেপুলে না হলে বাপ হবার আনন্দটা বুঝবে না।' খ্যাক খ্যাক করে হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেল সে ঘর থেকে।

বিস্মিত মারুফ। লোকটা একটা সন্তানের জন্যে এতটা পাগল! ভালও হয়ত বাসে সে দীপাকে। অথচ দীপা তাকে খুন করতে চাইছে। কেন?

এয়ারপোর্ট পর্যন্ত সারা রাস্তা বক বক করল রহিম বক্স, বাচ্চা হবে এবং সেটা যে ছেলেই হবে তাতে তার কোন সন্দেহ নেই। দারুণ উৎফুল্ল সে।

'আমার মনে হয় আপনার মেয়েই হবে,' বিরস কণ্ঠে ফস করে বলে বসল মারুফ।

না-খোশ হয়ে কথা বন্ধ করে দিল বক্স। মুখ চুন হয়ে গেছে। ভুরু কুঁচকে ভেবে দেখছে সম্ভাবনাটা। পছন্দ হচ্ছে না।

গাড়ি থেকে নেমে নাজমাকে দেখেই আবার স্বাভাবিক হল।

'মিসেস বক্স এলেন না?' প্রশ্ন নাজমার।

হাসছে রহিম বক্স।

'ওর শরীরটা খারাপ, বাচ্চা হবে। বুঝলে···ছেলে হবে।

খুশি হল নাজমা।

'অনেকদিন পর আপনার সাধটা পুরবে। এ সময়টা শরীরের যত্ন নেয়া দরকার! মিসক্যারেজের ভয় আছে। মিসেসকে বলবেন যেন খুব সাবধানে চলা ফেরা করে।' অভিজ্ঞ নার্সের মতো কথা বলছে সে। মারুফ জানে, আর কিছু নয়, এ ট্রিপে দুশো টাকা ফালতু পাওয়ার চেষ্টা করছে সে আসলে।

'হ্যাঁ, আমি ওকে সাবধানেই থাকতে বলেছি। দু'দিনের বেশি অবশ্য আমি ঢাকায় থাকব না।'

'প্লেন ছাড়ার তো সময় হয়ে এল, আমি বরং এখন চলি,' দুজনের কথার মাঝখানে বলে উঠল মারুফ।

'হ্যাঁ তুমি চলে যাও,' বলতে বলতে প্লেনের দিকে এগুতে লাগল বক্স সাহেব। হঠাৎ থেমে গেল, ডাকল, 'মারুফ, শোনো।' তাকাল মারুফ বক্সের দিকে।

'একটা দিন তোমার ছাড়। হড ক্যান গো এনি হোয়্যার ইউ লাইক।'

গাড়িতে উঠল মারুফ। স্টার্ট নেয়ার আগে শুনতে পেল রহিম বক্স বলছে, 'হ্যাঁ, বাচ্চাটার জন্যে একজন মেট্রন রেখে দেব, তাছাড়া দীপার হেলথটাও রিসেন্টলি একটু বেশি খারাপের দিকে যাচ্ছে...

যতটা সম্ভব স্পীড দিল মারুফ। আঁতকে উঠল লক্কর ঝক্কর অসটিন। দ্রুত পেছনে হারিয়ে যাচ্ছে পতেঙ্গা এয়ারপোর্ট।

শর্টকাট করল সে। গাড়ি ঘুরিয়ে দিল রেল ক্রসিং-এর কাছে এসে হাজী মালেকের গলির দিকে। দ'তিনটে মোড় ঘুরতেই পৌঁছে গেল বাড়ি।

লাফিয়ে নামল সে গাড়ি থেকে। দৌড়ে উঠে এলো দোতলায়। দরজা বন্ধ দীপার ঘরের।

'দীপা!' ধাক্কা দিল মারুফ।

খুলল দরজা। থমকে গেল মারুফ। সদ্যস্নাত মূর্তি দীপার। ক্লান্তির চিহ্নমাত্র নেই চেহারায়। হাওয়ায় উড়ছে শ্যাম্পু করা চুল। ঠোঁটে লিপস্টিক। বিস্মিত মারুফ।

'এসো।' ঘরে ঢুকল মারুফ।

ছিটকিনি লাগিয়ে দিল দীপা।

'তোমার শরীর নাকি...'

'ওকে তাড়াবার জন্যে বলতে হল।

'তাহলে শরীর খারাপ-টারাপ...'

'বাজে কথা। সাবান গিলেছিলাম। তাতেই বমি বমি ভাব হল।'

'বাচ্চা-টাচ্চা?'

'আরে ধ্যাত। ওই লোকের বাচ্চা আমার পেটে?' স্পষ্ট ঘৃণা দুচোখে।

হাসতে শুরু করল মারুফ। জড়িয়ে ধরল সে দীপাকে। পাঁজাকোলা করে নিয়ে গেল বিছানায়। দীপার ঠোঁটে ওর ঠোঁট। হাতদুটো ব্যস্ত অন্যত্র।

'এই ছাড়ো, ভাল্লাগে না।' মারুফকে দু'হাতে শক্ত করে বুকের সঙ্গে চেপে ধরে বললো দীপা, 'ছাড়ো...প্লীজ! মরে যাব! বুড়োটা আদর করতেও জানে না। স্বার্থপরের মত শুধু...থেমে গেল দীপা। 'তুমি আমাকে পাগল করে দিচ্ছো, মারুফ। এরপর তোমাকে ছাড়া বাঁচব কি করে...ভাবতেও পারি না।'

সিংহের বিক্রম এসে গেছে মারুফের মধ্যে।

চিত হয়ে শুয়ে আছে মারুফ দীপার খাটে। বুকের উপর মাথা রেখে শুয়ে আছে দীপা। হাঁপাচ্ছে দুজন।

'ধরো,' বললো দীপা, 'আমাদের এই অবস্থায় যদি কোন দিন দেখে ফেলে রহিম বক্স?'

পরিতৃপ্ত মারুফ মাথা ঠিক রাখতে পারল না। বলল, 'তার চেয়ে, চলো পালিয়ে যাই। তুমি আর আমি।' এ মুহূর্তে রত্নার কথা মনেই পড়ছে না তার।

'টাকা পয়সার কি হবে?' প্রশ্ন দীপার।

'কাজ জুটিয়ে নেব।'

'অত সহজ না···তিন বছরে দেশের অবস্থা মেলা পাল্টেছে।

'রাখো তোমার দেশ। মারুফ আহমেদ যে-কোন দিকে হাত বাড়ালেই টাকা আনতে পারে।'

'তাই নাকি? তাহলে অনেক টাকা বানিয়ে তারপর এসো আমার কাছে। প্রেম আর হাওয়া খেয়ে ভেসে বেড়ানো আমার সইবে না।'

'কিন্তু এরকম সাতদিন ভুখা থেকে একদিন পোলাও-কোর্মা আমারও সইবে না।'

উঠে বসেছে দীপা। বিলি কাটছে মারুফের রোমশ বুকে।

'রাগ কোরো না, লক্ষ্মীটি। আমিও এরকম ভাবে বাঁচতে চাই না। এসো বরং ব্যাপারটাকে নতুন করে ভেবে দেখি কোন উপায় আছে কিনা।'

সিগারেট ধরাল মারুফ।

'একটা উপায় দেখতে পাচ্ছি...'

নতুন কিছু শোনার আশায় উদগ্রীব হল মারুফ।'

'কি?'

'খুন করো রহিম বক্সকে।'

'আবার সেই পাগলামি?'

'পাগলামির কি আছে? কেউ টেরই পাবে না। নিখুঁত প্ল্যান আছে আমার।'

'প্ল্যান!' একটু অবাক হল মারুফ, তারপর হাসল। 'মেয়েদের প্ল্যানে আমার কোন আস্থা নেই। ওরা প্রত্যেকটা কাজ বোকার মত করে। প্রেম, বিয়ে, ছাড়াছাড়ি—সবটাতেই বোকামি। আর পুলিসের ধমকে তো লাইন দিয়ে বেরিয়ে আসে পেটের সব কথা। যাই হোক, তবুও শুনি, বলো দেখি।'

'সকালের বেড়টি-তে আমি দুধ খাই না।'

'ব্যস, ব্যস, আর বলতে হবে না। বাকিটা আমি পূরণ করে দিচ্ছি। তুমি চায়ে দুধ খাও না, রহিম বক্স খায়। সুতরাং ওই দুধে যদি কড়া জাতের একটু বিষ মিশিয়ে দেয়া যায় তাহলেই হল, শুধু একটা চুমুক, ব্যস রহিম বক্স কুপোকাত...ফুঃ!' অ্যাস্ট্রেতে ছাই ফেলল মারুফ। 'এটা কোন মাথামুণ্ডু প্ল্যান হল?'

'কেন, কেন?' রেগে গেল দীপা। মারুফ লক্ষ করল, রেগে গেলে কুৎসিত দেখায় দীপাকে।

'সোজা কথা। একটা লোক বেনামি চিঠি পেয়েছে কয়েকটাঃ তাকে খুন করা হবে। তারপর রাস্তা ঘাটে না মরে, মরল লোকটা খোদ নিজের ঘরে ঘুম থেকে উঠেই। পুলিসকে এতই কাঁচা ভাবো নাকি? পোস্টমর্টেম

হবে না? কোত্থেকে এল বিষ দুধে? মেশাবার সুযোগ রয়েছে কার কার? লাভবান হচ্ছে কে?'

দেরাজ থেকে হুইস্কি বের করল দীপা। গ্লাসে ঢেলে মারুফকে দিল। নিজে ধরাল সিগারেট।

'এইসব খুনের আসামীকে ধরতে আধ ঘন্টার বেশি সময় লাগবে না। বেনামী চিঠি কটা পাবে ওরা। টাইপ রাইটারটা তোমার আলমারির পেছনে খুঁজে পেতে বড় জোর বিশ মিনিট লাগবে। তারপর তোমাকে জেরা করে হাতকড়া লাগাতে আরও ধরো দশ মিনিট। ব্যস, খেল খতম।' ঠক করে খালি গ্লাসটা রাখল বেড সাইড টেবিলে।

উঠে এল সে জানালার কাছে। পর্দা টেনে দিল, এক ঝলক আলো এসে ঢুকল ঘরে। মুখোমুখি দাঁড়াল মারুফ দীপার। দুই হাত রাখল ওর কাঁধে।

'বলো, দীপা। লোকটাকে খুন করতে চাইছ কেন?' আবার কামনায় চিকচিক করছে মারুফের চোখ।

বুঝতে পেরে সরে গেল দীপা। কিন্তু প্রসঙ্গটা মাটিতে পড়তে দিল না।

'ওর টাকাগুলো আমার চাই।'

'কিসের টাকা?' টাকার কথায় উৎকর্ণ হল মারুফ।

'লাখ লাখ টাকা।' জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়াল দীপা। দৃষ্টি বাইরে। রোদ ঝলমল করছে গাছের পাতায়। আকাশটা নীল। নির্মেঘ। পিছনে এসে দাঁড়াল মারুফ। দু'হাতে জড়িয়ে ধরে হালকা করে কামড় দিল ঘাড়ের পাশে।

'ওর অত টাকা আছে তা তুমি জানলে কি করে?'

'আমি দেখেছি। লোকে যতটা মনে করে তার চাইতে অনেক, অনেক বেশি টাকা আছে ওর। তাছাড়া···,' থেমে গেল দীপা, বলবে কিনা ভাবছে, 'হীরাও আছে ওর কাছে।'

'হীরা?' দুইয়ে দুইয়ে মিলে যাচ্ছে চার।

'হ্যাঁ, হীরা। ভেবেছ কি? প্রতি সপ্তাহে ও ঢাকা যায় কেন? বিদেশী জাহাজের লোকগুলো ওর আপিসে আসে কেন?'

মাথা ঝাঁকাল মারুফ। এই টাকা আর হীরার জন্যে খুন করতে চায় দীপা রহিম বক্সকে্। ভেরি গুড। এতে কোন অন্যায় দেখতে পেল না সে। টাকা ওরও দরকার। প্রচুর টাকা দরকার—কিভাবে আসছে সেটা দেখার দরকার নেই। প্রয়োজন হলে এর জন্যে খুন করা যায়। ধরা না পড়লেই হল। টাকা হাতে পেলেই চলে যাবে সে ঢাকায়। ও হ্যাঁ, রত্না—রত্নাকে নেবে সে সঙ্গে। বিয়ে করবে রত্নাকে। সুখের সংসার পাতবে। হ্যাঁ, রত্নাকে বিয়ে করবে ও।

'রাখে কোথায় টাকাগুলো?' প্রশ্নটা করেই বুঝতে পারল বোকামি হয়ে গেছে। এত সহজে কথাটা বের করা যাবে না দীপার কাছ থেকে। হয়তো জোর খাটাতে হতে পারে।

'টাকা কোথায় সেটা আমি বলব। কিন্তু তার আগে কাজটা করতে হবে তোমার।'

'কি কাজ?'

'খুন করতে হবে বক্সকে।'

হাসল মারুফ।

'তার মানে তুমি আমাকে বিশ্বাস করতে চাইছ না!'

'আমি কি অতটাই বোকা? যদি খুন না করে টাকাটা পাওয়ার হলো না, রত্না!

কোন রাস্তা থাকত, তাহলে ওসব ঝামেলার কথা আমি ভাবতামই না।'

'টাকাটা নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছো না কেন?'

'আমি পালিয়ে গেলেই ও সোজা পুলিসের কাছে যাবে। হন্যে হয়ে খুঁজবে আমাকে পুলিস। এত টাকা নিয়ে পুলিসের তাড়া খেতে আমি রাজি নই।'

'বাজে কথা। অত টাকার কথা ভুলেও বক্স পুলিসের কানে তুলবে না। কেঁচো খুঁড়তে তখন সাপ বেরিয়ে আসবে। সুতরাং পালিয়ে যাওয়াটা কোন সমস্যাই নয়।'

দীপাকে ছেড়ে দিয়ে সরে গেল মারুফ। বোতল থেকে হুইস্কি ঢালল গ্লাসে। তারপর বলল, 'আসলে তুমিও জানো পালিয়ে যাওয়া সহজ। পুলিসের তাড়া খেতে হবে না তোমাকে। তবু তুমি পালাতে চাইছ না, খুন করতে চাইছ ওকে। এ জন্যে লোকও লাগিয়েছিলে। কিন্তু কেন, দীপা আবদুল্লা, কেন? এমন কী রহিম বক্স জানে তোমার সম্বন্ধে যা তুমি অন্যকে জানতে দিতে চাও না? কি সেটা?'

ঝট্ করে ঘুরে দাঁড়াল দীপা। সাদা হয়ে গেছে মুখ। গ্লাসে একটা চুমুক দিয়ে আবার মুখ খুলল মারুফ।

'তোমার ঘর সার্চ করে আমি বহু-চিঠিপত্র পেয়েছি। রংপুর রাজশাহীর বহু শেঠ তোমাকে বিয়ে করতে চেয়েছে, অথচ কাউকে পাত্তা না দিয়ে তুমি এই হনুমানটাকে বেছে নিয়েছ। কেন? খুনের ঝামেলায় যেতে রাজি, তবু পালিয়ে যেতে চাও না তুমি। কেন? সুতো ধরে টেনে আনবে রহিম বক্স, পালিয়ে গেলেও ফিরে আসতে হবে আবার, তাই না? জবাব দাও।'

'তোমার আর কিছু বলার আছে?' শীতল ক্রোধ দীপার কণ্ঠে।

হলো না,

'দুটো কথা বলার আছে আরও। এক, আমি চলে যেতে পারি, তুমি বক্সকে বিষ খেতে দাও। পুলিস তোমাকে বেঁধে নিয়ে গিয়ে লটকে দিক। দুই, আমি এ বাড়িতে থাকতে পারি আমার সঙ্গে যদি সমঝোতায় আসো। বলো, টাকাগুলো কোথায়? অত টাকা ব্যাঙ্কে রাখার মত নির্বোধ রহিম বক্স নয়।'

'কত টাকা দিলে তুমি রাজি হবে?'

'অর্ধেক।'

মুচকি হাসল দীপা। 'ভেবে দেখো, আমাকে সহ নিলে পুরোটাই তোমার হবে।'

'অর্ধেক।' আবার উচ্চারণ করল মারুফ।

'খুঁজে দেখতে হবে। খোঁয়াড়ের মধ্যে কোথাও পুঁতে রেখেছে। বাড়িটা কেনার দুদিন পরে শাবল নিয়ে ওকে ওদিকে যেতে দেখেছি আমি।'

'ঠিক আছে, শাবল নিয়ে এসো তুমি রান্না ঘর থেকে। আমি খোঁয়াড়ের দিকে যাচ্ছি। মাটি খুঁড়েই বের করব গুপ্তধন।'

চলে গেল দীপা রান্না ঘরের দিকে।

বাইরে এল মারুফ। শেষ বিকেলের রোদ। গাছের ছায়া বড় হচ্ছে। খোঁয়াড়ের দিকে এগুচ্ছে সে। তাকাল নিম গাছটার দিকে। অন্ধকার থাকে ওর নিচটা সব সময়। কুয়োটায় রোদ পড়ে না কোন দিনই।

চলে এল সে খোঁয়াড়ের কাছে। ঠেলা দিয়ে খুলল দরজা। দীপা এল শাবল হাতে।

পুরো খোঁয়াড়টায় কাঠের স্তূপ ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। কিছু কিছু পাটের আঁটি পড়ে আছে এদিক-ওদিক। গোটা দুই কাঠের বাক্সও

আছে। ফ্লোরটা ইঁটের। ইঁট বসিয়ে বসিয়ে ঢেকে দেয়া হয়েছে মাটি, কিন্তু সিমেন্ট দিয়ে পয়েন্টিং করা হয়নি।

ঝাড়া দেড়টি ঘন্টা খুঁড়ল মারুফ। উল্টে পাল্টে দেখল ইঁট, খড়ের গাদা। দরজায় দাঁড়িয়ে একটার পর একটা সিগারেট টানছে দীপা। দেখছে সে মারুফের শাবল চালান। নড়ছে না একচুল। ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে গেল মারুফের কাছে। মিথ্যে বলেছে দীপা। বলল না সে কথাটা।

'সন্ধ্যা হয়ে এল, তুমি বরং ঘরে যাও। আমি আরো ঘন্টাখানেক খুঁজে দেখি।'

'ঠিক আছে।' চলে গেল দীপা।

খড়ের গাদায় বসল মারুফ। দীপা মিথ্যে বলেছে এবং ইচ্ছে করেই বলেছে। কিন্তু কেন? সিগারেট ধরাল সে।

'কদ্দুর হল?' দীপা এল হ্যারিকেন নিয়ে। মলিন ওর মুখ।

'পেয়ে গেছি,' নেমে এল মারুফ গাদা থেকে। 'এসো, সিলিব্রেট করা যাক। খপ্ করে ধরল দীপার একটা হাত।

'আঁতকে উঠল দীপা মারুফের ভাবসাব দেখে। হ্যারিকেন রাখল মাটিতে। ভয়ে ভয়ে আত্মসমর্পণ করল। হ্যাঁচকা টানে খড়ের গাদায় এনে ফেলল ওকে মারুফ। চরিতার্থ করে নিল পাশবিক প্রবৃত্তি।

মারুফ একটু শান্ত হতে জানতে চাইল দীপা, 'সত্যিই পেয়েছ?'

'পাইনি। তবে পেয়ে যাব। বুদ্ধি বের করে ফেলেছি। ভাবছি আগুন লাগিয়ে দেব খড়ের গাদায়। বক্স ঘ্যাটা তখন নিজেই খুঁজে বের করবে নিজের জিনিস। আলগোছে কেড়ে নেব তখন।' দিয়াশলাই জ্বালল মারুফ।

'কাজটা কি ঠিক হবে?' চট্ করে বলল দীপা। 'ফায়ার ব্রিগেডের গাড়ি আসবে, লোকজন ছুটোছুটি করবে...'

'আসুক।' সিগারেট ধরিয়ে কাঠিটা নিভিয়ে দিল মারুফ। তারপর হঠাৎ চটাস করে চড় মারল সে দীপার গালে।

কুঁকড়ে গেল দীপা, কিন্তু চেষ্টা করেও সরে যেতে পারল না। তখনও নিজের শরীর দিয়ে চেপে রেখেছে ওকে মারুফ। লম্বা নখ দিয়ে খামচি দেয়ার চেষ্টা করল মারুফের চোখে। হাতটা ধরেই মুচড়ে দিল মারুফ। চেঁচিয়ে উঠল দীপা, 'উহ্!'

'বল, টাকাগুলো কোথায়? বল?'

কথা বলছে না দীপা। আবার চড় মারল মারুফ। পানি বেরিয়ে এল দীপার চোখ থেকে। কথা বলছে না।

'আসলে, দীপা, তুমি নিজেও জানো না টাকা কোথায়।'

মাথা নাড়ল দীপা। জানে না।

'বুড়োকে দিয়েই বের করাব ওর টাকা। এমন ভয় দেখাব, পিলে চমকে যাবে শালার। টাকা আর হীরা নিয়ে পালাবার চেষ্টা করবে সে। ঠিক তক্ষুণি কেড়ে নেব ওগুলো আমি। দরকার হলে খুন করব।

চোখের জল মুছল দীপা। উঠে দাঁড়াল মারুফ, প্যান্টের বোতাম লাগাচ্ছে। শাড়ি ঠিকঠাক করে উঠে দাঁড়াল দীপাও।

'কিন্তু মুটকি তো ওকে জান দিয়ে রেখেছে। বড় জোর দুদিন চুপ থাকবে। তারপর সে-ই থানা পুলিস শুরু করবে।'

'আস্তে, সখী, আস্তে। সে প্ল্যানও মাথায় এসে গেছে। সময় মত জানতে পারবে। প্রবলেম হবে একটাই, লাশটা গুম করব কোথায়?'

'আমি জানি সেটা। বাইরে এসো।' স্বাভাবিক হয়ে গেছে দীপা।

খোঁয়াড় থেকে বেরিয়ে এল দুজনে। চলে এল দেয়ালের কাছে নিম গাছটার নিচে। কুয়োর দিকে ইশারা করল দীপা।

'এর মধ্যে থাকবে বক্স।'

তাকাল মারুফ। নিস্তরঙ্গ কালো পানি। গাছের ছায়ায় গাঢ় অন্ধকার হয়ে আছে। পাতা পচে বোঁটকা গন্ধ বেরুচ্ছে। 'ঠিক বলেছ। এটাই ওর উপযুক্ত জায়গা।'

হাসল দীপা খিল খিল করে।

'এসো, কাছে এসো, কই, চুমু দাও।' মুখ বাড়াল দীপা। লতার মত দুহাত দিয়ে পেঁচিয়ে ধরেছে সে মারুফের গলা। মনে মনে ভাবল মারুফঃ শক্তের ভক্ত, নরমের যম।

ক্রিং ক্রিং। টেলিফোন বেজে উঠল ঘরের মধ্যে।

ছেড়ে দিল মারুফ দীপাকে। ছুটে গেল ঘরে।

আবার বাজল টেলিফোন।

'হ্যালো?'

'কে, মারুফ সাহেব?' অপর প্রান্তে স্ত্রীলোকের কণ্ঠ।

ভুলটা টের পেল মারুফ। টেলিফোনটা ধরাই উচিত হয়নি। সাদা হয়ে গেছে রিসিভারের ওপর চেপে বসা আঙুলের নখগুলো।

'হ্যালো, হ্যালো?'

কথা বলছে না সে। ধরে আছে রিসিভার। রেখে দেবার কথাও ভুলে গেছে।

ওর পিছু পিছু লন থেকে ছুটে এসেছে দীপা। চোখ রাঙাল সে। ফিসফিস করে বললো, 'বলো রং নম্বর, হাঁদারাম!'

'সরি, রং নম্বর।' ঘটাং করে ছেড়ে দিল টেলিফোন। সাদা হয়ে

গেছে মুখ।

এক মিনিট নিস্তব্ধতা।

আবার বাজল টেলিফোন। ধরল দীপা।

'মিসেস বক্স বলছি। বলুন? কে? মিস ক্রিসটিনা? জ্বী না, মারুফ সাহেব এখানে নেই। কি বললেন? আচ্ছা, আচ্ছা, ঠিক আছে।' রেখে দিল দীপা।

তাকাল সে মারুফের দিকে। বসে আছে মারুফ চেয়ারে। ঢোক গিলছে বারবার।

'বক্স ফিরে আসছে আজ রাতের প্লেনে। তোমাকে খবর দিতে হবে গাড়ি নিয়ে যাবার জন্যে। এখানে নেই শুনে জিজ্ঞেস করল কোথায় পাওয়া যাবে এখন তোমাকে।'

কিছু বলছে না মারুফ।

জ্বলে উঠল দীপা। 'ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রয়েছ কেন? খুব না বুদ্ধির বড়াই করলে এতক্ষণ, গায়ে হাত তুলে পৌরুষ দেখালে? এখন কি তোমার এখানে থাকার কথা? বেকুবের মত টেলিফোন ধরতে গেলে কেন?'

'খবরদার, মুখ সামলে কথা বলবে!'

'ঠিক আছে, সামলাও এখন। তোমার গলা চিনে ফেলেছে মাগীটা।' আরও কিসব বলতে বলতে চলে গেল দীপা রান্নাঘরের দিকে।

বেরিয়ে এল মারুফ। বোকামি হয়ে গেছে ভয়ানক। রহিম বক্স ফিরে আসার আগেই কিছু একটা করতে হবে। যেমন করে হোক চাপা দিতে হবে ব্যাপারটা।

হলো না, রত্না!

গ্যারেজ থেকে গাড়ি বের করল সে।

দরজায় এসে দাঁড়াল দীপা। মুখ বাড়িয়ে বলল মারুফ, 'শহর থেকে ঘুরে আসছি।'

দশ

একেকবারে দুটো করে সিঁড়ি টপকে তিন তলায় উঠল মারুফ। অন্ধকার করিডরটা পার হয়ে এসে দাঁড়াল বক্স ট্রেডিং করপোরেশনের সামনে। ধাক্কা দিল দরজায়।

'হ্যালো!'

ক্রিসটিনা বসে আছে কাউন্টারে। আপিসটাই যেন ওর বাড়ি ঘর। ইংরেজি উপন্যাস হাতে। মারুফকে দেখেই প্রচ্ছদের ন্যাংটো ছবিটা ঢাকল বাঁ হাতে।

হাসি হাসি মুখ মারুফের।

'কেমন আছ?' যেন আলাপ করার জন্যেই এসেছে সে।

কিছু বলছে না ক্রিসটিনা। চেয়ার টেনে মুখোমুখি বসল মারুফ।

'বক্স সাহেব এত ঘন ঘন ঢাকায় যান কেন বলতো?'

'মিসেস বক্স নিশ্চয় কারণটা আপনাকে বলেছেন?' কর্কশ ক্রিসটিনার গলা।

'মিসেস বক্স বলেছেন!' বিস্ময় মারুফের কণ্ঠে, 'কি কথা?' রং বদলে গেল ক্রিসটিনার মুখের। শক্ত হয়ে উঠেছে চোয়াল।

'ঘন্টা খানেক আগে তো আপনি ওখানেই ছিলেন।'

'কোথায়, কোন্ জায়গায়?'

'টেলিফোনে আপনার গলা আমি ঠিকই চিনেছি, মিস্টার আহমেদ। আত্মবিশ্বাসী ক্রিসটিনা গোমেজ।

'তুমি কি মাথামুণ্ডু বোঝাতে চাইছ, মিস?'

কালো হয়ে গেল ক্রিসটিনার মুখ।

'রহিম বক্সকে প্লেনে তুলে দিয়ে আপনি বাড়িতে যাননি?

'গিয়েছিলাম, গাড়িটা ফেরত দিতে। কেন?'

'সেখানে সারাদিন কাটাননি আপনি?'

'মজার ব্যাপার তো? সারাদিন আজ আম মনাভাতে বসে মাল টেনেছি, সুন্দরী।'

সতর্ক দৃষ্টি ক্রিসটিনার চোখে। বিড়াল যেমন ইঁদুর দেখে, তেমনি ভাবে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে সে মারুফকে।

'রহিম বক্স এয়ারপোর্টে পৌঁছেই ফোন করেছেন। আজ রাতের প্লেনেই তিনি ফিরে আসছেন। মিসেসের নাকি শরীর খারাপ।' অন্য কথায় সরে যাচ্ছে বুড়ি।

'দেখো মিস, একটু আগে তুমি যা বললে সেজন্যে পস্তাতে হবে তোমাকে। কথাটা মি. বক্সের কানে তুললে তোমার চাকরিটা খতম হয়ে যাবে।' খেপে ওঠার ভান করল মারুফ।

কুঁচকে গেছে ক্রিসটিনার ভ্রূ। দ্বিধান্বিত।

'আমি বাড়িতে ছিলাম না। অথচ তুমি বলছ আমি সেখানে ছিলাম। হলো না, রত্না!

এর অর্থ তুমি অসুস্থ মিসেস এবং আমাকে জড়িয়ে অশ্লীল কোন ইঙ্গিত করার চেষ্টা করছ। তুমি যদি এই মুহূর্তে কথাটা উইথড্র না করো, তাহলে আমি বক্সের কানে তুলতে বাধ্য হব।'

ঢোক গিলল ক্রিসটিনা। সাদা হয়ে গেছে মুখ। অপমানিত বোধ করছে। কিন্তু হজম করে নিল কিলটা।

'আই অ্যাম সরি। আই উইথড্র ইট।'

'ভবিষ্যতে কথাবার্তা একটু সাবধানে বোলো, সুন্দরী।'

কিছু বলল না ক্রিসটিনা। ঘৃণার চিহ্ন ফুটে উঠছে ওর মুখে। চোখে বিষদৃষ্টি।

'চলি,' উঠল মারুফ, 'মেজাজটাই খচে গেল। যাকগে, বক্স সাহেব তাহলে আজ রাতেই ফিরে আসছেন। ঠিক আছে, যাব এয়ারপোর্টে।'

এগিয়ে গেল সে দরজার দিকে। টান দিয়ে, খুলল কপাট।

'বাই!' টা টা করে চলে এল মারুফ দরজা খোলা রেখেই। উঠুক বুড়ি, উঠে লাগাক দরজা।

এগারো

গাড়ি থেকে নামতেই দৌড়ে এল দীপা।

'এতক্ষণ কোথায় ছিলে?'

জবাব না দিয়ে এগোল মারুফ বাড়ির পেছনে খোঁয়াড়ের দিকে। দীপা সঙ্গে আসছে দেখে বলল, 'এক দৌড়ে টর্চটা নিয়ে এসো।' সিগারেট ধরাবার জন্যে দাঁড়াল মারুফ।

ছুটে চলে গেল দীপা। ফিরে এল টর্চ হাতে।

'কি হল, কথা বলছ না কেন? কোথায় ছিলে এতক্ষণ?' পাশে পাশে হাঁটছে সে।

'বুড়িটাকে শাসিয়ে এলাম।'

দু'টুকরো কাঠ বের করে আনল মারুফ খোঁয়াড় থেকে। সমকোণ করে বাঁধল দুটোকে। আড়াআড়ি করে ফুটো করল দুটো।

পিস্তলটা বের করল পকেট থেকে।

'এসব কি করছ?'

কোন জবাব দিচ্ছে না সে। ব্যস্ত।

পকেট থেকে এবার বের করল ছোট্ট যন্ত্র একটা। ম্যাকানো সাইজের গ্যাজেট।

'আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'দেখাচ্ছি তোমাকে। গ্যাজেটটা দেখছো?'

হাতে নিল দীপা। ভারি যন্ত্রটা। ফিরিয়ে দিল মারুফের হাতে।

'এটা ঘড়ির মত কাজ করে। একটা ছোট্ট ডায়াল দিয়ে চালানো যায়। কেবল একটু কাঁপনের দরকার হয়। এই যে হুকটা দেখছো, এটা পিস্তলের ট্রিগারের সঙ্গে আটকে দিয়ে এ পথ দিয়ে যদি তুমি হেঁটে যাও, তাহলে যে ভাইব্রেশন হবে তাতেই চালু হয়ে যাবে গ্যাজেট। বেরিয়ে যাবে গুলি। ঘড়ি ধরে সময় ঠিক করে দিলেও চলবে যন্ত্রটা।'

'কিন্তু এটা দিয়ে হবেটা কি?'

'রহিম বক্সের আত্মারাম খাঁচা ছাড়া হবে। তোমরা ড্রয়িং রুমে কথা বলবে। কাছাকাছি থাকব আমিও। গ্যাজেটটা চালু করে দেব আগেই। হঠাৎ গুলি শুরু হবে। কে কোথা থেকে গুলি করছে কিছু বোঝা যাবে না। সুন্দর একটা সিকোয়েন্স তৈরি হয়ে যাবে।'

পিস্তলের মুখটা ঘুরিয়ে দিল রহিম বক্সের ঘরের দিকে। সোজা ছাদ বরাবর।

'যাও বক্সের ঘরে গিয়ে বাতিটা জ্বালাও। ফাইনাল চেকটা হয়ে যাক।'

নড়ছে না দীপা।

'পেলে কোথায় এটা?'

'একটা পুরানো যন্ত্রপাতির দোকানে। কই যাও।'

'যাচ্ছি। তার আগে বুলেটগুলো দাও আমার হাতে।' হাত পাতলো দীপা।

চালু মেয়ে! মনে মনে তারিফ করল মারুফ। আস্থাভাজন হওয়ার জন্যে এক এক করে ওর হাতে তুলে দিল ছ'টা বুলেট।

আবার এয়ারপোর্ট। লাউঞ্জে অপেক্ষা করছে মারুফ। গাড়িটাকে রেখে এসেছে এয়ারপোর্ট বিল্ডিং-এর বাইরে।

আকাশে বিমানের কোন চিহ্নমাত্র নেই। হু-হু হাওয়া বইছে।

বিদেশী টুরিস্টরা কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে কথা বলছে রিসেপশনিস্ট মেয়েটার সঙ্গে। চটুল ভঙ্গিতে জবাব দিচ্ছে সে। সম্ভবত কক্সবাজারের যাত্রী ওরা।

নির্দিষ্ট সময়ের আধ ঘন্টা পরে নামল বিমান। ফোকার ফ্রেণ্ডশীপ।

সবার আগে নামল রহিম বক্স। মাথায় বেঁধেছে মাফলার। গায়ে ওভারকোট। ওভারকোটের নিচের দিকটা দুলছে হাওয়ায়। বুকের সঙ্গে দুহাত দিয়ে চেপে ধরে আছে ব্যাগ।

এগিয়ে গেল মারুফ। হাত বাড়াল ব্যাগটার দিকে। আরেকটু জোরে চেপে ধরল রহিম বক্স ব্যাগটা। দিল না।

'কি খবর, দীপা কেমন আছে?' ব্যাকুল প্রশ্ন।

'ভালই আছেন। গাড়ি আনতে গিয়ে দেখেছি।'

ভাল থাকার ব্যাপারটা পছন্দ হল না বক্সের।

'চল, চল জলদি চল,' নিজেই এগিয়ে গেল গাড়ির দিকে। পেছনে হাঁটছে মারুফ। দ্বিগুণ তেজ নিয়ে ফিরেছে বুড়ো এবার ঢাকা থেকে।

'আপনি যাবার পর থেকে দুটো গুণ্ডা ধরনের লোক...' থেমে গেল মারুফ।

'কি বললে?' চমকে উঠলো রহিম বক্স।

'দুটো গুণ্ডা ধরনের লোক আমাকে ফলো করছে। আম যেখানেহ যাই, ছায়ার মতো অনুসরণ করছে ওরা আমাকে।'

কাঁপতে শুরু করল রহিম বক্স।

'ওরা কি চায়?

গাড়িতে উঠল মারুফ। লাফিয়ে উঠে পড়ল রহিম বক্সও।

'জানি না তো,' স্টার্ট দিতে দিতে জবাব দিল মারুফ। 'তবে আমার মনে হয় ওরা আপনাকেই খোঁজে। যদি আমার পেছনে লাগত তাহলে এতক্ষণে খুনোখুনি হয়ে যেত।'

ঘাড়ের উপর দিয়ে ভয়ার্ত দৃষ্টিতে দেখল রহিম বক্স বাইরে।

'চাটগাঁয় আর থাকা যাবে না।'

'পেছনে দেখুন,' স্পীড বাড়িয়ে দিল মারুফ।

একটা সাদা ফোক্সওয়াগেন মারুফদের গাড়ি থেকে দশ-পনেরো গজ দূরে সমান স্পীডে আসছে। অসটিনটা রাস্তার মাঝখানে থাকায় ওভারটেক করতে পারছে না। হর্ন দিচ্ছে বারবার।

এক্সিলারেটারে আরও চাপ দিল মারুফ। হেডলাইট পড়ছে পেছনের গাড়ির।

'মাথা নিচু করে ফেলুন, জলদি। গুলি করতে পারে!'

ঝুঁকে পড়ল রহিম বক্স সীট ছেড়ে। বাঁ হাতে ঠেসে ধরল মারুফ ওর মাথা।

হর্ন বাজাচ্ছে পেছনের গাড়ি। সরে রাস্তা করে দিল মারুফ। পার হয়ে গেল গাড়ি। ঘাড় বাঁকিয়ে দেখল মারুফ। টুরিস্ট দুজন।

'চলে গেছে ওরা। মাথা তুলুন এবার।'

ঘেমে গেছে রহিম বক্স। অতি সাবধানে মাথা তুলল সে। দেখাল মারুফ হাত তুলে বহুদূর এগিয়ে যাওয়া গাড়িটাকে। পিছন থেকে লোক দুজনকে আবছামত দেখল রহিম বক্স। বিস্ফারিত চোখ।

সারারাস্তা কাঁপল সে ঠক ঠক করে।

গ্যারেজে গাড়ি রাখতেই নেমে গেল রহিম বক্স। সোজা দোতলায় উঠে গেল সে।

'কেমন আছো, দীপা? শরীর কেমন?'

শরীরের ধারে পাশে গেল না দীপা।

'তুমি যাবার পর থেকেই বাড়ির আশেপাশে দুজন লোককে ঘোরাফেরা করতে দেখছি, কেমন যেন সন্দেহজনক চেহারা।'

আঁতকে উঠল রহিম বক্স। ব্যাগটা টেবিলে রাখতে গিয়েও তুলে ফেলল।

'তুমি কোথায় ছিলে, হাঁদারাম?' হাঁদারাম বলেই সতর্ক হয়ে গেল রহিম বক্স। শব্দটা শুধরে নিতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই জবাব দিল মারুফ।

'এই ভাষায় কথা বললে এখানে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এই নিন আপনার চাবি।'

'অসম্ভব! আমি ফেরত নিচ্ছি আমার কথা। এবারের মতো মাফ করে দাও, বাবা। ফরগিভ মি। মরে যাব, নির্ঘাত মরে যাব কিন্তু।'

'খামোকা ওকে বকাঝকা করছ কেন? মারুফ সাহেব তো বাড়িতেই ছিলেন না।' মারুফের হয়ে কৈফিয়ত দিল দীপা। 'আপনি যাবেন না, প্লীজ!' মারুফের দিকে তাকিয়ে বলল দীপা। 'ভয়ে বুদ্ধিসুদ্ধি লোপ পেয়েছে ওঁর। কি বলতে কি বলছেন নিজেই টের পাচ্ছেন না।'

চক্ চক্ করে উঠল রহিম বক্সের চোখ দীপার কণ্ঠে সহানুভূতির আভাস পেয়ে। কিছু বলল না সে।

থেমে গেল মারুফ।

আজ রাতটা দোতলায় কাটাবার সিদ্ধান্ত নিল রহিম বক্স। আপত্তি জানাল দীপা, কিন্তু শুনল না সে। বিরক্ত হল মারুফ।

ডাইনিং রূম থেকে দোতলায় উঠে গেল রহিম বক্স এবং দীপা।

বাড়ির বাইরে এল মারুফ। চলে এল সে খোঁয়াড়ে। উঠল মাচাঙে। দীপার ঘরে বাতি জ্বলছে। রহিম বক্সের নড়াচড়া দেখা যাচ্ছে স্পষ্ট। সাবধানে কোটটা খলল রহিম বক্স। ঝুলিয়ে দিল হ্যাঙ্গারে।

চুল বাঁধছে দীপা। কপালে চুমু খেল রহিম বক্স। গায়ে-টায়ে হাত দিল। আপত্তি জানাল না সে। বরং হাসল।

শোবার আগে আরেকবার হাত বুলাল রহিম বক্স কোটে।

চমকে উঠল মারুফ। সন্দেহটা এতদিন হয়নি কেন সেজন্যে নিজের চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করছে তার। কোন সন্দেহ নেই, কোটের পকেটেই রয়েছে হীরাগুলো। বালিশে মাথা ঠেকিয়েও আবার উঠে এল রহিম বক্স। কোটটা দেখল আবার। সন্দেহটা দৃঢ়তর হল মারুফের।

প্রসাধন সেরে বিছানার ধারে এল দীপা। কাপড় ছাড়ল। দু'হাত বাড়িয়ে দিল রহিম বক্স। ঝাঁপিয়ে পড়ল দীপা। বেড সুইচ টিপে নিভিয়ে দিল বাতি।

ঘরে ফিরে এল মারুফ। প্ল্যান করল সে। অপেক্ষা করবে রাতটা গভীর না হওয়া পর্যন্ত।

রাত দুটো বাজতেই উঠল মারুফ। বাতি জ্বালল না সে। অন্ধকার হাতড়ে খুঁজে বের করল টর্চটা। দরজা খুলে বেরিয়ে এল বাইরে। ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝাপটা কাঁপিয়ে দিল সর্বশরীর।

উঠে এল সে দোতলায়। দরজা নক করল।

'কে! কে?' দ্বিতীয়বার কড়া নাড়তেই ভেতর থেকে চেঁচিয়ে উঠল রহিম বক্স। বাতি জ্বলে উঠল। খুট খাট আওয়াজ।

'আমি,' বলল মারুফ। 'দরজা খুলুন, জলদি!'

খুলল দীপা। কোনমতে গায়ে জড়িয়ে নিয়েছে শাড়িটা দু'তিন প্যাঁচ দিয়ে।

'কি ব্যাপার, মারুফ সাহেব?'

'বাইরে দুজন লোক দেখলাম এই মাত্র!' ঘরে ঢুকে এল মারুফ।

লাফিয়ে নামল রহিম বক্স বিছানা থেকে। খাটের তলে লুকোবার জন্যে নিচু হচ্ছে।

'ব্যস্ত হবেন না, আমি দেখছি। আপনারা শুধু একটু সতর্ক থাকুন।'

'খবরদার! লাগিয়ে দাও দরজা! বাইরে যাবে না তুমি!' চেঁচিয়ে উঠল রহিম বক্স। 'ওইখানে, ওই জানালার কাছে দাঁড়িয়ে থাকো।' এক লাফে বিছানায় উঠে কম্বল দিয়ে পা থেকে মাথা পর্যন্ত ঢেকে ফেলল রহিম বক্স। 'মাই গড, আল্লা-মাবুদ, আর থাকা যাবে না!' কেঁদে ফেলল সে। কুকুর-ছানার মত কুঁই কুঁই শব্দ করছে। ফোঁপাচ্ছে।

জানালার দিকে এগোতে গিয়ে হ্যাঙ্গারে ঝোলানো কোটটায় হাত দিল মারুফ। শক্ত কিছু হাতে ঠেকবে আশা করছে সে।

মুখ থেকে কম্বল সরিয়ে লাফিয়ে উঠল রহিম বক্স।

'কি করছ তুমি?'

থেমে গেল মারুফের হাত।

'মনে হল কোথায় যেন শব্দ হল একটা।'

আঁতকে উঠলো রহিম বক্স। আঁকড়ে ধরলো দীপাকে। 'হায় হায়রে। গেছি আজ! আজই আমার শেষ! গেছিরে...'

'আহা, কি করছ?' ছাড়িয়ে নিল দীপা নিজেকে। মারুফের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল সে। ভয়ে কুঁকড়ে 'দ'-এর মত হয়ে গেছে রহিম বক্স। মাথা ঢুকিয়ে নিয়েছে কম্বলের নিচে। কুঁই কুঁই শব্দ করছে।

জানালায় দাঁড়িয়ে বাইরে তাকিয়ে রইল মারুফ। গলা পর্যন্ত কম্বল টেনে নিয়ে আয়েশ করে ঘুমাল দীপা।

বারো

বাড়ি থেকে বের হবার নাম করছে না রহিম বক্স। বাইরে কড়া রোদ। পর্দা তুলতে দিচ্ছে না সে। একশো পাওয়ারের বাতি জ্বলছে ঘরে।

বসে আছে মারুফও। সিগোরেট টানছে। চোখ দুটো লাল হয়ে আছে। সারারাত ঘুমাতে পারেনি এক ফোঁটা।

'এর কোন মানে হয় না, বক্স সাহেব,' বলল মারুফ। 'ওদেরকে পাল্টা জবাব না দিলে ওরা বেড়ে যাবে আরও। এ ভাবে দরজা জানালা বন্ধ করে পড়ে থাকার কোন মানে নেই। তাছাড়া অত ভয় কিসের আমি তো আছিই।'

জিভ দিয়ে শুকনো ঠোঁট ভিজাল রহিম বক্স।

'অসম্ভব! বাইরে বেরিয়ে জান খোয়াব নাকি? একবারই বের হব।'

'মানে?'

'আমার টাকা আছে, দেশে বাপ-দাদার জায়গা-জমি আছে, বাড়িঘর আছে। দীপা থাকবে, খোকা থাকবে। দরকার নেই চাটগাঁয় পচে মরার। আমি চলে যাব।'

'কাজটা কি ভাল হবে?'

'হবে, একশো বার হবে। এই আতঙ্কের মধ্যে আর কিছু দিন

থাকলে আমি এমনিতেই মরে যাব। না বাবা, আমি থাকতে পারব না। বাড়িটা বেচে দেব। বিহারীদের কাছ থেকে কিনেছি পানির দামে, যা পাব তাই লাভ আমার।'

ধোঁয়া ছাড়ছে মারুফ। আঁচ করবার চেষ্টা করছে রহিম বক্সের মতিগতি। ওষুধে ঠিকই কাজ হচ্ছে মনে হল।

'এক্ষুণি সব ব্যবস্থা করতে হবে। আপিসে টেলিফোনটা লাগাও। না থাক, আমিই দেখছি।' ডায়াল ঘোরাল সে।

'হ্যালো, ক্রিসটিনা?'

বারান্দায় এল মারুফ। একটু পরই এল দীপা।

'বুড়ো ঠিক করেছে পালাবে,' ফিস ফিস করে বলল দীপা।

'কিন্তু এর মধ্যে মুটকির থাকা চলবে না। বুড়োকে বোঝাও বাড়িটাড়ি বিক্রি তুমিই করবে। আর ফিরিঙ্গী যাতে এর মধ্যে না থাকে সে ব্যবস্থা আমি করছি।'

'কি করবে তুমি?'

'পিস্তলের ট্রিকটা কাজে লাগাব। যাও ওর কাছে গিয়ে বসো। এক্ষুণি আবার চেঁচামেচি শুরু হবে।'

মারুফের দু'কাঁধে হাত রাখল দীপা। চোখ দুটো চক চক করছে লোভে। 'একটা চুমু দাও।'

ঘেন্না হচ্ছে মারুফের মেয়েলোকটাকে। তবু ইচ্ছের বিরুদ্ধেও চুমো খেল ওর ঠোঁটে। হাত দুটো সরিয়ে দিল কাঁধ থেকে।

'যাও এবার।'

'মনে হচ্ছে, সহ্য করতে পারছ না আমাকে। তাড়াতে...' দীপার কথা শেষ হওয়ার আগেই চিৎকার ভেসে এল রহিম বক্সের। ডাকছে

ওকে।

'দীপা, দীপা!'

চলে গেল দীপা। শোনা হল না উত্তরটা।

দুপুরে ক্রিসটিনা এল। টাইট স্কার্ট পরেছে। হাঁটু পর্যন্ত উদাম শাল কাঠের গুঁড়ির মত ফর্সা মোটা পা দেখা যাচ্ছে। হাই হিল জুতো পায়ে, ঠোঁটে কড়া লিপস্টিক। বসের আহ্বানে আসতে পেরে উৎফুল্ল চিত্ত।

বারান্দায় দেখা হল মারুফের সঙ্গে।

'কেমন আছ, মিস?'

পাত্তা দিল না ক্রিসটিনা। ঢুকল রহিম বক্সের রুমে।

'দীপাকে ডাকো,' দরজাটা সামান্য একটু ফাঁক করে মারুফের উদ্দেশে বলল রহিম বক্স।

দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে দীপা। ইশারা করল মারুফ, 'ডাকছে।'

দীপার সঙ্গে ঘরে ঢুকল সে-ও।

খেঁকিয়ে উঠলো রহিম বক্স।

'এর মধ্যে তোমার না থাকলেও চলবে।

বেরিয়ে এল সে। দরজা বন্ধ করে মীটিং-এ বসল ওরা।

ঘরের মধ্যে কথোপকথন শোনা যাচ্ছে।

'কোথাকার কোন্ লোক রাস্তা থেকে ভয় দেখালো আর অমনি বাড়ি বিক্রি করে পালিয়ে যেতে হবে, আমি এ সবের কোন মানে দেখি না বলছে দীপা।

'কিন্তু তুমি আর মারুফ দুজনেই তো নিজের চোখে দেখলে...

'আসলে আমার মনে হয় ওই মারুফ লোকটা আপনাকে পাহারা দেয়ার জন্যে উপযুক্ত নয়। নতুন লোক খোঁজা দরকার।' ক্রিসটিনার গলা।

'আস্তে বলো,' বলল রহিম বক্স। 'শুনে ফেললে এক্ষুণি চাকরি ছেড়ে দিয়ে চলে যাবে আবার।'

'যারাই এসব করে থাকুক, আসলে ওরা আপনাকে ধোকা দেয়ার জন্যই এ সব করছে,' বলল ক্রিসটিনা। 'আপনাকে চট্টগ্রাম থেকে তাড়ানোটাই ওদের উদ্দেশ্য।

ঝট করে খুলে গেল দরজা। আড়ি পেতে শুনছিল মারুফ ওদের কথা। সোজা হয়ে গেল সে। বাইরে মুখ বের করল রহিম বক্স।

'তুমি কি করছ এখানে? গ্যারেজ থেকে গাড়িটা নিয়ে আসো। অর্থাৎ, ধারে পাশে থাকতে দিতে চায় না ওকে রহিম বক্স। কথাটা বলেই মুখটা টেনে নিল ভেতরে। বন্ধ হয়ে গেল দরজা।

রেগে গেল মারুফ। খেলটা তাহলে এখনই দেখাতে হয়। নেমে গেল সে লনে।

প্রস্তুতি নিচ্ছে গাড়ির কাছে দাঁড়িয়ে। দরজা খুলে গেল আবার। বাইরে এল দীপা। সামনের দিকে তাকিয়ে আস্তে করে দুহাত পেছনে নিয়ে বন্ধ করল দরজা।

নেমে এল সে-ও লনে। দ্রুত পায়ে চলে এল মারুফের কাছে।

'কি প্ল্যান করছ, মারুফ?'

'ট্রিকটা এক্ষুণি কাজে লাগাব।' ভাবছে সে, হারামি মেয়েটা সর্বক্ষণ চোখে চোখে রাখছে কেন ওকে? পায়ে পায়ে জড়াচ্ছে প্রতি পদক্ষেপে। যদি কষে একটা লাথি লাগানো যেত পাছায়...

'আমার কাছে কিন্তু ভাল ঠেকছে না প্ল্যানটা,' বলল দীপা।

'তোমার ভাল লাগা না লাগায় আমার কিছু এসে যায় না।'

'অন্তত ক্রিসটিনা ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা উচিত।'

'না, ওই মুটকিটাকেও আমি তক্তা বানিয়ে ছাড়ব। বড় বাড় বেড়েছে। ওকে ওই ঘরের মধ্যে বসিয়েই গুলি করব। হাগিয়ে ছেড়ে দেব একেবারে।'

'কিন্তু এরকম তো কথা ছিল না, মারুফ।

'চুপ, হারামজাদী!' ফসকে বেরিয়ে গেল মুখ থেকে গালিটা।

পলক না ফেলে দেখল দীপা মারুফকে। অবিশ্বাস জন্ম নিয়েছে ওদের মধ্যে। কিন্তু এই মুহূর্তে কিছুই করবার নেই ওর। এটা ঘুচাতে হলে আর একবার খোঁয়াড়ে নিয়ে গিয়ে সঙ্গ দিতে হবে মারুফকে। এখন সে উপায় নেই। কাজেই চলে গেল সে কোন কথা না বলে।

গ্যারেজ থেকে গাড়ি বের করে ইঞ্জিন চালু রেখেই নেমে গেল মারুফ। চলে এল আম গাছটার কাছে। গ্যাজেটে লাগিয়ে দিল পিস্তলটা। ম্যাগাজিনে ভরে দিল ছ'টা গুলি। চালু করে দিল গ্যাজেট। আধ মিনিট পর পর বেরিয়ে যাবে গুলি। শেষ না হওয়া পর্যন্ত চলতে থাকবে একের পর এক।

দৌড়ে চলে এল সে। ঘরের দরজায় এসে দাঁড়াবার আগেই ছুটল গুলি। এক ধাক্কায় দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলো সে।

'শুয়ে পড়ুন, সবাই মাটিতে শুয়ে পড়ুন!' চেঁচিয়ে উঠল সে।

রাম চিৎকার দিল ক্রিসটিনা সপ্তমে গলা চড়িয়ে।

বরফের মত জমে গেছে সবাই—নড়তে পারছে না। ছাদে এসে লাগল দ্বিতীয় গুলিটা। এক খাবলা আস্তর খসে পড়ল ঝুরঝুর করে।

নেমে গেছে পিস্তলের মুখ। সিলিং থেকে ঝুলানো ঝাড় লণ্ঠনে এসে লাগলো তৃতীয় গুলিটা। হুড়মুড় করে পড়ল ঝাড়টা বক্সের মাথার উপর। মেঝেময় কাঁচের টুকরো। চমকে উঠল মারুফ। এমন তো হওয়ার কথা ছিল না! লাথি মারল চেয়ারে। চেয়ারসহ হুড়মুড় করে পড়ল রহিম বক্স মেঝেতে। কপাল ঠুকে গেল। চিৎকার করছে তারস্বরে, 'বাবা গো!' রক্ত গড়িয়ে যাচ্ছে মেঝেতে।

গুলি হল আবার। টেবিলের উপর থেকে ছিটকে পড়ল ভাঙা চায়ের কাপ-তশতরি। চুরমার হয়ে গেল আলমারির একটা কাঁচ। রক্তাক্ত মুখে সরীসৃপের মত বুকে হেঁটে সরে যাচ্ছে রহিম বক্স ঘরের এক কোণে।

শাসালো দীপা, 'শুয়োর, করেছিস কি?' মারুফের দিকে বিষাক্ত দৃষ্টি ওর।

লাফিয়ে গেল মারুফ দীপার দিকে। এক হাতে চেপে ধরল ওর মুখ। কামড়ে দেয়ার চেষ্টা করছে দীপা, 'আমি আগেই বলেছি...'

'হারামজাদী, চুপ! খুন করে ফেলব কথা বললে!' চাপা গলায় বলল মারুফ।

আবার গুলি হল। মারুফের কানের পাশ দিয়ে চলে গেল বুলেট, ফ্রিজের গায়ে লেগে পিছলে চলে গেল আরেক দিকে। ল্যাঙ মেরে দীপাকে মেঝেতে ফেলে নিজেও ঝাঁপ দিয়ে পড়ল মারুফ তার পাশে।

ষষ্ঠ গুলিটা ঢুকলো জানালার চৌকাঠে—ভেতরে এলো না।

'বাবা গো, গেলাম গো!' গুঙিয়ে চলেছে রহিম বক্স। 'কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছি না! অন্ধ হয়ে গেছি আমি! ক্রিসটিনা! ক্রিসটিনা!'

টেবিলের তলা থেকে বেরিয়ে এলো ক্রিসটিনা। নিজের বিপদ ভুলে ছুটে গেল রহিম বক্সের কাছে। বসে পড়লো মেঝের উপর। রক্তাক্ত

মুখের দিকে চাওয়া যায় না—দেখে মনে হচ্ছে ছুরি দিয়ে কুচি কুচি করে কেটেছে কেউ বক্সের মুখটা। মাথাটা কোলে তুলে নিলো ক্রিসটিনা। চেঁচাচ্ছে তারস্বরে, 'হেলপ্, হেলপ্!'

বেরিয়ে গেল মারুফ দরজা খুলে। দৌড়ে চলে গেল আম গাছের কাছে। ঝটপট বন্ধ করে দিল গ্যাজেট। খুলে ফেলল কাঠ থেকে সেটা। একটা কাঠির সাহায্যে রুমাল দিয়ে পরিষ্কার করলো পিস্তলের নলটা। ঢুকিয়ে দিলো ম্যাগাজিনে ছয়টি তাজা বুলেট। পিস্তলটা পকেটে ফেলেই দৌড়ে গিয়ে বন্ধ করে দিল গাড়ির স্টার্ট। ফিরে এলো ঘরে।

'না নেই, পালিয়েছে,' ঘোষণা করলো মারুফ।

সংজ্ঞাহীন পড়ে আছে রহিম বক্স। মাথা আর সারা মুখের এখানে ওখানে কেটে গিয়ে রক্ত গড়াচ্ছে। ঠোঁটের কোণে ফেনা জমে গেছে। ছোট্ট রুমাল দিয়ে রক্ত মোছার চেষ্টা করছে ক্রিসটিনা।

দেয়ালে হেলান দিয়ে মেঝেতে বসে আছে দীপা। পা দুটো গুটানো। সাদা, রক্তশূন্য মুখ। ফুলে গেছে কপালের এক পাশ। জ্বল-জ্বল করছে চোখ।

মারুফ এগিয়ে গেল বক্সের দিকে। গায়ে হাত দিয়ে দেখল। নাড়ী টিপে বুঝলো মরেনি বুড়ো।

'ঘাবড়াবার কিছু নেই,' পেশাদার ডাক্তারের ভঙ্গিতে বললো সে কথাটা। ক্রিসটিনার কোল থেকে তুলে নিলো রহিম বক্সের অচেতন দেহটাকে। শুইয়ে দিলো বিছানায়। সঙ্গে সঙ্গে উঠে এলো ক্রিসটিনাও। রক্তাক্ত রুমাল হাতে। রুমাল দিয়ে চেপে চেপে রক্ত বন্ধ করতে চাইছে। ফোঁপাচ্ছে।

মারুফও রুমাল বের করলো।

'মারুফ সাহেব, আপনার ওই নোংরা রুমাল ব্যবহার করবেন না। ইনফেকশান হয়ে যাবে।'

কোটের বোতামগুলো খুলে দিলো মারুফ। হাত ঢোকালো শার্টের ভেতরু। বুকের ধুক ধুকটা ঠিকই চলছে।

'ওকে ধরবেন না কেউ,' আবার বললো ক্রিসটিনা।

ছুটে গেল মারুফ বাথরুমে। ফিরে এলো কিছুক্ষণের মধ্যেই। হাতে ব্যাণ্ডেজ, গরম পানি, ডেটল, তুলো।

কাঁদছে ক্রিসটিনা, দু'হাতে মুখ ঢেকে। এই প্রথম দেখলো মারুফ থেঁতলে গেছে দীপার আঙুলগুলোও। গুলির ভয়ে দাঁড়াতে পারছে না। হামাগুড়ি দিয়ে বিছানার কাছে এল সে। মাথা তুলে তাকালো বক্সের দিকে।

'সব ঠিক হয়ে যাবে,' বললো মারুফ। 'কোন চিন্তা করবেন না।'

হাত ধরে তুললো মারুফ দীপাকে। বসিয়ে দিল বিছানায়। শঙ্কিত সে যে-কোন মুহূর্তে দীপা ফাঁস করে দিতে পারে সব।

দীপা তাকিয়ে আছে মারুফের দিকে, ভীতি এবং ঘৃণা ওর দৃষ্টিতে। ঠোঁট দুটো শক্ত করে আটকানো, যেন জোর করে চেপে রেখেছে।

ডেটলে তুলো ভিজিয়ে রক্ত মুছে দিল মারুফ। দেখা গেল, অনেক জায়গায় কেটেছে ঠিকই, কিন্তু কোন ক্ষতই মারাত্মক নয়। কিছুক্ষণ পর চোখ খুললো রহিম বক্স ধীরে ধীরে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো ক্রিসটিনা।

'শত্রুকে সামাল দেয়ার নমুনা কি এই রকম, মারুফ আহমেদ?' কথাটা বলেই এদিক-ওদিক তাকালো রহিম বক্স। আমি ক্রিসটির সঙ্গে কথা বলবো, তোমরা দুজন বাইরে যাও।' আদেশ বক্সের কণ্ঠে।

মারুফের কাঁধে ভর দিয়েই বেরিয়ে গেল দীপা ঘর থেকে।

তেরো

অন্ধকার বাইরে। মনে হচ্ছে বৃষ্টি নামবে কিছুক্ষণের মধ্যে। মেঘলা আকাশ। গাড়ির গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মারুফ। হাতে হুইস্কির বোতল।

'কে?' অন্ধকারে নড়ে উঠলো ছায়াটা।

'খুব বাহাদুরীর কাজ করেছ একটা,' এগিয়ে এলো দীপা। 'গর্দভ, তোমাকে আগেই মানা করেছিলাম আমি। বুড়ো যদি মরে যেত?'

এত সহজে মরবে না বুড়ো। তবে পিলেটা যে চমকে গেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব টাকাটুকা নিয়ে ভাগবে এখন এখান থেকে।'

'আজ রাতের প্লেনেই চলে যাচ্ছে।'

'অ্যাঁ? কোথায়?'

'আপাতত ঢাকায়।'

একপা দু'পা করে এগিয়ে আসছে দীপা। অন্ধকারে অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে মুখটা। চুল ছড়িয়ে আছে মুখের দুপাশে। পেছনে রেখেছে হাত দুটো।

'ভালই হল, আমরাও তো এটাই চেয়েছিলাম।'

ক্রিসটিনা চলে যাওয়ার পরও কাজটা করা যেত। বুড়ি এয়ারপোর্টে টেলিফোন করে দিয়েছে, নাজমা ব্যবস্থা করে ফেলেছে টিকেটের।'

'তার মানে বক্স সাহেবকে খুন করার সুযোগটা তুমি আর পাচ্ছ না।'

'তোমার জন্যেই সব ভণ্ডুল হল।' আরেকটু কাছে এল দীপা। 'তুমি হারামজাদা,' ঝিক্ করে উঠল অস্পষ্ট আলোয় দীপার হাতের ছুরিটা। 'যদি পিস্তলটা না চালাতে তাহলে এত ঝামেলা লাগত না, তোকেই আগে শেষ করা উচিত।'

হাতটা উপরে উঠল দীপার। নেমে এল মারুফের বুক বরাবর। ধরে ফেললো মারুফ হাতটা। বাঁ হাত দিয়ে খামছে ধরলো দীপা মারুফের মুখ। নখ দিয়ে তুলে আনার চেষ্টা করছে মারুফের চোখ। মুচড়ে দিল মারুফ দীপার হাত। মাথাটা উবু হয়ে গেল। জোরে ঠুকে গেল গাড়ির সঙ্গে। পড়ে গেল ছুরিটা হাত থেকে। পা দিয়ে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল ওটা মারুফ।

সোজা করেই কষে চড় লাগালো মারুফ। ঠোঁটে ঠোঁট চেপে রাখলো দীপা। ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল মাটিতে। উঠে বসার আগেই চলে এল মারুফ ঘরে।

'দুঃখিত, বক্স সাহেব। আমি থাকতে এত কিছু হয়ে গেল,' শুয়ে আছে রহিম বক্স। ব্যাণ্ডেজ করা মুখ। চোখ দুটো দেখা যাচ্ছে না। ছাদের দিকে তাকিয়ে আছে সে।

'পিস্তলটা।' উপরের দিকে তাকিয়েই হাতটা বাড়ালো রহিম বক্স।

দেড় ঘন্টা আগেই প্রস্তুত ছিল মারুফ। বের করে আনলো পকেট থেকে পিস্তলটা। ছিনিয়ে নিলো রহিম বক্স ওটা। গন্ধ শুঁকলো ব্যারেলের। ম্যাগাজিন খুলে ছটি গুলিই বের করলো।

তাকালো মারুফের দিকে।

'পিস্তলটা তুমি মোটেই কাজে লাগাওনি। এটা তোমার কাছে থাকার কোন মানে হয় না।' বালিশের তলায় ঠেলে দিল সেটা।

'দুঃখিত, বক্স সাহেব, আমি যাওয়ার আগেই তো পালিয়ে গেল ওরা।'

'তোমার মত নির্বোধ বডিগার্ড পোষারও কোন মানে হয় না। তুমি এবার বিদায় হতে পারো। পারিশ্রমিক কিছু চাও তো দিয়ে দিতে পারি।' থেমে থেমে জোর দিয়ে বললো রহিম বক্স।

'আমি লজ্জিত।'

কিছু বলল না বক্স।

সিগারেট বের করলো মারুফ। এত সহজে নার্ভাস হলে চলবে না। দিল সে রহিম বক্সকে। মুখে তুলতে পারছে না সে। ব্যাণ্ডেজটা একটু ঠেলে জায়গা করে নিল। দেশলাই জ্বেলে আগুন ধরিয়ে দিল মারুফ।

'এত কিছুর পর আপনি নিশ্চয় আর থাকছেন না।

'হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছ। ক্রিসটিনা সব ঠিক করে দিয়েছে, আজ রাতেই চলে যাব আমি।'

'এই শরীর নিয়েই।'

'আর দেরি করলে এই শরীরটাও শেষ হয়ে যাবে।

'পথে তো বিপদ-টিপদ হতে পারে। আমি কি আপনাকে এয়ারপোর্ট পর্যন্ত পৌঁছে দেব?'

হিসেব করছে মারুফ। টাকা এবং ডায়মণ্ড রহিম বক্সের কোটেই থাকবে। প্লেনে ওঠার আগেই সেটা কেড়ে নিতে হবে, যেমন করে হোক।

'না। তোমার না গেলেও চলবে। দীপা ড্রাইভ করবে।'

'বলা তো যায় না। ওরা যদি লাস্ট অ্যাটেম্পট নেয়?'

'ঠিক আছে, তুমি পেছনের সীটে বসবে। পিস্তলটা থাকবে আমার কাছেই।'

দোতলায় উঠছে রহিম বক্স, মারুফের কাঁধে ভর দিয়ে। আরেক হাত রেখেছে দীপার কাঁধে। ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলে কিছু করার নেই বক্সের, ভাবছে মারুফ। বাদ দিল সে ভাবনাটা।

এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলে দিল দীপা। ঢুকলো মারুফ বক্সকে নিয়ে। ধপ করে বসে পড়লো রহিম বক্স। ককিয়ে উঠল ব্যথায়।

টেলিফোন বেজে উঠল নিচ তলায়। 'আমি দেখছি,' বলে নেমে গেল মারুফ।

বেজেই চলেছে টেলিফোন। ক্রিং ক্রিং।

রিসিভারটা তুলল সে।

'হ্যালো?'

'নাজমা বলছি।'

চিনতে পারলো মারুফ রিসেপশনিস্টের গলা। তবুও বললো, 'কোন্ নাজমা?'

'এয়ারপোর্ট থেকে বলছি।'

'ও, মিস নাজমা। কি খবর বলুন?'

'বক্স সাহেবকে একটু দেবেন টেলিফোনটা?'

'উনি ব্যস্ত আছেন। কিছু বলার থাকলে আমাকে বলুন।'

'প্লেনটা কক্সবাজার থেকে আসতে একটু লেট হবে। বক্স সাহেব তো এয়ারপোর্টে বসে থাকতে পারবেন না, তাই বলছিলাম...'

'একটু দেরি করেই যেন আসেন, এই তো?'

'হ্যাঁ, আধ ঘন্টা পরেই যেন আসেন।'

'ঠিক আছে, বলছি।' রেখে দিল মারুফ টেলিফোন।

সময়ের এই হেরফেরটাকে কোন কাজে লাগানো যায় কিনা ভাবছে সে। বাড়ি থেকে বের করতে না পারলে রহিম বক্সকে ধরা যাবে না। আত্মমগ্ন হল সে। চোখ বুজে আধ মিনিটে গুছিয়ে নিল প্ল্যানটা।

দোতলায় উঠে এল মারুফ। চৌকাঠে পা দিয়েই দু'পা পিছিয়ে এল সে। আণ্ডারওয়্যার পরে দাঁড়িয়ে আছে রহিম বক্স। ছোটখাট মানুষটা। খালি গা। স্পষ্ট হয়ে আছে বুকের প্রতিটা হাড়। উঁচু দেখাচ্ছে অ্যাডামস অ্যাপল। নাকটা অস্বাভাবিক লম্বা। ব্যাণ্ডেজের জন্যে দেখা যাচ্ছে না চোখগুলো।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরালো মারুফ। ঘর থেকে দীপা এসে দাঁড়ালো পাশে।

'কার ফোন?

সংবিৎ ফিরে পেল মারুফ।

'মিস নাজমার। বললো প্লেন আধ ঘন্টা আগেই ছাড়বে। তোমাদেরকে এক্ষুণি রওয়ানা হতে বললো।

সন্দেহে কুঁচকে গেল দীপার ভুরু। মারুফের চোখ থেকে চোখ না সরিয়েই বললো, 'এক্ষুণি যেতে বলেছে?

'হ্যাঁ।' কথা না বাড়িয়ে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেল মারুফ।

মুচকি হাসলো দীপা।

দশ মিনিটের মধ্যেই দুজনকে দেখা গেল দোতলার বারান্দায়। দীপার হাতে মাঝারী ধরনের সুটকেস। ব্রিফকেসটা রহিম বক্সের হাতে। মাথায় সাদা ক্যাপ, পরনে কালো টেডি প্যান্ট, পায়ে হাঁটু অবদি উঁচু রেইন বুট। গায়ে লম্বা ওভারকোট। সারা মুখে ব্যাণ্ডেজ। কুঁজো হয়ে এক হাত দীপার কাঁধে দিয়ে অন্য হাতে ব্যাগটা বুকে চেপে ধীরে ধীরে নামছে রহিম বক্স। চাপা গলায় কথা বলছে দীপা।

'তুমি বুঝতে পারছো না, লক্ষ্মী...' কিছু বোঝাবার চেষ্টা করছে সে।

'আমি ওসব বোঝাবুঝিতে নেই। সোজা কথা আমার, তুমি আমার সঙ্গেই ঢাকা যাবে। ব্যস।' রহিম বক্স অটল।

এতটা অবুঝ হচ্ছ কেন? এ অবস্থায় নড়াচড়া করতে নেই, জানো না? খোকার কষ্ট হবে।' সারা মুখে লজ্জার রঙ ছড়িয়ে বলল দীপা।

'ও হ্যাঁ, তাই তো!' ব্যাণ্ডেজের ভেতর আঙুল ঢুকিয়ে গাল চুলকাবার চেষ্টা করলো বক্স সাহেব।

'তাছাড়া বাড়িটাও তো এ ভাবে ফেলে যাওয়া যায় না। জিনিসপত্র বিক্রিটিক্রি করে এক সপ্তাহের মধ্যেই চলে আসছি আমি।'

সিঁড়ির মাঝামাঝি ল্যাণ্ডিং-এ নেমেই দেখল ওরা মারুফ দাঁড়িয়ে আছে ওদের দিকে তাকিয়ে।

দীপা এগিয়ে এল সামনে। হাতে রহিম বক্সের পিস্তল।

'আপনার হাতে পিস্তল?' বললো মারুফ।

'হ্যাঁ। আমি ব্যাণ্ডেজের জন্য চোখে ভাল দেখতে পাচ্ছি না। ওটা দীপার কাছেই থাক। তুমি গাড়ি চালাবে।' বুঝিয়ে দিল রহিম বক্স।

টের পেল মারুফ পরিকল্পনাটা দীপারই। চোখের আড়াল হতে দিচ্ছে না সে মারুফকে।

গাড়িতে উঠলো সবাই। সামনের সীটে বক্স সাহেব। পেছনের সীটে দীপা। পিস্তলটা তাক করে রেখেছে মারুফের পিঠের দিকে। শির শির করে উঠলো ওর মেরুদণ্ড। অস্বস্তিকর অবস্থাটা কাটাবার জন্যেই স্পীড বাড়ালো মারুফ। দ্রুত পৌঁছতে হবে এয়ারপোর্টে।

'মিথ্যুক!' গর্জে উঠলো দীপা।

থতমত খেল নাজমা।

'আমি তো টেলিফোনে জানিয়ে দিয়েছিলাম,' বললো নাজমা।

'আপনার কথা বলছি না, ও মিথ্যে কথা বলেছে।' বুড়ো আঙুল দিয়ে মারুফকে দেখালো দীপা।

জানতো মারুফ এরকমই হবে। নির্দিষ্ট সময়ের আগেই ওদের নিয়ে আসার জন্যে কৈফিয়ত দিতে হবে।

খেপে গেল সে।

'দেখুন, বক্স সাহেব, এভাবে একজন মহিলার সামনে আপনার স্ত্রী আমাকে যা-তা বলবেন, এটা অসহ্য। আমি চললাম।'

'হ্যাঁ, তাই যাও,' বললো রহিম বক্স, 'তোমার মত খড়িবাজ লোক না থাকলেও আমাদের চলবে।'

'হ্যাঁ, এখন তো তাই বলবেন! আমি না থাকলে খুন হয়ে যেতেন সেদিন—সেটাই ভাল হতো!'

'ঢের হয়েছে,' দীপার দিকে ফিরল রহিম বক্স। 'জানো? আমার এখন মনে হচ্ছে, ওই ভয়ঙ্কর কাণ্ডটার হোতা আসলে এই রাস্কেলটাই।'

'শাট আপ!' চেঁচিয়ে উঠল মারুফ। 'মুখ সামলে কথা বলবেন, বক্স সাহেব! আপনি...'

'আহা, আপনারা করছেন কি?' ব্যস্ত হল নাজমা।

'মারুফ সাহেব,' ঠাণ্ডা গলায় বললো দীপা, 'এটা দেখেছেন?' পিস্তলটার দিকে ইশারা করলো সে, 'আপনি এবার আসুন।'

ভড়কে গেল মারুফ। অন্তত ভাবভঙ্গিতে তাই প্রকাশ পেল।

'সুযোগ পেয়ে খুব এক হাত দেখালেন যা হোক আপনারা। আচ্ছা চলি, দেখা হবে আবার।'

'আর যেন সে সৌভাগ্য তোমার না হয়,' বললো রহিম বক্স।

চলে এল মারুফ টারমিনালের বাইরে। এই রকম একটা ঘটনাই চেয়েছিল সে। দাঁড়ালো সে অন্ধকার একটা জায়গা বেছে নিয়ে।

গাড়ি থেকে নামল না রহিম বক্স। নাজমা ছুটে গেল লাউঞ্জে। ফিরে এল কাগজপত্র নিয়ে। তুলে দিল বক্সের হাতে। ড্রাইভিং সীটে বসল দীপা।

আঙুল তুলে কয়েকশো গজ দুরে একটা জায়গা দেখিয়ে দিল নাজমা।

স্টার্ট দিল দীপা। আস্তে আস্তে এগিয়ে যাচ্ছে গাড়ি রানওয়ের দিকে। অন্ধকার থেকে বের হল মারুফ। হাঁটছে সে।

যেখানে প্লেন এসে দাঁড়ায় তার থেকে পঞ্চাশ গজ দূরে একটা হ্যাঙ্গারের কাছাকাছি থামালো দীপা গাড়ি। অপেক্ষা করছে।

সার্চ লাইটের আলো ঘুরে ঘুরে এসে পড়ছে রানওয়েতে। আলোটা সরে যেতেই দৌড় দিল মারুফ। দাঁড়ালো এসে হ্যাঙ্গারের অন্ধকার

হলো না, রত্না!

ছায়ায়। তাকালো সে ভেতরে। প্লেন নেই। ফাঁকা হ্যাঙ্গার। পাহারার ব্যবস্থাও নেই কোন। নিশ্চিন্ত হয়ে সিগারেট ধরাতে গিয়েও প্যাকেটে ঢুকিয়ে ফেলল সে ওটা। আগুন জ্বাললেই কন্ট্রোল টাওয়ারে বসা লোকগুলোর নজর পড়বে এইদিকে।

প্লেন এসে নামলো। কক্সবাজার থেকে আগত কয়েকজন যাত্রী নেমে এল সিঁড়ি বেয়ে। ঢাকাগামী যাত্রীর লাইন রওনা হয়েছে প্লেনের দিকে। আলোকিত রানওয়েতে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে ওদের।

গাড়ি থেকে নামল রহিম বক্স। ব্রিফকেসটা চেপে ধরল বুকের কাছে। এগিয়ে যাচ্ছে সে প্লেনের দিকে। হ্যাঙ্গারটা পার হয়েই যেতে হবে ওকে। এলাকাটা অন্ধকার থাকায় নিরাপদ বোধ করছে মারুফ। কয়েক পা এগিয়েই থেমে গেল রহিম বক্স। ফিরে গেল গাড়ির কাছে। কিছু বললো দীপাকে। হাঁটতে শুরু করলো আবার।

গাড়ি থেকে নামলো দীপা। নড়বড়ে বনেটে হেলান দিয়ে দেখছে সে বক্সকে। হাতে নাড়াচাড়া করছে পিস্তলটা।

ছায়ার মধ্যে এল রহিম বক্স। আবছা দেখা যাচ্ছে ওকে। পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল মারুফ। দু'গজ দূরে এখন সে। হঠাৎ দাঁড়ালো বক্স। দেখছে এপাশ-ওপাশ। ব্যাণ্ডেজের জন্যে চেনার উপায় নেই তাকে।

নিঃশব্দে এগিয়ে এল মারুফ। ফোঁশ করে নিঃশ্বাস ফেললো রহিম বক্সের ঘাড়ে। চমকে ফিরলো সে। মুখ খুললো চিৎকার করার জন্যে। কিন্তু তার আগেই দু'হাতে টিপে ধরলো মারুফ ওর গলাটা। হাঁসফাঁস করছে রহিম বক্স। ছুটবার চেষ্টা করছে। ছেড়ে দিয়েছে ব্যাগটা। দু'হাতে চেপে ধরেছে মারুফের হাতের কব্জি, সরাবার চেষ্টা করছে

হাত দুটো গলা থেকে। নখ বসে গেছে মারুফের কব্জিতে। কিন্তু ঢিল হল না। আরেকটু জোরে চাপ দিল মারুফ। অজ্ঞান করতে পারলেই হল, পালিয়ে যাবে সে কোটটা নিয়ে। ওতে যা পাওয়া যাবে তাতে সারা জীবন সুখে কেটে যাবে ওর।

চাপ বাড়ছে ধীরে ধীরে। কোটর ছেড়ে বেরিয়ে আসছে রহিম বক্সের চোখ। লম্বা হয়ে বেরিয়ে আসছে জিভ। চোখে খামচি দেয়ার চেষ্টা করলো। প্রচণ্ড জোরে একটা ঝাঁকুনি দিল ওকে মারুফ। মট্ করে বেয়াড়া রকমের শব্দ হতেই হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল বুড়োর সমস্ত ছটফটানি। গা এলিয়ে দিল রহিম বক্স। পড়ে গেল মাটিতে অচেতন দেহটা। সোজা হয়ে দাঁড়ালো মারুফ। কোটটা খুলতে হবে ঝটপট।

'চমৎকার!' চমকে পিছনে তাকাল মারুফ। 'ওয়েল ডান, মারুফ আহমেদ।'

তিন হাত দূরে দাঁড়িয়ে আছে দীপা আবদুল্লাহ। হাতে পিস্তল। মাথা ঝোঁকালো সে সামান্য। দু'পা এগিয়ে এসে বসে পড়লো। রহিম বক্সের শরীরটা নেড়েচেড়ে দেখে উঠে দাঁড়ালো দীপা। ফিরলো মারুফের দিকে।

'মরে গেছে লোকটা।'

ধড়াশ করে লাফিয়ে উঠল মারুফের কলজেটা। বলে কি! চট্ করে বসে নাড়ি পরীক্ষা করল। সত্যিই! মরে গেছে! নেই পালস বিট। বোঁ করে ঘুরে গেল মাথাটা। পরিষ্কার বুঝতে পারলো, আটকা পড়েছে ফাঁদে। বের হবার কোন উপায় নেই। পুলিস খোঁজ করবে আততায়ীকে, নাজমার কাছে জানতে পারবে ঝগড়ার কথা...ধরা পড়তেই হবে ওকে। এক নিমেষে বহুদূর সরে চলে গেল রত্নাকে

পাওয়ার স্বপ্ন—ধরা ছোঁয়ার অনেক, অনেক বাইরে। কাঁপছে মারুফ। স্থির রাখতে পারছে না নিজেকে। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালো।

'হুইস্কি,' ফ্লাস্ক এগিয়ে দিল দীপা। লুফে নিল মারুফ। ঢক ঢক করে গিললো কয়েক ঢোক।

'এখনও সময় আছে দশ মিনিট। আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারি।'

বুঝতে পারছে না মারুফ কিভাবে কি সাহায্য করবে ও।

'লাশটা গুম করে ফেলতে হবে।'

সচেতন হল মারুফ। ঠাণ্ডা মাথায় কাজ করতে হবে এখন। ঠিকই বলেছে দীপা—প্রথম কাজ এটাই।

'ওকে খুন করতে চাইনি, দীপা।'

'বাজে কথা বলে লাভ নেই এখন। যা হবার হয়ে গেছে। এবং যা হয়েছে ভালই হয়েছে। লাশটা সরাও।'

'কিন্তু বক্স সাহেব প্লেন ফেল করলেই খোঁজ পড়বে…

'পড়বে না।'

'টিকেট কাটা হয়ে গেছে…'

'আমি যাচ্ছি ওর বদলে। ঝটপট ওভারকোটটা খুলে ফেল। গাড়ি নিয়ে আসছি আমি।'

দ্রুত পায়ে চলে গেল দীপা।

বসে পড়লো মারুফ। শিশির ভেজা ঘাসে পড়ে আছে রহিম বক্সের লাশ। খুলে ফেললো মারুফ বোতামগুলো। উল্টে দিল শরীরটা। টান দিয়ে খুললো ওভারকোট।

হাতে নিয়েই থমকে গেল মারুফ। এই সেই কোট, যেটাতে

লুকানো আছে টাকা আর হীরা। এই সেই কোট যা দিয়ে রত্নার জন্যে সুখ কিনতে চেয়েছিল ও।

'ওটা আমার হাতে দাও।' কোটটা ছিনিয়ে নিল দীপা। গাড়ি নিয়ে ফিরে এসেছে সে। 'ব্যাণ্ডেজটা খোলো।' কথাটা বলে নিজেই বসে পড়লো দীপা। পটপট করে টান দিয়ে খুলছে রহিম বক্সের মুখের ব্যাণ্ডেজ। ঠোঁটের কাছে আটকে গেল ওটা। হ্যাঁচকা টান দিয়ে ছাড়িয়ে নিল সে। রক্তমাখা পুরো ব্যাণ্ডেজটাই এখন ওর হাতে। পেঁচিয়ে বাঁধতে শুরু করলো নিজের মুখে। বিকৃত হল না চেহারাটা বিন্দুমাত্র। পা দিয়ে ঠেলে চিত করলো লাশটা ব্যাণ্ডেজ বাঁধতে বাঁধতেই।

'পেছনের দিকটায় গিঠ দিয়ে দাও।' ঘুরে গেল দীপা। হাত কাঁপছে মারুফের।

'আহা, জলদি করো!'

বাঁধা হয়ে যেতেই ত্রস্ত হাতে খুলে ফেললো রহিম বক্সের ট্রাউজারটা। শার্ট আর জাঙ্গিয়া ছাড়া কিছুই নেই লোকটার অপুষ্ট শরীরে। অসহায় ভঙ্গিতে শুয়ে আছে চিত হয়ে। প্যান্ট আর ওভারকোট হাতে নিয়ে হ্যাঙ্গারের ভেতর দিকে সরে গেল দীপা কয়েক পা। কয়েক টানে খুলে ফেললো শাড়ি, পেটিকোট।

মড়ার দিকে ফিরলো মারুফ। রহিম বক্সের নিষ্পলক ঠাণ্ডা অভিব্যক্তিহীন চোখ দুটো চেয়ে আছে আকাশের দিকে।

দু'মিনিটের মধ্যে পাশে এসে দাঁড়ালো দীপা। পরনে ট্রাউজারস। মুখে ব্যাণ্ডেজ। গায়ে ওভারকোট। টুপির নিচে ঢুকিয়ে দিয়েছে লম্বা চুল। ঠিক যেন রহিম বক্স দাঁড়িয়ে আছে মারুফের পাশে। কোন কথা বললো না দীপা। দু'হাত দিয়ে টেনে খুলে ফেললো রহিম বক্সের

জুতো। পরে ফেললো ঝটপট। তারপর কষে একটা লাথি মারলো সে মড়ার মুখে।

তাকালো মারুফ প্লেনের দিকে। প্যাসেঞ্জাররা প্রায় সবাই ঢুকে গেছে প্লেনের ভিতর। দুজন ভিন-দেশী টুরিস্ট, আর তিনটে বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে একটা দেশী পরিবার উঠছে এখন।

'হাবার মত চেয়ে না থেকে লাশটার একটা ব্যবস্থা করো,' ধমক দিল দীপা।

টেনে আনলো মারুফ লাশটাকে গাড়ির বনেটের কাছে। দীপা খুলে দিল ওটা। ভারি হয়ে গেছে মড়া। পাঁজাকোলা করে তুললো সে শরীরটা। ঠেলে দিল ভেতরে। পা দুটো বেরিয়ে থাকায় লাগছে না বনেট। চেপে ঢুকিয়ে দিল মারুফ। শীতল মড়া নাড়াচাড়া করায় গা কাঁপতে শুরু করলো মারুফের। শাড়ি পেটিকোট ঝটপট রহিম বক্সের ব্যাগে পুরে তৈরি হয়ে গেল দীপা।

'লাশটা বাড়ি নিয়ে কুঁয়োতে ফেলে দাও।

'ক্রিসটিনাকে বোঝাব কি করে?'

'ওই মাগী আসবে না এয়ারপোর্টে, বক্স আগেই নিষেধ করে রেখেছে। ডোন্ট বি নার্ভাস। লাশটা গুম করে ফেললেই সব ঠিক হয়ে যাবে। আচ্ছা চলি।

এগিয়ে গেল রহিম বক্স, ওরফে দীপা। হাওয়ায় দুলছে ওভারকোট। অবিকল রহিম বক্সের মত হাঁটছে অভিনেত্রী দীপা আবদুল্লাহ। কয়েক কদম সামনে গিয়েই থেমে গেল সে। ফিরে এল মারুফের কাছে।

'চুমু দাও একটা।' আদেশ।

গা রী রী করে উঠল মারুফের রক্তমাখা ব্যাণ্ডেজের উপর চুমো খেতে।

এগিয়ে গেল দীপা। সিঁড়িতে এখন সে। তাকালো না পেছনে একবারও। অবলীলায় উঠে গেল প্লেনে। ওভারকোটওয়ালা বুড়োকে এয়ার হোস্টেস ভাল করেই চেনে।

প্লেনের দরজা বন্ধ হওয়ার আগেই গাড়িতে চাপল মারুফ। নেমে গেল সে সঙ্গে সঙ্গে।

খোলা রানওয়ে দিয়ে একটা নারী মূর্তী দ্রুত পায়ে এগিয়ে যাচ্ছে প্লেনের দিকে।

'সর্বনাশ!' আঁতকে উঠলো মারুফ। যেমন করে হোক থামাতে হবে ক্রিসটিনাকে। দৌড়ে গেল সে।

'কি ব্যাপার, তুমি এখানে?' পথ আগলে দাঁড়ালো মারুফ।

'পথ ছাড়ুন।'

'ব্যস্ত হচ্ছ কেন?'

'প্লেন ছেড়ে দেবে এক্ষুণি।'

'বক্স সাহেব তো উঠে গেছেন।' ইঞ্জিনের আওয়াজ হল।

'যেতেই হবে আমাকে। এই খামটা পৌছাতে হবে ওঁর কাছে।'

'মাথা খারাপ!'

প্রপেলার ঘুরতে শুরু করলো প্লেনের। সিঁড়িটা সরিয়ে ফেলা হয়নি এখনও।

'আমার হাতে দাও। দেখি কিছু করা যায় কিনা।' ক্রিসটিনা জবাব দেবার আগেই ছোঁ মেরে খামটা নিল মারুফ। দৌড় দিল প্লেনের দিকে। তর তর করে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেল মারুফ।

দরজার মুখে এয়ার হোস্টেসকে প্রশ্ন করলো, 'চরণকৃষ্ণ কর্ণট নামে কোন প্যাসেঞ্জার কি এই প্লেনে ঢাকায় যাচ্ছেন?'

নামটা শুনেই ঘাবড়ে গেল হোস্টেস।

'জ্বী না, ও নামে তো কোন প্যাসেঞ্জার...'

'ঠিক আছে। সরি ফর দ্য ইন্টারাপশন।'

পকেটে ঢুকিয়ে ফেললো মারুফ লম্বা ভারি খামটা।

চলে এল সে ক্রিসটিনার কাছে।

ইতিমধ্যে চলতে শুরু করেছে প্লেন।

'দিয়ে দিয়েছি,' বললো মারুফ। হাঁপাচ্ছে।

খুশি হল ক্রিসটিনা।

'শহরে যাবে তো? চলো তোমাকে পৌঁছে দিই। উঠে পড়ো গাড়িতে।

আশা করেছিল, রাজি হবে না; কিন্তু বিনা প্রতিবাদে ক্রিসটিনাকে গাড়ির দিকে এগোতে দেখে ব্যাজার হয়ে গেল মারুফ।

গাড়ির দরজা খুলেই ভ্যানিটি ব্যাগটা দেখল ক্রিসটিনা। ভুরু জোড়া একবার কুঁচকে উঠেই সোজা হয়ে গেল। বললো না কিছু।

ড্রাইভিং সীটে বসলো মারুফ।

স্টেডিয়াম পর্যন্ত কোন কথাবার্তা হল না দুজনের মধ্যে।

'থামুন। এখানেই নামব আমি।'

থামলো গাড়ি সার্কিট হাউজের সামনে।

'থ্যাঙ্কিউ,' বললো ক্রিসটিনা। নামতে নামতে ঠাণ্ডা গলায় বললো, 'মিসেস আজকাল গাড়িতেই তার ভ্যানিটি ব্যাগ রাখেন নাকি?'

চমকে পেছনে তাকালো মারুফ। দীপার ব্যাগটা পড়ে আছে

সীটে। তাকালো সে ক্রিসটিনার দিকে।

দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিল ক্রিসটিনা। নেমে গেছে সে।

চোদ্দ

ফিরিঙ্গী বাজারের দোকানপাট বন্ধ হয়ে গেছে সব। ঝাঁপি ফেলে শোবার আয়োজন করছে ফার্নিচার শপের মিস্ত্রীরা। পুরো রাস্তাটাই নির্জন। আলো নেই এলাকাটায়।

ভূতুড়ে বাড়ির মত দাঁড়িয়ে আছে দোতলাটা। গাড়িটাকে থামালো মারুফ আম গাছের নিচে। নামলো সে গাড়ি থেকে। বক্সের উলঙ্গ লাশটা বের করার শক্তি পাচ্ছে না সে। বনেট খোলার সাহস নেই।

মাতাল না হয়ে কাজটা করা যাবে না। নিজের ঘরে এসে মোমবাতি জ্বেলে দেরাজ থেকে বের করলো হুইস্কির বোতল। গ্লাসে ঢেলে ঢক-ঢক করে গিলে ফেললো অনেকখানি।

না, সাহস পাচ্ছে না এখনও। ঘামছে সে শীতের মধ্যেও। অন্য কিছুতে মনোযোগ দেবার কথা ভাবছে সে।

প্যান্টের পকেট থেকে খামটা বের করলো সে। খুলে ফেললো সীল করা প্যাকেটটা। বাচ্চাদের পেইন্টিং বক্স একটা। চাপ দিতেই খুলে গেল সেটা।

হলো না. রত্না!

পেন্সিল কাটার ছুরি রয়েছে একটা। কাঠের হ্যাণ্ডেল। গোড়ার দিকটা চামড়ায় মোড়া। চক চক করছে ছুরির আড়াই ইঞ্চি ফলা। প্যাকেটে হাত দিল মারুফ। ক'টা ফিল্ম নেগেটিভ এবং পুরানো পেপার কাটিং বের হল একটা।

ছোট্ট একটা খবর—উদীয়মান অভিনেতা মর্তুজা গোলাপ নিখোঁজ।

ঘটনাটা কয়েক বছর আগের। শেষ পর্যন্ত হদিস পাওয়া যায়নি দীপা আবদুল্লাহর এই প্রেমিকটির। সিনেমা পত্রিকায় খবরটা নিয়ে বেশ অনেক দিন হৈ-চৈ হয়েছিল। কোন ফল হয়নি।

নেগেটিভগুলো এক এক করে চোখের সামনে তুলে ধরছে মারুফ। দীপা আবদুল্লার অসামাজিক কার্যকলাপের প্রামাণ্য আলোকচিত্র। নানান বয়েসী উলঙ্গ পুরুষের সঙ্গে নগ্ন দীপার ঘনিষ্ঠতার কদর্য ছবি। চমকে দিল একটা ছবির নেগেটিভ। চোখের সামনে ভাল করে মেলে ধরল মারুফ। নিচে সাদা একটা কাগজ ধরতেই স্পষ্ট হয়ে উঠল ছবিটা। অনেক উঁচু একটা পাহাড়ের উপর দু'হাত আকাশে তুলে সামনের দিকে ঝুঁকে আছে লোকটা। ধাক্কা দিচ্ছে এলোকেশী কেউ একজন পেছনে থেকে। ছবিটা যেই তুলে থাকুক না কেন, সময়জ্ঞান তার নিখুঁত। ব্ল্যাকমেইলের জন্যে এরচেয়ে ভাল ছবি আর হতে পারে না।

চট করে মনে পড়ে গেল কথাটা—'দীপা, হয় রাজি হও, না হয় মরো। চিন্তুক।' চিঠিটা লিখেছিল রহিম বক্স।

সব মিলে গেল ঠিক ঠিক, একেবারে খাঁজে খাঁজে।

ঘর ছাড়া করেছিল দীপাকে মর্তুজা গোলাপ। প্রতিশ্রুতি ছিল নায়িকা বানাবে ওকে ফিল্মের। নগ্ন ছবি বিক্রি করে পয়সা কামায়

মর্তুজা গোলাপ। দীপার আশা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। নেগেটিভ ফিরে চায় দীপা। দেয়নি মর্তুজা। বান্দরবন থেকে আঠারো মাইল দূরে চিম্বুক পাহাড়ে ফিল্মের শূটিং-এ নিয়ে যায় ওদেরকে প্রযোজক রহিম বক্স। সুযোগটা পেয়ে যায় দীপা। হাজার ফুট নিচের খাদে ঠেলে ফেলে দেয় মর্তুজাকে। ছবিটা তুলে নেয় রহিম বক্স। তারপরই আসে সহজ সরল প্রস্তাবঃ 'হয় রাজি হও, না হয় মরো।' ধরা দেয় দীপা। কিন্তু আজও ফিরে পায়নি সে ওই নেগেটিভগুলো।

মাথায় হাত দিয়ে বসে রইল মারুফ অনেকক্ষণ।

টেলিফোন বেজে উঠল ঝন ঝন।

তুললো মারুফ রিসিভারটা।

'দীপা বলছি। ঢাকায় পৌঁছে গেছি। ভোরের প্লেনেই চলে আসব। এয়ারপোর্টে আসতে হবে না।'

লাশটার কথা মনে পড়ে গেল মারুফের।

'রহিম বক্স কি ঘুমিয়েছেন?' জিজ্ঞেস করলো দীপা।

ইঙ্গিত বুঝলো মারুফ।

'না, ঘুমাননি।'

'এতক্ষণ পর্যন্ত জেগে আছেন কেন? ঘুমের ওষুধটা খাননি?'

'এক্ষুণি খাবেন।

রেখে দিল মারুফ টেলিফোনটা। দীপা যা কিছু করছে, নিজেকে বাঁচাবার জন্যেই করছে। নিজেকে বাঁচাবার জন্যে ও করতে পারে না এমন কাজ নেই।

বাইরে এল মারুফ। অন্ধকার। মেঘমুক্ত আকাশে তারা জ্বলছে। উত্তরের ঠাণ্ডা হাওয়া। গাড়ির কাছে এল সে।

খুলে ফেললো বনেট। ঝটপট কাজ সারতে হবে। বিন্দুমাত্র ইমোশনাল হওয়া চলবে না।

টানলো মারুফ লাশটা। নড়ছে না সেটা। আটকে গেছে মাথাটা স্পেয়ার হুইলের সঙ্গে। ঝুঁকে পড়ল মারুফ। ঠোঁটটা লেগে গেল রহিম বক্সের গালের সঙ্গে। সাঁৎ করে সরে এল মারুফ। ধুপ-ধুপ করছে বুক। লম্বা দম নিল সে। হ্যাঁচকা টান দিল। ধপ করে ঘাসের উপর পড়লো লাশ। পা দুটো ধরে টেনে নিয়ে এল মারুফ কুয়োর ধারে। শুকনো নিমের পাতাগুলো মড় মড় করছে।

উঁ, উঁ। কুকুর ডেকে উঠল দূরে কোথাও। রাতের নিস্তব্ধতা ভেঙে ভেসে এল কান্নার শব্দ। গা ঝাড়া দিল মারুফ। এখন পিছিয়ে যাবার পথ নেই।

খোঁয়াড় থেকে দড়ি আর পাথর জোগাড় করলো সে। মড়ার বুক, কোমর আর পা দুটো বাঁধলো শক্ত করে। দড়ির অন্য মাথাটা বাঁধলো পাথরের সঙ্গে।

লাশের পা দুটো কুয়োয় নামিয়ে দিল মারুফ। ছেড়ে দিল দড়ি সমেত পাথরটা। ঝুপ। লাফ দিল পানির মধ্যে বড়সড় কোলা ব্যাঙটা। ডুবে গেল রহিম বক্স।

কুয়োর পাড়েই বসে পড়লো মারুফ। হঠাৎ আলো জ্বলে উঠলো চার দিকে। লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালো সে।

কিন্তু না, ভয়ের কিছু না, কারেন্ট চলে গিয়েছিল পুরো এলাকাটার। আবার এল।

ট্যাক্সি থেকে নামলো দীপা। রহিম বক্সের ওভারকোট ওর হাতে.

উল্টো করে ভাজ করা। ভাড়া মিটিয়েই গেট দিয়ে ঢুকল সে।

এগিয়ে এল মারুফ।

'সব ঠিকঠাক?' প্রশ্ন দীপার।

'পাথর বেঁধে ফেলেছি। আর উঠতে পারবে না।

'শীতে জমে যাচ্ছি, ঘরে চলো।'

ড্রয়িংরুমে এল দুজন।

সোফাতে গা এলিয়ে দিল দীপা।

'লোকে ভেবেছে আমার মাথা খারাপ। হাতে ওভারকোট রেখেও গায়ে দিচ্ছি না। কেমন বোকা মেয়ে!' হাসছে দীপা। দুলে দুলে উঠছে ওর শরীর।

'পথে কোন অসুবিধে হয়নি?'

'মোটেই না। যাবার পথে টিকেট পর্যন্ত দেখেনি। কোট দেখেই চিনেছে ওরা রহিম বক্সকে।'

'ভোল পাল্টালে কি করে?'

'ঢাকায় নেমে সোজা চলে গেলাম রয়েল হোটেলে। বক্স বরাবর ওই হোটেলেই ওঠে। কাউন্টারে গিয়ে দাঁড়ালাম। মুখে ব্যাণ্ডেজ দেখে কেউ কিছু বললো না। রেজিস্টারে লিখে দিলাম ডাবল বেডের সুইট চাই। ভাবটাঃ ওয়াইফ আসছে একটু পরেই। চাবি নিয়ে সোজা চলে গেলাম রুমে। জামাকাপড় পাল্টালাম বাথরুমে। ব্যাণ্ডেজটা ঢোকালাম কোটের পকেটে। যখন আবার কাউন্টারে ফিরে এলাম, তখন আমি মিসেস বক্স। চাবি রিটার্ন দিয়ে সোজা এয়ারপোর্ট। চিটাগাঙের ফ্লাইট বুক করেছিলাম হোটেল থেকেই। চলে এলাম। কোটটাকে খালি খসাতে পারলাম না।' গর্বের সঙ্গে নিজের কীর্তিকলাপের বর্ণনা দিল

দীপা।

'না খসিয়ে ভালই করেছ। ওটার মধ্যেই রয়েছে গুপ্তধন।' মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল কথাটা।

'ফেলার আগে সার্চ করেছ ওকে?'

'মাথা খারাপ?'

'হাবা নাকি তুমি? কিছু নেই কোটে। ওর শার্টে হয়তো কোন গুপ্ত পকেট টকেট ছিল।'

'ওর যা কিছু আছে, তা ওই কোটের মধ্যেই আছে।' উড়িয়ে দিল মারুফ দীপার বক্তব্য।

'যদি না থাকে?'

'আমার কাছে দাও কোটটা,' বললো মারুফ। 'এটারই কোন পকেটে রয়েছে ডায়মণ্ডগুলো।'

ঠোঁট কামড়ালো দীপা। যেন কোন মারাত্মক ভুল হয়ে গেছে। এক সেকেণ্ড। পাল্টে ফেললো মুখভঙ্গি। আচমকা প্রশ্ন করলো, 'ক্রিসটিনা এয়ারপোর্টে এসেছিল কেন?'

হারামি সেটাও দেখেছে, ভাবল মারুফ।

'নাগরকে গুড বাই করতে,' চেপে গেল সে খামের কথাটা।

'বুড়ি তোমাকে কিছু দেয়নি?

'দিয়েছিল।'

'কি?'

'কিছু কাগজপত্র।'

'কই সেগুলো?'

'ইনডেনটিং ফার্মের প্রিন্সিপালদের নামধাম সব। ফেলে দিয়েছি।

বেদরকারী জিনিস নিয়ে খামোকা বোঝা বাড়িয়ে লাভ কি?' দীপার চোখের দিকে না তাকিয়ে জবাব দিল মারুফ। পরিষ্কার বুঝতে পারলো একবিন্দু বিশ্বাস করেনি সে ওর কথা। প্রসঙ্গ বদলে ফেললো। 'কোটটা টেবিলে রাখো।'

লম্বা করে বিছিয়ে দিল দীপা সেটা টেবিলের উপর। পকেটে হাত দিয়েই থমকে গেল মারুফ। নড়ছে না আঙুল।

'উঁচু ঠেকছে জায়গাটা। কিছু একটা সেলাই করা আছে এখানে। ছুরিটা নিয়ে এসো।

সোফা ছেড়ে উঠে পড়েছে দীপা। ঝুঁকে পড়লো সে টেবিলের উপর।

'কি হল, ছুরিটা আনো,' বললো মারুফ।

'তুমি নিজে গিয়ে নিয়ে এসো।' বিশ্বাস করছে না সে মারুফকে।

পকেট থেকে নখ কাটার ছুরি বের করলো মারুফ। সেলাই কাটল বুক পকেটের ভেতরের। ছোট একটা বাণ্ডিল বের করলো সে দু আঙুল দিয়ে টেনে। পাঁচশো টাকার নোটের বাণ্ডিল। পুরানো ময়লা হয়ে গেছে টাকাগুলো।

'ইমার্জেন্সির জন্য রেখেছিল বোধহয়। নাও, টাকাগুলো তুমিই রাখো।' হাতটা বাড়িয়ে ধরলো দীপার দিকে।

'নিজের কাছেই রাখো;' বললো দীপা। 'এসব খুনখারাবীর প্রমাণ আমি রাখতে চাই না। ডায়মণ্ডগুলোর শেয়ার পেলেই আমার চলবে।'

তন্ন তন্ন করে খুঁজলো মারুফ। কলার, পকেট, ভেতরের কাপড়, হাতা, কব্জি কিছুই বাদ দিল না।

ঠেলে দিল মারুফ কাপড়ের স্তূপটা দীপার দিকে।

'খুব দেখালে দীপা! ডায়মণ্ডগুলো এবার ভালয় ভালয় বের করে ফেলো।'

চোয়াল শক্ত হল দীপার।

'তার মানে?'

'ন্যাকা সেজো না। বক্স মারা যাবার পর থেকেই কোটটা তোমার কাছে। যথেষ্ট সময় আর সুযোগ পেয়েও মাল না সরাবার পাত্রী তুমি নও। বের করে ফেলো ডায়মণ্ডগুলো, সোনামণি।' হাত বাড়াল মারুফ।

'দারুণ অ্যাকটিং দেখাচ্ছেন, মারুফ সাহেব।' জবাব দিল দীপা, 'বক্স মারা গেছে বেশ ক'ঘন্টা আগে। লাশটা গুম করলেন আপনি। আর ডায়মণ্ডগুলো না সরিয়েই ওকে কুয়োয় ফেলে দিলেন! আহা-হা! দারুণ বানিয়েছেন গপ্পোটা। বের করো ডায়মণ্ডগুলো।' শেষ তিনটে শব্দ চেঁচিয়ে বললো দীপা।

'হারামজাদী!' গালি দিল মারুফ। ঘুরছে সে টেবিলটা। 'ডায়মণ্ড দে, তা না হলে তোকেও খতম করে দেব!'

সরে গেল দীপা টেবিল থেকে কয়েক হাত দূরে।

'খবরদার! আর এক পাও এগোবে না!' বলতে বলতে রহিম বক্সের ব্যাগটা খুলে ফেললো দীপা। কিন্তু এত দ্রুত কাছে চলে আসবে মারুফ কল্পনাও করতে পারেনি সে। লাফিয়ে চলে এল মারুফ দীপার সামনে। ধরে ফেললো হাতটা। ধরেই মোচড় দিল। ব্যাগের মধ্যে হাত ঢোকাবার শেষ চেষ্টা করলো দীপা। ঝাঁকি দিল মারুফ। মাটিতে পড়তেই লাথি দিয়ে দূরে সরিয়ে দিল ওটাকে।

উম্মাদিনীর মত আচরণ শুরু করলো দীপা। কনুই দিয়ে গুঁতো মারলো মারুফকে। পাঁজরে ব্যথা পেয়ে সরে গেল মারুফ। ছুটে গেল

হাত থেকে দীপা।

ঘুরে দাঁড়িয়ে হাঁপাচ্ছে সে। ব্যাগটা তুলে নিল মারুফ। হাত ঢুকিয়ে বের করে আনলো পিস্তলটা। ভাল করে পরীক্ষা করে দেখলো ব্যাগটা। ব্যবসা সংক্রান্ত কাগজপত্র রয়েছে প্রচুর, কিন্তু আসল জিনিস নেই।

এটা আমার পকেটেই থাক।' দীপার দিকে তাকিয়ে পিস্তলটা পকেটে ঢুকাল মারুফ।

ঝাঁপ দেয়ার জন্যে তৈরি হয়েছে দীপা, টের পেয়ে সরে গেল মারুফ দুপা।

'না, না, না। মেয়েমানুষের অত যুদ্ধ করতে নেই।' জিভ দিয়ে চুক চুক আওয়াজ করলো মারুফ।

'আসলে ডায়মণ্ড-টায়মণ্ড কিচ্ছু নেই,' নিজেকে সংযত করে নিল দীপা। 'পুরোটাই বোগাস। খামোকা খুন হল বেচারা,' পরাজিত কণ্ঠস্বর।

'তুমি যে পাওনি তার প্রমাণ?' দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বললো মারুফ।

পেলে, হারামজাদা, ঢাকা থেকে কেন ছুটে এসেছি? তোর সঙ্গে প্রেম করার জন্যে? ঢাকায় নাগরের এতই অভাব?' শাড়ি ঠিক করে চুলে আঙুল চালাতে চালাতে বললো দীপা। বসে পড়লো সোফায়।

হজম করে নিল মারুফ গালটা। যুক্তিটা মনে ধরেছে ওর। 'খামোকা সময় নষ্ট করছি আমরা,' বললো সে শান্ত গলায়। 'আসলে ডায়মণ্ডের গল্পটাই বানোয়াট।'

'একথার অর্থ?' প্রশ্ন দীপার।

'অর্থ সহজ। হীরা-টিরা কিচ্ছু না, মূল উদ্দেশ্য ছিল তোমার হলো না. রত্না!

বুড়োকে খুন করা। এবং কেন তা-ও আমি জানি।'

ভুরু কুঁচকে তাকালো দীপা মারুফের চোখের দিকে।

'বলো, বলো, ডিটেকটিভ সাহেব, আর কি জানতে পারলে?'

কথাটা গায়ে মাখলো না মারুফ। বললো, 'তুমি টোপ ফেললে, আর বোকার মত গিললাম আমি।'

'আমি বলছি ডায়মণ্ড আছে!' দৃঢ় কণ্ঠস্বর দীপার।

'আমি বলছি নেই।'

'তাহলে ওই টাকাগুলো নিয়েই বেরিয়ে যাও। আই সে, গেট আউট। হীরা আমি একাই খুঁজব।'

'তাহলে শেয়ারটা না নিয়ে আমিও নড়ছি না,' রায় জানালো মারুফ। 'ওগুলো আমারও দরকার।'

দেরাজ থেকে বোতল বের করল দীপা। গ্লাসে ঢাললো মদ। এগিয়ে দিল মারুফের দিকে গ্লাসটা। হাসল মোহনীয় হাসি। 'এসো, মিটিয়ে ফেলি ঝগড়াটা।'

সরে গেল মারুফ। মাতাল হতে চায় না সে এখন।

'কি, ঘেন্না হচ্ছে?' খিল খিল করে হাসল দীপা।

'কই নাও, আমাকে নাও। ডায়মণ্ড না হয় নাই পেলে। এ-ও কি কম লাভ?' মারুফের গায়ে ঢলে পড়তে চাইছে দীপা।

ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল ওকে মারুফ।

'ঠিক আছে, আমি দোতলায় চললাম,' দরজার দিকে এগিয়ে গেল দীপা। চৌকাঠে দাঁড়িয়ে ঘাড় বাঁকিয়ে ফিরে তাকাল মারুফের দিকে। 'ইচ্ছে করলে আসতে পারো, আমার আপত্তি নেই।' চোখ টিপলো সে।

পাত্তা দিল না মারুফ। ওর মাথায় ঘুরছে এখন ডায়মণ্ড। ওগুলো

হাতে পেলেই রত্নাকে নিয়ে পালাবে সে চাটগাঁ থেকে।

ছিটকিনি আটকে দিল মারুফ দরজার।

খুঁজে দেখতে হবে কোটটা আর একবার। ওস্তাদ দর্জির মত আলাদা আলাদা করে ফেললো সে কোটটাকে। একটু একটু করে সুতো খুলে খুলে পরখ করলো। টেনে বের করলো লাইনিং-এর কাপড়। ঝাড়া দিল। নাহ্, পড়লো না কিছুই। আবার শুরু করলো মারুফ। ইঞ্চি ইঞ্চি করে কাটলো কোটটাকে। কিছুই পেল না সে। ডায়মণ্ড, টাকা, কিছুই নেই।

'ধুঃ, শালা!' গালি দিল মারুফ নিজেকে।

কাপড়ের টুকরোগুলো জড়ো করে পুটুলি বানালো সে। বাঁধল ওটা স্ক্রুড্রাইভারের সঙ্গে। টেবিলের উপর রেখে সিগারেট ধরাল মারুফ। হাতে নিল বাণ্ডিলটা। দরজা খুলে বেরিয়ে এল সে। সোজা চলে গেল কুয়োর ধারে। ফেলে দিল পানিতে। 'থাকুক হারামজাদার কোট ওর কাছেই!' বলে সিগারেটটাও ফেলে দিল কুয়োতে। ছ্যাঁৎ করে নিভে গেল ওটা।

ড্রামের শব্দ শুনতে পাচ্ছে মারুফ। হাজার হাজার আদিবাসীরা পূজার ঢোল বাজাচ্ছে। যন্ত্রণায় মাথা তুলতে পারছে না মারুফ। বেঁধে রেখেছে ওকে বলী দেয়ার জন্যে। চোখ খুলতে পারছে না সে। অনেক অনেক দূরে শুনতে পাচ্ছে কেউ ডাকছে ওকে।

'মারুফ, ওঠো, ওঠো!'

উঠে বসলো মারুফ ধরফড় করে। ঘেমে গেছে সারা গা। স্বপ্ন দেখছিল এতক্ষণ।

ট্রে হাতে দাঁড়িয়ে আছে দীপা। চায়ের কাপ থেকে ধোঁয়া উঠছে।

স্বাভাবিক হল মারুফ। শুয়ে ছিল সে রহিম বক্সের খাটে। পাশ থেকে কখন উঠে গেছে দীপা টেরই পায়নি।

'নাও, ধরো!'

কাপটা হাতে নিল মারুফ। মাথার যন্ত্রণাটা চলে যাচ্ছে আস্তে আস্তে।

চমৎকার খোঁপা বেঁধেছে দীপা। পরনে সবুজের উপর লাল বুটি শাড়ি। চোখে এঁকেছে কাজল।

'চমৎকার!' বললো মারুফ।

'সিগারেট খাবে?'

'হ্যাঁ, টেবিলের ওপর আছে, দাও।' তর্জনী তুলে দেখিয়ে দিল মারুফ।

প্যাকেটটা দিল দীপা।

সিগারেট বের করে ঠোঁটে ঝুলালো সে। লাইটার জ্বেলে দিল দীপা।

'প্রেমময়ী স্ত্রী মনে হচ্ছে তোমাকে!' হাসল মারুফ। 'এত যত্ন...'

'তুমি চাইলে চিরকালের জন্যেই পেতে পারো,' পাশে এসে বসলো দীপা।

'আর তোমার ক্যারিয়ার? নায়িকা হওয়ার স্বপ্ন?'

'তোমাকে পেলে সব ছাড়তে পারব।'

ভাবছে মারুফ। মর্তুজা গোলাপকেও কি ঠিক এই কথাগুলোই বলেছিল?

'কোটটা কোথায়?' আচমকা প্রশ্ন করল দীপা।

'ফেলে দিয়েছি কুয়োয়,' বললো মারুফ। 'কিছু নেই ওতে।'

মারুফের একটা হাত নিয়ে নাড়াচাড়া করল দীপা।

'আমার মনে হয় টাকাকড়ি বা হীরাটিরা কোথায় আছে বলতে পারবে ক্রিসটিনা।

কথাটা পছন্দ হল মারুফের।

'কিন্তু যাবে কে ক্রিসটিনার কাছে?'

'আমি যেতে পারি। গেলে হয়তো একটা রাস্তা খুলেও যেতে পারে।'

'ঠিকই বলেছো। তুমি বরং এক চক্কোর ঘুরেই এসো অফিস থেকে।'

উঠল দীপা বিছানা ছেড়ে।

'তোমার নাস্তা রেডি আছে খাবার টেবিলে।'

চলে গেল দীপা। বাথরুমে গিয়ে ঢুকলো মারুফ। গাড়ি স্টার্ট নেয়ার আওয়াজ শোনা গেল কিছুক্ষণের মধ্যেই।

নাস্তা খেয়ে জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো মারুফ। সোনালী রোদ পড়েছে লনে। কেমন একটু বসন্ত ভাব। ঝোপে ঝোপে ফুটে আছে বর্ণালী ফুল। কৃষ্ণচূড়ার ডালে বসে ডাকছে কোকিল। কিন্তু কিছুমাত্র রেখাপাত করছে না এসব মারুফের মনে। মনোযোগ দিতে পারছে না সে এসবে।

বাইরে বেরিয়ে এল মারুফ। কেমন যেন খারাপ লাগছে একা এই ফাঁকা বাড়িতে। বাড়ির পেছনের দিকটায় তাকাচ্ছে না সে। প্রতি মুহূর্তে মনে হচ্ছে রহিম বক্স রয়েছে ওখানটায়। মনে হচ্ছে, ওর আত্মাটা ঘুরে বেড়াচ্ছে বাড়িময়। ভাবতেই শির শির করে উঠছে

মেরুদণ্ড।

ভয়টা তাড়াবার জন্য ঘরে ফিরে এল মারুফ। না, মন থেকে সরছে না রহিম বক্সের রক্তাক্ত, জিভ বের করা সূঁচালো মুখটা। দেরাজ খুলে হুইস্কির বোতল বের করলো সে।

ঘন্টা দুয়েক পর ফিরে এল দীপা। হর্নের শব্দ শুনেই ব্যস্ত হল মারুফ। এগিয়ে গিয়ে গেট খুলল সে।

গ্যারেজে নিয়ে গেল দীপা গাড়িটা। কাছে গেল মারুফ।

কথা বলছে না দীপা। মুখটা কালো হয়ে আছে।

'কোন লাভ হলো?'

ফোঁশ করে শ্বাস ফেলল দীপা। মাথা নাড়ল।

'ভেতরে চলো, বলছি।'

ঘরে এল দুজনে।

'কি হল?'

'কিচ্ছু না। বুড়ি ঠোঁট চেপে আছে। একেবারে স্পীকটি নট। আসলে এত তাড়াতাড়ি যাওয়াটাই উচিত হয়নি।'

'কেন, কোন সন্দেহ করেছে সে?'

'বলতে পারছি না। তবে মনে হ'ল কিছু একটা ভাবছে, কিছুটা যেন দ্বিধায় আছে ক্রিসটিনা।'

'কিসের?'

'আমি বললাম ঢাকায় শিফট্ না করা পর্যন্ত ব্যবসা বাণিজ্য আমিই চালাব। টাকাকড়ি খাতাপত্র কোথায় কি আছে আমাকে দেখিয়ে দাও। মুচকি হেসে বুড়ি বলল, কিছু করার দরকার হলে বক্স সাহেব ঢাকা থেকেই ফোনে জানাবেন। বললাম, আমাকে তো বলেই গেছে সবকিছু

দেখাশোনা করতে। নতুন করে আর কি জানাবে? ও বলল, তোমাকে না জানালেও আমাকে ঠিকই জানাবেন। মুটকির দেমাক দেখলে?'

হাসল মারুফ।

'হাসছো কেন তুমি?' চটে উঠল দীপা।

'মনে হচ্ছে বক্সের সঙ্গে ক্রিসটিনার বেশ গভীর একটা সম্পর্কই ছিল।'

'থুঃ!' থুথু ফেলল দীপা।

'তাহলে এদিক দিয়ে এগোনো গেল না, কি বলো? সুযোগের অপেক্ষায় থাকা ছাড়া উপায় নেই।'

জবাব দিল না দীপা। হাত ধরে টানল ওকে বিছানার দিকে।

পনেরো

এক সপ্তাহ পার হয়ে গেল অপেক্ষায় অপেক্ষায়। কোন দিক থেকে কোন পরিবর্তন হল না অবস্থার। থমকে দাঁড়িয়ে গেছে যেন সব কিছু। ঘনিষ্ঠতার আতিশয্যে দীপার প্রতি সব আকর্ষণ হারিয়ে ফেলেছে মারুফ। ওর ওপর চোখ পড়লেই অন্য কোনদিকে সরিয়ে নিতে ইচ্ছে করে দৃষ্টিটা। উদ্বেগের বাষ্প চাপা দিয়ে রাখতে পারছে না সে আর।

এভাবে ঘরের মধ্যে বসে থাকার কোন মানে হয় না,' চায়ের

টেবিলে বসে বললো মারুফ।

'কি করতে চাও?' কাপে চিনি ঢেলে চামচ নাড়তে নাড়তে জিজ্ঞেস করল দীপা।

'শহর থেকে ঘুরে আসি।'

'কোথায় যাবে?'

'ক্রিসটিনার সঙ্গে যোগাযোগ করা যায় কিনা দেখি।'

'অন্য কারো সঙ্গে?'

'মানে?' চমকে উঠল মারুফ।

'ধরো, অন্য কোন মেয়ে? একজন খুনীর জন্যে ব্যাপারটা খুবই বিপদজনক। আমি তোমাকে একা ভোগ করতে চাই। কিন্তু তোমার চোখ দেখেই বোঝা যায়, মারুফ, তুমি অন্য কারো কথা ভাবো। বলো, সত্যি কিনা?'

'হ্যাঁ। ঠিক ধরেছ। একজনের কথা প্রায়ই ভাবি।'

'কে সে?'

'মর্তুজা গোলাপ।'

নড়ে উঠল দীপার চোখের পাতা।

'মর্তুজা গোলাপের কি হয়েছিল, দীপা?' সহজ কণ্ঠে প্রশ্ন করল মারুফ।

'কেন? হঠাৎ ওর কথা কেন?' থতমত খেল দীপা। ঠক করে নামিয়ে রাখল মুখের কাছে তুলে নেয়া চায়ের কাপটা।

তোমার সঙ্গে তো ওর খুবই ঘনিষ্ঠতা ছিল। ও-ও তোমাকে একা ভোগ করতে চেয়েছিল। কি হয়েছিল ওর?'

মারুফের দিকে না তাকিয়ে জবাব দিল দীপা, 'ও মারা গেছে।'

'তাই নাকি?'

'বছর কয়েক আগে এই চাটগাঁতেই একটা দুর্ঘটনায় মারা গেছে ও।' তথ্য সরবরাহ করছে দীপা।

'মারা যায়নি। আসলে হত্যা করা হয়েছিল ওকে।'

'কে বলল তোমাকে এসব?'

'অস্বীকার করতে পারো?'

আমি এসবের কিছুই জানি না।'

'চিম্বুক পাহাড়টা এখান থেকে কতদূরে তা নিশ্চয়ই জানো?'

সাদা হয়ে গেল দীপার মুখ। কিন্তু সামলে নিল সে পরমুহূর্তেই অভিনেত্রী বটে!

হোঃ হোঃ করে ঘর কাঁপিয়ে হাসল মারুফ।

চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল দীপা। মারুফের পেছনে এসে দাঁড়াল। দু'হাতে জড়িয়ে ধরল গলা। গাল রাখল গালে।

'পুরানো কাসুন্দী ঘেঁটে কি লাভ, বলো?'

সায় দিল মারুফ।

'ঠিক বলেছ। বাদ দাও ওসব কথা। আমি বরং শহর থেকে একটু ঘুরেই আসি।'

'পালিয়ে যাবে না তো?' কোলের উপর বসল দীপা।

'অসম্ভব! ডায়মণ্ড না নিয়েই?' নামিয়ে দিল দীপাকে। 'গাড়িটা নিয়ে যাচ্ছি। বিকেল নাগাদ ফিরব।'

আবার খান বিল্ডিং-এর তিন তলা। সোজা আপিস রূমে এল মারুফ। বেরিয়ে এল ভুঁড়িওয়ালা একজন লোক। প্রায় ধাক্কা খেতে খেতেই সরে

গা বাঁচাল মারুফ।

কেউ নেই ওয়েটিং রূমে। ক্রিসটিনার কাউন্টারে খাতাপত্র খোলা। কাছে পিঠেই কোথাও গেছে সে।

বসে আছে মারুফ। বাথরূম থেকে বের হল ক্রিসটিনা। খট্ খট্ শব্দ হচ্ছে জুতোর। কাঠের কুঁদোর মত পা দুটো দেখছে মারুফ। চেয়ারে এসে বসল ক্রিসটিনা কোন দিকে না তাকিয়ে।

খুক খুক কাশল মারুফ। চমকে তাকাল ক্রিসটিনা।

'কি চাই?'

'খুন করতে চাই,' বলল মনে মনে, কিন্তু মুখে সেটা উচ্চারণ করল না মারুফ। বলল, 'বক্স সাহেবের কোন খোঁজ খবর পেলে?'

ভ্রূ কুঁচকে গেল ক্রিসটিনার।

'না তো! ঢাকায় যাবার পর থেকে কোন খবরই পাচ্ছি না।'

'ভদ্রলোকের হলটা কি?' চিন্তার চিহ্ন ফুটাল মারুফ কপালে।

'এরকম তো কখনও হয় না,' অনেকটা আপন মনে বলল ক্রিসটিনা।

'মিসেস বক্সের সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছে এ কদিনের মধ্যে?' জিজ্ঞেস করল মারুফ।

'না।'

'আমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল পরশুদিন।'

'কোথায়?'

'নিউ মার্কেটে।'

'কি বললেন উনি?'

'ভদ্রমহিলাকে খুব ফ্যাকাসে দেখলাম। জিজ্ঞেস করায় যা বললেন,

আমি তো একেবারে থ। বক্স সাহেব নাকি আবার সংসার পেতেছেন।' আস্তে আস্তে ডোজ বাড়াচ্ছে মারুফ।

সোজা হয়ে গেল ক্রিসটিনা। চোখ বড় হয়ে গেছে। 'অ্যাঁ? বিয়ে করেছেন?'

'ঢাকারই মেয়ে,' তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল মারুফ। রসিয়ে গল্প বলার জন্য সিগারেট ধরাল সে। 'বক্স সাহেব যখন প্রডিউসার ছিলেন তখনই নাকি পরিচয় হয়েছিল মেয়েটির সাথে।'

টেলিফোন বেজে উঠল। ধরল ক্রিসটিনা।

'হ্যালো? হ্যাঁ, আমি সেক্রেটারি বলছি। জ্বী না, উনি ঢাকায় গেছেন।' রেখে দিল টেলিফোন।

সিগারেটের ধোঁয়া দিয়ে রিং তৈরি করছে মারুফ। একটা নৈর্ব্যক্তিক ভাব বজায় রেখে বিশ্বাস করাতে হবে ক্রিসটিনাকে কেচ্ছাটা।

'বাজে কথা, স্রেফ বাজে কথা।' অবিশ্বাস ক্রিসটিনার চোখে।

'হবে হয়ত,' শ্রাগ করল মারুফ। 'কিন্তু চট্টগ্রামে আর আসছেন না উনি, এটা শিওর। বিক্রি করে দিলে তো ফার্মটার মালিক তুমিই হচ্ছো,' খুশি করবার চেষ্টা করছে মারুফ।

গম্ভীর হয়ে গেল ক্রিসটিনা।

'টাকা কড়ি সত্যিই কিছু ছিল নাকি লোকটার?' জিজ্ঞেস করল মারুফ।

ঠোঁট খুলল না ক্রিসটিনা।

না চটিয়ে কথা বের করা যাবে না, তাই অন্য পথ ধরল মারুফ।

'ছবি যে কটা বানিয়েছিলেন, সব কটাই তো শুনেছি ফ্লপ করেছে।

আপিসটা দেখে ব্যবসাও তেমন জমজমাট মনে হয় না। গাড়িটার তো ওই হাল! ভদ্রলোক বাইরে যতটা দেখান, মনে হয় আসলে ভেতরে ততটা নেই। কি বলো?'

নড়ে বসল ক্রিসটিনা। টোপ গিলছে সে। নাকি সন্দেহ করছে মারুফকে, বুঝতে পারল না মারুফ।

'স্টপ ইট!' খনখনিয়ে উঠল ক্রিসটিনার গলা। 'আপনি জানেন না কত টাকা আছে ওর!'

'কত টাকা!' বিদ্রূপের হাসি হাসল মারুফ।

খেপে গেল ক্রিসটিনা।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, অনেক...অনেক টাকা আছে ওর।'

'হবে হয়ত! অনেক শব্দটা এক-একজনের কাছে একেক রকম। কারো কাছে দশ টাকাও অনেক টাকা, আবার কারো কাছে...' একটু বিরতি দিল মারুফ। তারপর বলল, 'তোমার পক্ষে অবশ্য মনিবকে বিরাট বড়লোক হিসেবে দেখাবার চেষ্টা করাই স্বাভাবিক।'

মারুফের মুখে আবার টিটকারির হাসি ফুটতে যাচ্ছে দেখে খেপে গেল ক্রিসটিনা। পা ঠুকল মেঝেতে।

এই মুহূর্তে ওর যা সম্পত্তি আছে, তোমার মত একশো চুনোপুঁটির সারা জিন্দেগীতেও তা হবে না। বুঝলে?'

চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল মারুফের। চোখে কৌতুক।

'বলো কি! অত টাকা রাখে কোথায়?'

ভারসাম্য পুরোপুরি হারিয়ে ফেলেছে ক্রিসটিনা। গড় গড় করে বলে ফেলল, 'ওর কাছে ডায়মণ্ড আছে, অনেক ডায়মণ্ড!' কেঁদে ফেলল সে, 'প্রমিজ করেছিল ফিফটি পারসেন্ট আমাকে দেবে। কিন্তু যদি

সত্যিই বিয়ে করে থাকে...আমার ডায়মণ্ড...।'

'ডায়মণ্ড! বললেই হলো—ডায়মণ্ড আছে কোথায়? থাকলে দেখতাম না আমি? একটা টোপাজের আংটিও তো নেই তার আঙুলে।'

'আঙুলে থাকবে কেন?' চোখ রাঙালো ক্রিসটিনা। 'ওগুলো রয়েছে ওর কোটের বোতামে। একেক বোতামে চারটে করে।' কথাটা বলেই থমকে গেল ক্রিসটিনা। বোকার মত চেয়ে রইল মারুফের দিকে। পরিষ্কার বুঝতে পেরেছে এসব কথা বলে ফেলা ঠিক হয়নি।

আচ্ছা! এত সহজ কথাটা এতদিন মনে হয়নি কেন। নিজেকে চাবকাতে ইচ্ছে হল মারুফের। চেহারায় কোন খুশির চিহ্ন আনা যাবে না। বরং যেন এসব জেনে ওর কোনই লাভ নেই, এরকম ভাব দেখিয়ে আশ্বস্ত করা দরকার বুড়িকে। বলল, 'রাখুক তার যেখানে খুশি। আমার কি! তার থাকলেই বা আমার কি লাভ, না থাকলেই বা কি ক্ষতি!' নিরাসক্ত ভঙ্গিতে টেনে চলল সে সিগারেট, যেমন টানছিল।

মারুফে খ মুছল ক্রিসটিনা।

'বাড়ি তুমি আসতে পারো,' বলল সে।

'এরই চা ' বেঁচে গেল মারুফ। উঠল সোফা ছেড়ে। দরজা পার

'এর স্বামী মে গেল। তাকাল ক্রিসটিনার দিকে।

'তাই বে হচ্ছে দারুণ পেয়ার করতে বক্স সাহেবকে?'

তো...' ম। অ্যাণ্ড আই স্টিল লাভ হিম!'

'তোমার তাহলে দিতে হয় মিসেস বক্সকে!' মুচকি হেসে বেরিয়ে

ওদিক তাকা

যাবে না।'

'ঠিক এ

হলো না হলো না!

ষোলো

সমস্ত উদ্বেগ দূর হয়ে গেছে মারুফের মন থেকে। দারুণ খুশি এখন ও। শিস দিতে দিতে চালাচ্ছে গাড়ি। হাসছে মিটি মিটি।

হাতের বামে লাভলেনের নার্সারি ফেলে ডানে পাহাড়ী পথ ধরে উঠে গেল গাড়ি। নামল মেহেদীবাগের রাস্তায়।

স্পিডোমিটারের কাঁটা পনেরোর দাগের ওপর কাঁপছে। ধীরে সুস্থে চালাচ্ছে মারুফ। নিশ্চিন্ত সে এখন। গ্যাসপোরা বেলুনের মত হালকা হয়ে গেছে মন। ডায়মণ্ডগুলো হাতে এসে গেছে। রত্নাকে বল জোরের সঙ্গেঃ এখনই সময়। ঘুম উড়িয়ে দেবে সে আজ র থ খেপে থেকে।

নবীন কুঁড়ি কিণ্ডারগার্টেনের সামনে থামল গাড়ি। শা চুনোপুঁটির শীত বিকেল। স্কুল ছুটি হয়ে গেছে অনেকক্ষণ।

গেট দিয়ে ঢুকল মারুফ পায়ে হেঁটে। টিচার্স রুমে এগিয়ে যাওয়ার সময় উঁকি দিল। দু'জন শিক্ষয়িত্রী এবং আড্ডায় মশগুল ওরা, দেখল না কেউ মারুফকে। গড় গড় করে ভাইস-প্রিন্সিপালের রুমের সামনে এল মারুফ। ভারি ফাঁদে ফেলল আঙুল দিয়ে সরিয়ে উঁকি দিল ভেতরে। কিন্তু যদি

হবে না, রত্না!

রত্না বসে আছে রিভলভিং চেয়ারে। এনসাইক্লোপিডিয়ার পাতা উল্টাচ্ছে একমনে।

'মে আই কাম ইন্, ম্যাডাম?'

ভারি পুরুষ কণ্ঠ শুনে চমকে গেল রত্না। পরমুহূর্তেই চমক ভাঙল তার। বন্ধ করে ফেলল বইয়ের পাতা।

'এ কি, মারুফ? তুমি এখানে? এসো, বসো।' উঠে দাঁড়াল রত্না।

ভেতরে ঢুকল মারুফ। বসল রত্নার সামনে টেবিলের উল্টো দিকে। বসলো রত্নাও।

'তুমি কোথায় কি করে বেড়াচ্ছ, মারুফ?' উদ্বেগ রত্নার কণ্ঠে। 'বাড়িতে টেলিফোন করেও পাওয়া যায় না।'

'কবে টেলিফোন করলে আবার?'

'এই তো সেদিন। পেলাম না তোমাকে। এক মহিলা ধরে বলল তুমি বেরিয়ে গেছ।' একটু থামল রত্না। চোখ দুটো কিছু খুঁজল মারুফের মুখে। বলল, 'মহিলাটি কে? সে কী প্রশ্নের পর প্রশ্ন!'

'বাড়িওয়ালী।' ছোট্ট করে জবাব দিল মারুফ।

'এঁরই চাকরি নিয়েছ?'

'এঁর স্বামীর।'

'তাই বলো,' আশ্বস্ত হলো রত্না। 'এনকোয়েরির ঠ্যালায় আমি তো...'

'তোমার সঙ্গে আমার একটা জরুরী কথা আছে, রত্না।' এদিক-ওদিক তাকাল মারুফ। গলার স্বর খাদে নামিয়ে বলল, 'এখানে বলা যাবে না।'

'ঠিক আছে। তুমি একটু অপেক্ষা করো। আমি এগুলো গুছিয়ে

নিই।'

চেয়ার ছেড়ে উঠল দীপা। ফাইলপত্র গুছাচ্ছে সে।

চারদিক দেখছে মারুফ। একপাশের দেয়ালে বাংলাদেশের মানচিত্র টাঙানো, আরেক পাশে ক্যালেণ্ডার। রেফারেন্স বইয়ে ঠাসা রয়েছে দুটো আলমারি।

এনসাইক্লোপিডিয়ার ভলিউমটা আলমারিতে রেখে টেবিলের কাছে এল রত্না। পেনস্ট্যাণ্ড, পেপার ওয়েট, লাল নীল পেন্সিলের ট্রে ঢুকিয়ে রাখল টেবিলের ড্রয়ারে। চাবি দিল।

'এই অবেলায় যাবে কোথায়?'

'মে আই কাম ইন?' অংকের টিচার বীণা সাহা দরজায় এসে দাঁড়াল। মধ্য বয়েসী মহিলা। চোখে পুরু লেন্সের চশমা। চক চক করছে মাথায় লাল সিঁদুর।

'এসো, বীণা দি,' বলল রত্না।

ভেতরে এল মহিলা।

'বসো।'

বসল বীণা।

জানালা ছাড়িয়ে খোলা মাঠে হারিয়ে গেছে মারুফের দৃষ্টি।

'এঁকে কখনো দেখনি, বীণা দি।' মারুফকে দেখিয়ে বলল রত্না।

তাকাল মারুফ মহিলার দিকে।

পরিচয় করিয়ে দিল রত্না।

'ইনি মারুফ আহমেদ।'

হাত তুলল মারুফ।

'কি সৌভাগ্য!' চেঁচিয়ে উঠল বীণা সাহা, 'আপনার কথা কেবল

খাতাপত্রেই জানতাম, কখনো দেখার সুযোগ পাইনি। আশ্চর্য, এতদিন পরে এলেন?'

'সময় করে উঠতে পারি না,' বলল মারুফ।

'ও বুঝেছি, শীতের ছুটির খবর পেয়ে ওঁকে নিতে এসেছেন তো, বেশ ভাল ভাল।' হঠাৎ রত্নার দিকে চেয়ে চোখ পাকাল বীণা। 'তাই বলি! বরকে না দেখেও রত্নাপা এমন খোশ-মেজাজে থাকে কি করে? ভেতরে ভেতরে কমিউনিকেশন ঠিকই আছে!'

'বীণা দি, থামো তো,' হাসতে হাসতে বলল রত্না।

'কিছু মনে করবেন না, জামাইবাবু, রত্নাপা ভাইসপ্রিন্সিপাল, আর আমি সাধারণ এক টিচার হলেও সর্ম্পকটা কিন্তু আমাদের ওরকম নয়।'

'খুব হয়েছে, এবার অন্য কিছু বলো, বীণা দি।'

'উঁহুঁ। আমি বরং উঠি। আপনারা আলাপ করুন।' চেয়ার ছেড়ে উঠল বীণা।

'বসুন না,' আবেদন জানাল মারুফ।

'আপনি বললেও রত্নাপা কিন্তু বলল না কথাটা, লক্ষ করেছেন ব্যাপারটা?'

কপট রাগে শাসিয়ে উঠল রত্না।

'কেউ মানা করেছে নাকি তোমাকে?'

'থাক, থাক, হয়েছে। আসলে আমারই তাড়া আছে। চলি।' দু'হাত জোড় করে নমস্কার করল বীণা। বেরিয়ে গেল সে হাসিমুখে।

'চলো, এখানে বসে থাকতে আমার একদম ইচ্ছে করছে না চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল মারুফ।

'উদ্দেশ্যটা কি?'

'স্কুল থেকে তো বের হও, তারপর দেখা যাবে।'

'ঠিক আছে, চলো।'

বেরিয়ে এল দুজনে।

'যাচ্ছ কোথায়?'

'নিরুদ্দেশে।'

'হেঁয়ালি রেখে সোজা কথাটা বলো, তা নইলে গাড়িতে চড়ব না আমি।'

'আপাতত নিরিবিলি একটা জায়গায়,' বলল সে।

দরজা খুলে দিল মারুফ। উঠল রত্না। বন্ধ করে সামনের দিক দিয়ে ঘুরে এসে দরজা খুলে ড্রাইভিং সীটে বসল মারুফ।

অন করল ইগনিশন সুইচ।

'তোমাকে এরকম অস্থির লাগছে কেন, মারুফ?'

'কই, না তো!'

'বড্ডো শুকিয়েও গেছ এই কদিনে। শিরা বেরিয়ে গেছে কপালের পাশে। তোমার কিছু একটা নিশ্চয়ই হয়েছে।' গায়ে হাত দিল রত্না।

সদর রাস্তায় এসে গেল গাড়ি। স্টিয়ারিং-এ হাত আর রাস্তায় দৃষ্টি রেখে জবাব দিল মারুফ, 'কিছু হয়নি। কাজের একটু ঝামেলা থাকায় রেস্ট নিতে পারিনি ঠিকমত।'

ঘুরে গেল গাড়ি টেম্পল রোডের দিকে।

শীত বিকেলের রোদে তেজ নেই। ছায়াঘন পাহাড়ী এলাকাটা নিশ্চুপ হয়ে গেছে। পরিচ্ছন্ন পীচ ঢালা পথটাকে মনে হচ্ছে এইমাত্র

যেন কেউ ঝাঁট দিয়ে গেছে।

ভূদেব বাবুর নার্সারির সামনে থামাল মারুফ গাড়িটাকে।

পাহাড়ী ঢালে তৈরি হয়েছে নিরিবিলি নার্সারি। লাল মাটির পথ উঠে গেছে উপরে। চোখে পড়ছে বিচিত্র ফুলের সমারোহ। উঠছে মারুফ, সঙ্গে রত্না।

নীলকণ্ঠ আর মাধবীলতায় ঘিরে আছে নার্সারি হাউজ। থোকায় থোকায় ফুটে আছে এদিক-ওদিক গুচ্ছ গুচ্ছ রঙ বেরঙের ফুল।

ওদেরকে দেখেই ছুটে এল বাগানের মালিক। হাসিখুশি প্রৌঢ় ভদ্রলোক।

'ফুল লাগবে, স্যার? চারা গাছ? আমার এখানে ফল-ফুল দুটোই আছে। আঙ্গুর, ডালিম, আম, নারকেল, জবা, গন্ধরাজ, গোলাপ, দোপাটি কোনটারই অভাব নেই।'

'আপনারা বিয়ের মালা তৈরি করেন না?' প্রশ্ন করল মারুফ। চমকে ওর দিকে তাকাল রত্না।

'জ্বী, স্যার। ওটাই তো আমাদের পেশা। বার্থ ডে, ম্যারেজ ডে, রিসেপশন, ফিউনারেল—যে কোন অনুষ্ঠানের জন্যে আমরা মালা বলেন, ফুলের তোড়া বলেন তৈরি করে থাকি। বিদেশে কোন বন্ধু বা বান্ধবীকে ফুল পাঠাতে চান, আসুন আমাদের কাছে, আমরা সে ব্যবস্থাও করে দেব।'

'ভেরি গুড! আমরা তাহলে একটু ঘুরে দেখি জায়গাটা। ভারি সুন্দর লাগছে।'

দেখুন স্যার, দেখুন। সামনের দিকে এগিয়ে যান। উইশ ইয়োর হ্যাপি স্টে।'

থেমে গেল ভূদেব বাবু। টের পেয়েছে, ওরা একটু নিরিবিলি চায়।

হেঁটে চলল মারুফ আর রত্না পাশাপাশি। কখন যে হাত ধরেছে একে অপরের, টেরই পায়নি।

পাহাড়ী মাটির বুকে ফুটে আছে টকটকে লাল গোলাপ। সারি সারি গোলাপের ঝাড় পার হলেই গন্ধবিহীন ধবধবে সাদা ডালিয়া ফুলের হাতছানি। তারপর জিনিয়ার ঝাড়।

'খুব হয়েছে, এবার বলো।' থেমে দাঁড়াল রত্না।

বসল মারুফ একটা পাথরের স্ল্যাবের উপর। পাশে রত্না।

'টাকা জোগাড় হয়ে গেছে, রত্না।'

'কি বল্লে?' উৎকর্ণ রত্না।

'আমার বস্ ব্যবসা গুটিয়ে ফেলেছে। ও চলে যাচ্ছে চাটগাঁ ছেড়ে। যাবার আগে আমাকে দিয়ে যাচ্ছে হাজার পঞ্চাশেক টাকা।'

'সত্যি বলছ?'

'হ্যাঁ, টাকার ব্যাপারে আর কোন দুশ্চিন্তা নেই। একটা ব্যবসা বাণিজ্য শুরু করব এবার।'

'এবং?

মৃদু হাসল মারুফ। তাকাল সে রত্নার চোখে।

'নতুন করে বলতে হবে আবার?'

'কি?' দুষ্টুমির হাসি রত্নার চোখে।

'বিয়ের কথাটা?'

'যাও,' মুখ নিচু করে হাসছে রত্না।

'তাহলে কালই আমরা রওনা হয়ে যেতে পারি।'

'কোথায়?'

'কক্সবাজার।'

'কেন?'

'তাও বলে দিতে হবে?'

আনমনা হয়ে গেল রত্না। শিস দিয়ে উঠল দূরে ঝোপের মধ্যে নাম না জানা পাখি।

'মধু চন্দ্রমা?'

'তোমার কি মনে হয়?' ডান হাতে কাছে টেনে নিল মারুফ রত্নাকে।

মিলে গেল ঠোঁটে ঠোঁট।

'ছাড়ো!' সরে গেল রত্না। ওর চোখমুখ থেকে বেরোচ্ছে এক অবর্ণনীয় আনন্দের পবিত্র জ্যোতি।

ঝোপ থেকে একটা লাল গোলাপ তুলে রত্নার খোঁপায় গুঁজে দেয়ার জন্যে হাত বাড়াল মারুফ।

'একটা শর্ত আছে,' বলল রত্না।

থেমে গেল মারুফের হাত।

'কি সেটা? বলো, বলো?' তাড়া দিল মারুফ।

'প্লেনের টিকেটটা আমিই কাটব।'

'তুমি কাটতে যাবে কেন?'

'আমিই কাটব। তাহলে যাত্রা শুভ হবে।'

'ঠিক আছে, তাই হোক।' গুঁজে দিল ফুলটা। উঠে দাঁড়াল ওরা। 'কাল সন্ধে ছটার প্লেনে আমরা যাচ্ছি, এই কথা থাকল। আমি স্কুলে গিয়ে তোমাকে নিয়ে আসব।'

'না, আমি নিজেই চলে যাব এয়ারপোর্টে। ওখানে দেখা হবে।'

থেমে থেমে আস্তে আস্তে বলল রত্না, 'অনেক তো কষ্ট পেলে আমার জন্যে, এবার আমাকেও একটু কষ্ট করতে দাও।'

মারুফের বুকে মাথা গুঁজল রত্না। জড়িয়ে ধরল মারুফ।

আবার নেমে এল ঠোঁট দুটো।

হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে যাচ্ছে ওরা সামনের দিকে।

'আর যাবেন না, স্যার, সন্ধ্যা হয়ে গেছে,' চেঁচিয়ে উঠল দূর থেকে ভূদেব বাবু।

থমকে গেল ওরা দুজন। পাহাড়ের প্রায় শেষ প্রান্তে এসে গেছে ওরা। এদিকটায় কেবল ঝাউ গাছের জঙ্গল। অন্ধকার হয়ে আছে এলাকাটা।

পাহাড় ছাড়িয়ে শহরের দিকে তাকাল রত্না। আলোয় আলোয় ঝলমল করছে চাটগাঁ শহর।

'চলো ফিরে যাই।'

ফিরে আসছে ওরা।

'কিছু পছন্দ হলো, স্যার?'

'জ্বী। চমৎকার। সত্যি অপূর্ব জায়গাটা আপনার।' উচ্ছ্বসিত প্রসংসা করল রত্না।

'আপনি লাল গোলাপের একটা তোড়াই বানিয়ে দেন আমাকে।' অর্ডার দিল মারুফ।

'এক্ষুণি দিচ্ছি। আপনারা ভেতরে এসে একটু বসুন।' নার্সারি হাউজের দিকে ইঙ্গিত করল বাবু।

'এখানেই ভাল আছি,' বলল রত্না। 'আমরা দাঁড়াচ্ছি, আপনি নিয়ে আসুন।'

কথা না বাড়িয়ে ভেতরে চলে গেল বাগানের মালিক।

সিগারেট ধরাল মারুফ।

পূর্ণিমার চাঁদ উঠেছে আকাশে। জলহীন সাদা মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে ইতস্তত। বাতাসে মৌ মৌ করছে হাসনাহেনার গন্ধ।

অপরূপ মনে হচ্ছে মারুফের রত্নাকে।

সতেরো

ফিরে এল মারুফ। গোটা বাড়ি অন্ধকার।

গ্যারেজে গাড়ি রেখে দ্রুতপায়ে চলে এল সে ড্রয়িংরুমে।

'শেষ পর্যন্ত এলে?' অন্ধকারে শীতল নারীকণ্ঠ।

বাতি জ্বেলেই দেখল, পায়ের উপর পা তুলে বসে আছে দীপা সোফায়।

'আমি তো বলেছি, ডায়মণ্ডের ভাগ না নিয়ে নড়ছি না।'

'পেলে?'

বসল মারুফ সোফায়।

'নাহ্। বুড়ি পেরেকের মত শক্ত। কোন কথা বের করা গেল না।' গা এলিয়ে দিল সে।

'ছিলে কোথায় এতক্ষণ? ওখানেই?'

'না। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরলাম।'

ঠোঁট বাঁকিয়ে হাসল দীপা।

কোথাও কিছু একটা মস্ত গোলমাল হয়ে গেছে—টের পেল মারুফ। গোটা বাড়ির আবহাওয়াটাই কেমন যেন বদলে গেছে। বদলে গেছে দীপার ব্যবহার। কি ঘটল এর মধ্যে? তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখল ও দীপার আপাদমস্তক। চেহারাটা যেমন ছিল তেমনি আছে। তাহলে? পরিবর্তনটা ঠিক কোথায়? গলার স্বরে? বসার আড়ষ্ট ভঙ্গিতে?

'কি হয়েছে, দীপা?' জানতে চাইল মারুফ। 'নতুন কোন ঘটনা?'

মাথা নাড়ল দীপা এপাশ-ওপাশ।

'এক কাজ করো,' বলল মারুফ। 'তুমি বরং কাল যাও একবার অফিসে। রহিম বক্সের স্ত্রী হিসেবে ওখানে গিয়ে হম্বিতম্বি শুরু করলে, গলার স্বর চড়িয়ে দু'একটা ধমক দিলে হয়তো ফণা নামিয়ে নেবে বুড়িটা। বক্সের অবর্তমানে হিসেবপত্র দেখতে চাওয়ার অধিকার তোমার আছে।'

চুপচাপ কথাগুলো শুনে গেল দীপা। কোন ভাবান্তর হল না তার চেহারায়।

'কি? যাচ্ছ কাল?'

'ঠিক আছে, কাল সকালেই যাব না হয়।' কথাটা বলেই আবার ঠোঁট বাঁকিয়ে হাসল দীপা। কয়েক সেকেণ্ড নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল ওর মুখের দিকে। তারপর উঠে দাঁড়াল। বেরিয়ে গেল ড্রয়িংরুম থেকে কিছু না বলে। সিঁড়ি বেয়ে উঠে যাচ্ছে ওপরে। দীপার পায়ের শব্দ মিলিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত নড়ল না মারুফ। মনে মনে খুশি হল আজ রাতে ওর সঙ্গে এক বিছানায় কাটাতে হবে না ভেবে। ভালই

হয়েছে, নিজের ঘরে চলে গেছে দীপা।

বেরিয়ে এল মারুফও। এল সে নিজের ঘরের দরজায়। খুট করে বাতি জ্বেলেই থমকে গেল।

যেখানে ঠিক যেমন ভাবে যা রেখে গিয়েছিল, তেমন নেই। কেউ ঢুকেছিল এই ঘরে। কোন সন্দেহ নেই, তন্ন তন্ন করে সার্চ করেছে কেউ গোটা ঘরটা। কে? দীপা?

ঠাণ্ডা একটা স্রোত বয়ে গেল মারুফের শিরদাঁড়ায়। দরজা আটকে দিল সে। এক লাফে চলে এল খাটের কিনারে।

টান দিয়ে তুলে ফেলল বিছানার চাদর। নামিয়ে ফেলল তোশক। উল্টাল গদি।

নেই! নিয়ে গেছে কেউ সেটা!

নেগেটিভ আর পেইন্টিং বক্সের প্যাকেটটা এখানেই লুকিয়ে রেখেছিল মারুফ।

দৌড়ে গেল বাথরুমে। একটা টুলের উপর দাঁড়িয়ে হাত ঢুকালো ভেন্টিলেটার গ্রিলের ভাঙা ফোকর দিয়ে। কিছুই বাধল না হাতে।

নেই! গায়েব হয়ে গেছে পিস্তলটাও!

এতক্ষণে বুঝতে পারল মারুফ দীপার অস্বাভাবিক আচরণের আসল তাৎপর্য। যে নেগেটিভের ভয়ে রহিম বক্সের মত কুৎসিত নীচ এক বুড়োকে বিয়ে করতে বাধ্য হয়েছিল, ইচ্ছের বিরুদ্ধে রাতের পর রাত কাটাতে হয়েছিল তার সঙ্গে, এক বিছানায়, সেটা পেয়ে গেছে দীপ হাতের মুঠোয়। হাতিয়ে নিয়েছে পিস্তলটাও। এখন ওর সংস্পর্শ বিষাক্ত গোক্ষুরের চেয়েও মারাত্মক।

অনেক ভেবেচিন্তে ব্যাপারটা সম্পূর্ণ চেপে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল মারুফ। এমন ভাব দেখাবে, যেন টেরই পায়নি খোয়া গেছে ওগুলো। নেগেটিভগুলো হাতে রেখে দীপাকে ব্ল্যাকমেইল করার কোন ইচ্ছে ওর আদৌ ছিল না—ভেবেছিল, কাজ উদ্ধার হয়ে গেলে পুড়িয়ে ফেলবে। ওর আসল কাজ হীরাগুলো উদ্ধার করা। দীপা এ বাড়িতে থাকলে সেটা সম্ভব নয়। কাল যদি ওকে কোনভাবে কিছুক্ষণের জন্যে বাড়ি থেকে বের করা যায়, তাহলেই কাজ সেরে নেবে সে। কিন্তু বের করা যায় কিভাবে? ভয় দেখানো যাবে না—পিস্তলটা রয়েছে ওর কাছে। যা করার করতে হবে ভজিয়ে ভাজিয়ে। কাল সকালে অফিসে গিয়ে ক্রিসটিনার সঙ্গে দেখা করতে রাজি হয়েছে দীপা—গেলেই হয়।

কি করছে মেয়েলোকটা এখন? পা টিপে দোতলায় উঠে গেল মারুফ। ঠেলা দিয়ে দেখল, দরজা বন্ধ। কান পেতেও কোন সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। ফিরে এলো নিজের ঘরে। বড্ডো ক্লান্ত মনে হচ্ছে নিজেকে।

জানালা গলে ঘরে এসে ঢুকেছে রোদ। কাঁচা সোনার রঙ। চোখ কচলে উঠে বসল মারুফ। দরজা খুলে বারান্দায় এল সে।

সারা বাড়িটা নিঝুম। দোতলার দিকে তাকাল। দীপার ঘরের দরজা খোলা। দ্রুতপায়ে গোটা বাড়িটা ঘুরে এলো সে একবার। নেই। মারুফ ছাড়া এ বাড়িতে অন্য কোন প্রাণী নেই। পালিয়েছে দীপা। সটকে পড়ছে ভয় পেয়ে।

খুশি হল সে। দীপা তাহলে ডায়মণ্ডের মোহ ত্যাগ করে পালিয়েই গেল। খারাপ করেনি। হীরের একটি কণাও ওকে দেয়ার ইচ্ছে ছিল না

মারুফের। ভালই করেছে, সরে গেছে নিজের থেকেই। নইলে আরেকটা সংঘর্ষ বাধতো।

ঝটপট বাথরুম থেকে বেরিয়ে এল সে। নাস্তার আয়োজনটা নিজেকেই করতে হবে। দীপা তো নেই।

রান্না ঘরে এল মারুফ। ফ্রিজ থেকে দুটো ডিম বের করে কাঁচের পেয়ালায় ভাঙল। পেঁয়াজ-মরিচ কুচি করে সয়াবিনে ভেজে নিল ডিম। কেটলিতে চায়ের পানি চাপিয়ে টোস্টারে চড়িয়ে দিল দু'স্লাইস পাঁউরুটি।

নাস্তা তৈরি হতে মিনিট সাতেক লাগল। পরিতৃপ্তির সঙ্গে সারল সে ব্রেকফাস্ট। তারপর একটা সিগারেট ধরিয়ে বেরিয়ে এলো লনে।

তিন কদম এগিয়ে থমকে দাঁড়াল মারুফ। চমকে গেছে পিলেটা। বাগান থেকে বেছে বেছে ফুল তুলছে দীপা। মারুফকে দেখেই মিষ্টি হাসল।

'উঠেছো ঘুম থেকে?'

'হ্যাঁ, উঠলাম। নাস্তাও সেরে ফেলেছি।' কাছাকাছি হেঁটে এল মারুফ।

'দেখো, মালা বানাচ্ছি তোমার জন্যে,' বলল দীপা, 'কি সুন্দর, না?'

'ন্যাকামি দেখ মাগীর,' মনে মনে বলল সে।

ঘামতে শুরু করেছে মারুফ দীপার বাড়ি থেকে বের হবার কোন ইচ্ছে নেই টের পেয়ে।

'অমন করে তাকিয়ে আছ কেন?'

'হ্যাঁ, সুন্দরই।'

'চলো তোমাকে কফি খাওয়াব।'

'আমি চা খেয়েছি।'

'আহা চলই না।'

কিচেনে এল ওরা। গুন্‌গুন্ করে গান গাইতে গাইতে কফি বানাল দীপা।

'কাল রাতে অনেক ভেবে দেখলাম, মারুফ—তোমাকে ছাড়া বাঁচব না আমি।' কফির কাপটা বাড়িয়ে দিল সে মারুফের দিকে।

'তুমি যাচ্ছ না কেন?' কাপটা হাতে নিয়ে প্রশ্ন করল মারুফ।

'আমাকে বাইরে পাঠাবার জন্যে মিস্টারের এত তাড়া কেন?' জিজ্ঞেস করল দীপা। 'এত ব্যাকুলতা কিসের?

থতমত খেল মারুফ।

'না, বলছিলাম, ক্রিসটিনা যদি বেরিয়ে যায় কোথাও?

'বুড়ি এ সময় কোথাও যায় না। আচ্ছা, অত ছটফট করছ কেন? কি হয়েছে খুলে বলো তো?'

'মানে?'

'মানে, আমি জানতে চাই, কি চলছে তোমার মনের মধ্যে? এত চাঞ্চল্য কিসের?'

'সব কিছুরই তুমি বাঁকা অর্থ করো। ধরো, তুমি যদি সকাল-সকাল না যাও, তাহলে বুড়ি কোথায় কোন্ জিনিস সরিয়ে রাখবে তুমি টেরই পাবে না। হাতে পাবে ঘোড়ার ডিম।'

'অত ব্যস্ত হওয়ার কিছু নেই। এতদিনেও যদি কিছু সরিয়ে না থাকে,' এক বেলার এদিক-ওদিকে কিছুই আসবে যাবে না। সোজা ওর কাছে যাব, বলবো টাকা দাও। টাকাটা হাতে নেব, চলে আসব।

যতটা পারা যায় আদায় করে নেয়া, এই তো? এই কাজটা করতে বড়জোর আধঘন্টা লাগবে। যাব'খন দুপুরের দিকে।'

নির্বোধের মত চেয়ে রইল মারুফ। সন্ধের আগে সব কাজ সারতে পারবে তো সে? দুপুরেও যদি যেতে না চায়, তাহলে? কিভাবে উদ্ধার করবে হীরাগুলো? নিতান্ত বাধ্য না হলে জোর খাটাতে চায় না সে, চায় না কোনরকমে হাঙ্গামায় জড়িয়ে পড়তে।

চেয়ার ছেড়ে উঠল দীপা। আড়চোখে দেখল মারুফকে।

'তোমার সঙ্গে কয়েকটা বিষয়ে আলাপ করার ছিল,' বলল দীপা। 'যে-রকম অস্থির হয়ে আছো, ঠিক বুঝতে পারছি না বলব কি বলব না।'

'কি বিষয়ে আলাপ?' একটা ভুরু উঁচু করল মারুফ।

'এই···আমাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে। ভাবছিলাম, ভাল একটা জুটি হয় কিন্তু আমাদের। না, বিয়ের আবদার নয়, ওসবের দরকার নেই—থাকতাম আমরা একসঙ্গেই; আমার ধারণা, ভবিষ্যতে অনেক কাজে লাগব আমরা একে অপরের। বেড-কাম-বিজনেস পার্টনারশিপ বলতে পারো। এই শহর ছেড়ে আমরা···'

'ভুলে যাও,' সাফ জবাব দিল মারুফ। 'ওসব অবাস্তব কল্পনায় ফায়দা কি? কোনো শহর ছেড়ে কোথাও যাচ্ছি না আমি তোমার সাথে। নিজের রাস্তা তোমার নিজেকেই দেখে নিতে হবে।'

বেশ কয়েক সেকেণ্ড অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল দীপা মারুফের মুখের দিকে। তারপর নিচু গলায় বলল, 'আর একটু ভেবে দেখে জবাব দিলে পারতে।'

'ভাবাভাবির কিছু নেই, মিসেস বক্স। তোমার চেয়ে একটা হলো না, রত্না।

কেউটের সাথে জুটি বাঁধা আমি বেশি সেফ বলে মনে করব।'

'বেশ।' হাতের মালাটা কয়েক টানে ছিঁড়ে ফেলল দীপা। বেরিয়ে গেল দরজা দিয়ে।

রান্নাবান্নার কোন আয়োজন নেই দেখে দুপুরে হোটেল থেকে দু'প্যাকেট লাঞ্চ কিনে নিয়ে এল মারুফ। ডাক দিতেই নেমে এলো দীপা। চুপচাপ আহার পর্ব সেরে চলে গেল নিজের ঘরে।

মারুফের সময় আর কাটে না। অপেক্ষা করতে করতে হাঁপিয়ে উঠল সে। ভেতরের উত্তেজনা চেপে রাখতে পারছে না কিছুতেই। ছটফট করছে, আর হেঁটে বেড়াচ্ছে এ-ঘর থেকে ও-ঘর। ঘামছে। দীপা কি বেরোবে না কিছুতেই? কি করছে হারামজাদী?

বিকেল সাড়ে চারটের দিকে আর সহ্য করতে না পেরে সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল সে দোতলায়। ঠিক সেই সময় খুলে গেল দীপার ঘরের দরজা। সেজেছে দীপা। টকটকে লাল শাড়ি, শাড়ির সঙ্গে ম্যাচ করা ব্লাউস। চোখের পাতায় রঙ। কড়া লিপস্টিক মাখা ঠোঁট দুটো টস টস করছে কমলালেবুর কোয়ার মত। শ্যাম্পু করা চুলের গোছায় পিঠ বোঝাই। পায়ে চোখা হাই হিল।

'অস্থির হয়ে উঠে এসেছো বুঝি?' বাঁকা হাসি দীপার ঠোঁটে।

'জানতে এলাম তুমি যাবে কি যাবে না।'

'যাচ্ছি।'

তর তর করে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল দীপা। পিছু পিছু নামল মারুফ। একবারও পিছন ফিরে না চেয়ে সোজা গ্যারেজে গিয়ে ঢুকল দীপা, স্টার্ট দিল গাড়ি। বেরিয়ে এলো ব্যাক করে

'টা টা!' হাসল দীপা অচেনা হাসি।

গেট দিয়ে বেরিয়ে গেল অস্টিন।

ইঞ্জিনের শব্দের রেশ মিলিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত দাঁড়িয়ে রইল মারুফ। তারপর হাঁপ ছাড়ল। এগোল কুয়োর দিকে।

কোটটা তুলতে গিয়ে যদি উঠে আসে লাশ? যদি হাত বাড়িয়ে দেয় রহিম বক্স, বলে, 'হ্যালো?' চলার গতি কমে গেল মারুফের। এগোতে চাইছে না পা দুটো। জোর খাটাতে বাধ্য হলো নিজের ওপর, বাধ্য করল নিজেকে এগিয়ে যেতে। খোঁয়াড়ে ঢুকে একগাছি দড়ি আর একটা সাঁড়াশী খুঁজে বের করল।

দড়িতে সাঁড়াশী বেঁধে নামিয়ে দিল মারুফ। ঝপ করে পড়ল সেটা পানিতে। ছলাৎ করে দুদিকে ছিটকে গেল পানি। নেমে যাচ্ছে সাঁড়াশী, দড়ি ছাড়ছে মারুফ। পৌঁছে গেল সেটা তলায়। বোঁটকা একটা গন্ধ উঠে এলো নিচ থেকে।

'ওয়াক!' বমি আসছে মারুফের। দম বন্ধ করে মাথা ঝুঁকালো সে। ব্যাঙটা চোখে পড়ল। উল্টো হয়ে আছে পানিতে। হলুদ পেট দেখা যাচ্ছে। মরা। বোঁটকা গন্ধ আসছে ওটা থেকেই। ওটাকে না সরিয়ে আর এক দণ্ড তিষ্ঠানো যাবে না এখানে। দড়ির মাথাটা বাঁধল সে একটা ইঁটের সঙ্গে। তারপর খুঁজে পেতে লম্বা এক বাঁশ নিয়ে ফিরে এলো কুয়োর ধারে।

দম আটকে রেখে মাথা ঝুঁকিয়ে বাঁশের আগা দিয়ে চেপে ধরল সে ব্যাঙটাকে কুয়োর দেয়ালের সঙ্গে। একটু একটু করে তুলে আনছে সেটা উপরে। মাঝামাঝি এসেই ফসকে গেল ব্যাঙটা, থপ করে পড়ল আবার পানিতে।

ঘেমে গেছে মারুফ। আস্তিনে কপাল মুছল সে। পিচ্ছিল হয়ে গেছে

হাত দুটো। বার কয়েক চেষ্টা করেও বিফল হল সে। তোলা গেল না ওটাকে। শেষে বুঝতে পারল, তোলা যাবে না, সহ্য করে নিতে হবে দুর্গন্ধটা।

বাঁশটা রেখে দিয়ে ইঁট থেকে খুলে নিল দড়ি। টানতে শুরু করল আস্তে আস্তে। উঠছে না সাঁড়াশী। আটকে গেছে কিছুর সঙ্গে। জোরে টান দিল মারুফ।

'কি ব্যাপার? কি করছেন এখানে?'

ধড়াক করে উঠল বুকটা। ঢিল হয়ে গেছে হাতের দড়ি। 'মারাত্মক কথা! কি বদ গন্ধরে বাবা, কুত্তা পড়েছে নাকি, স্যার?'

ধীরে ধীরে ঘাড় ফিরালো মারুফ। দাঁড়িয়ে আছে রাজাকার আসগর।

'চমকে উঠলেন মনে হচ্ছে?'

কথা বলতে পারছে না মারুফ।

'আমি গেটে দাঁড়িয়ে ছিলাম অনেকক্ষণ। শেষটায় সাড়াশব্দ না পেয়েই, মারাত্মক কথা, এই দিকে এলাম।'

মুখের ভিতরটা শুকিয়ে গেছে মারুফের। বৃথাই জিভ দিয়ে ঠোঁট ভিজাবার চেষ্টা করল।

'কিছু হারিয়েছেন নাকি, স্যার, কুয়োর মধ্যে? যে-ভাবে কসরৎ করছেন, কি বলব স্যার, মারাত্মক কথা।'

'জ্বী, হারিয়েছে,' কোনমতে জবাব দিল মারুফ। নার্ভাস হলে এখন চলবে না।

'মারাত্মক কথা, খুব সাবধান, স্যার! এসব পানিতে ম্যালেরিয়া, টাইফয়েডের বীজাণু থাকে। আমার হাতে দিন, স্যার দড়িটা, আমিও

টানি।' এগিয়ে এল আসগর।

'না না, ঠিক আছে,' ঢোক গিলল মারুফ।

'মারাত্মক কথা, আপনাকে খুব নার্ভাস দেখাচ্ছে, স্যার!' উৎকণ্ঠা আসগরের।

'ও কিছু না,' ঘাম মুছল মারুফ। 'আপনি দারুণ চমকে দিয়েছেন হঠাৎ।' স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করছে মারুফ। দড়িটা ধরেই আছে সে।

'ওই কথাটা সবাই বলে, স্যার। আমি বলি, মারাত্মক কথা, একটু সতর্ক থাকলেই আর চমকাতে হয় না। যুদ্ধের সময় এই রকম, মারাত্মক কথা, মুক্তি বাহিনীর কত ছোকরাকে ধরিয়ে দিলাম, স্যার! ওই কেবল চমকে দেয়ার ক্ষমতার বলে। একবার, মারাত্মক কথা, হাজীগঞ্জে...' ইয়া লম্বা এক গল্প ফাঁদবার চেষ্টা করছে আসগর।

নির্বোধের মত দাঁড়িয়ে আছে মারুফ। বুকের ধুপ-ধাপ এত জোরে হচ্ছে যে সে ভয় পাচ্ছে আসগর শুনে ফেলে কিনা।

কুয়োর জলে চোখ গেল আসগরের।

'ব্যাঙ মরে আছে দেখছি,' দড়িটা নাড়া দিল সে, 'ভার মত কিছু একটা ঠেকেছে, স্যার।'

ছাড়িয়ে দিল হাতটা মারুফ। আর প্রশ্রয় দেয়া যাবে না।

'আপনি এবার আসুন,' ঠাণ্ডা গলায় বলল সে।

'জ্বী, কি বললেন?' ঢোঁক গিলে দুপা পিছিয়ে গেল আসগর।

'আপনি আসুন,' বলল আবার।

'মারাত্মক কথা, আপনাকে একটু সাহায্য...'

'দরকার নেই।'

আরেকটু পিছিয়ে গেল আসগর। মারুফের ভাবচক্কোর ভাল হলো না, রত্না!

ঠেকছে না ওর কাছে।

'মিসেস কি আজও বাড়িতে নেই?'

'নেই, ওঁরা দুজনই ঢাকা গেছেন।'

এক পা এগিয়ে এল আসগর।

'মারাত্মক কথা, মিসেস কিছু বলেছেন নাকি?'

'জ্বী, বলেছেন। আপনাকে তাঁর আর দরকার নেই।'

'মারাত্মক কথা, কখন বলেছেন?'

'যাবার আগে।'

'সকাল বেলায় মনে হল, মারাত্মক কথা, তাঁকে এখানে দেখলাম?'

'আপনি কী দেখেছেন, তা জানার আগ্রহ আমার নেই, আপনি যেতে পারেন।'

'তাহলে ওই কাজের ভারটা কি আপনিই নিয়েছেন, স্যার?' তর্জনী দিয়ে ট্রিগার টেপার ভঙ্গি করে দেখাল আসগর।

ভেতর ভেতর চমকে গেল মারুফ। কতটুকু জানে লোকটা? কাকে খুন করাতে চায় দীপা, জানে ও? জবাব দিল না সে।

'মারাত্মক কথা, আপনি কেন মিছেমিছি এতে জড়ালেন? আমরা গরীব মানুষ, দু'চার পয়সা পেতাম।'

'আই সে গেট আউট!' দড়িটা না ছেড়েই ধমক দিল মারুফ।

নড়ছে না আসগর।

এক হাত পকেটে ঢুকিয়ে দশ টাকার কয়েকটা নোট বের করে আনল মারুফ। গুণে দেখল না কত আছে। চক চক করে উঠলো আসগরের চোখ দুটো।

এগিয়ে এল সে। টাকাগুলো ওর হাতে গুঁজে দিল মারুফ।

খুশিতে গদ গদ সে।

'চলি, স্যার। দরকার হলেই স্মরণ করবেন অধমকে। মারাত্মক কথা, বললেন না, স্যার, কুয়োর মধ্যে কি?'

'আলুর বস্তা। এবার আসুন।'

একবার কুয়োর দিকে চেয়ে, একবার মারুফের দিকে চেয়ে, দুহাতে নাক চেপে ধরল আসগর।

'কি দুর্গন্ধরে, বাবা! মারাত্মক কথা, মারাত্মক কথা,' বলতে বলতে চলে গেল সে।

লোকটা গেট পার না হওয়া পর্যন্ত তাকিয়ে রইল মারুফ। চলে যেতেই দড়িতে টান দিল সে। ঝুঁকে পড়ল আবার। নড়ছে না সাঁড়াশী। আবার আটকেছে ওটা ভারি কিছুর সঙ্গে। প্রাণপণে টান দিল দড়িতে। শক্ত হয়ে গেছে হাতের পেশী। ফুলে উঠেছে রগগুলো।

আরেকটু নুয়ে গেল মারুফ। হাঁটু দিয়ে ঠেকিয়ে রাখল নিজেকে কুয়োর দেয়ালের সঙ্গে। দাঁতে দাঁত চেপে টানছে সে। উঠে আসতে শুরু করল ভারি জিনিসটা। দু'হাতে টেনে চলল মারুফ দড়ি ধরে। বেশ অনেকটা উঠে এসেছে উপরে।

হঠাৎ থেমে গেল মারুফ।

সারা মুখে, কপালে ঘাম জমেছে বিন্দু বিন্দু। ভাবছে, একটা কোটের ওজন এত বেশি হতেই পারে না, হোক না কেন সেটা সাতদিনের ভেজা। সুতরাং, আর কিছু না, ভারি বস্তুটা রহিম বক্স নিজেই। ঠাণ্ডা হয়ে গেল মারুফের রক্ত।

পাঁচ হাত পানির নিচে রহিম বক্সের পচে ওঠা মুখটা দেখতে পাচ্ছে মারুফ মানসচক্ষে। শিরশির করে উঠল গা'টা। জোর পাচ্ছে না হাত।

হলো না, রত্না!

দুটোতে। ঢিল হয়ে গেল দড়ি। নেমে গেল ভারি জিনিসটা আস্তে আস্তে। দড়ির মাথা ছাড়ল না মারুফ।

হাতঘড়ি দেখল সে। টিক টিক এগিয়ে চলছে কাঁটা। সাড়ে পাঁচটা বাজে প্রায়। যে কোন সময় এসে পড়বে দীপা। তার আগেই সরে পড়তে হবে ডায়মণ্ডগুলো নিয়ে। সন্ধের সময় এয়ারপোর্টে অপেক্ষা করবে রত্না ওর জন্যে। রত্নার কথা মনে হতেই শক্তি ফিরে পেল মারুফ। আর মাত্র এক ঘন্টা বাকি। তারপর সমস্ত গ্লানি সমস্ত ক্লেদ ঝেড়ে ফেলে দিয়ে চলে যাবে সে রত্নাকে নিয়ে অনেক, অনেক দূরে। বাঁধবে সুখের ঘর।

জোরে একটা ঝাঁকি দিতেই ভারি জিনিসটা থেকে খসে গেল সাঁড়াশী। টেনে তুলে ফেলল সে দড়িটা। সাঁড়াশীর মাথায় লেগে রয়েছে কিছুটা পচা মাংস। সেদিকে চোখ পড়তেই সঙ্গে সঙ্গে দড়ি ছেড়ে দিল মারুফ।

'ওয়াক, থুঃ!' থুথু ফেলল সে।

ভিন্ন জায়গায় পড়ল এবার সাঁড়াশী। ঘুরাতে শুরু করল মারুফ দড়িটাকে। মনে হল অন্য কিছুর সঙ্গে যেন বাধলো সাঁড়াশীটা। টানতে শুরু করল মারুফ। আগের মত ভারি নয় এবার। উঠে আসছে উপরে।

দু'হাতে টানতে লাগল মারুফ। একটু একটু করে উঠছে বস্তুটা। ভুশ করে ভেসে উঠল পানির উপর। ভিজে, কালো কাপড়ের বাণ্ডিলটা। তুলে নিল মারুফ। পানি ঝরছে ওটা থেকে।

হাসি ফুটে উঠলো মারুফের ঘর্মাক্ত মুখে.

আঠারো

ডাইনিং টেবিলে রাখল মারুফ বাণ্ডিলটা। দশটা বোতাম টেনে ছিঁড়ে নিতে কষ্ট হল না। বেশ বড়সড় সুপারির মত বোতাম, কটকট আওয়াজ করছে পরস্পরের গায়ে ঠোকা লেগে।

হঠাৎ লক্ষ করল মারুফ, রীতিমত কাঁপছে ওর হাত দুটো। সত্যিই তাহলে হলো? হয়? কয়েক মিনিটের এদিক-ওদিকে লক্ষপতি হতে পারে পথের ফকির? ভাগ্যকে কী বলে যে ধন্যবাদ জানাবে, ভাষা খুঁজে পাচ্ছে না মারুফ। কাঁপুনি থামাবার জন্যে এক গ্লাস হুইস্কি ফেলে ঢক ঢক করে গিলে ফেলল অর্ধেকটা।

কিছুক্ষণের মধ্যেই দীপা ফিরবে। তার আগেই পালাতে হবে। ভাবছে মারুফ। দেরাজ খুলে প্লায়ার্স বের করল। ভাঙতে হবে বোতামগুলো।

ঠিক এমনি সময় ভয়ানক ভাবে চমকে দিয়ে টেলিফোন বেজে উঠল পাশের ঘরে। ক্রিসটিনা? দীপা? না রত্না? রিসিভার তুলবে কি তুলবে না তাই নিয়ে দ্বিধা করল ও কয়েক সেকেণ্ড। তারপর স্থির করল, কার কি বক্তব্য আছে শোনাই ভাল। এগিয়ে গিয়ে কানে তুলল রিসিভার। কি ক্ষতি করতে পারবে এখন ক্রিসটিনা? কিচ্ছু না।

'মারুফ আহমেদ আছেন?' পরিষ্কার রত্নার গলা। মিষ্টি, সুরেলা।

'কে...রত্না? আমি মারুফ বলছি। কি ব্যাপার?'

'রওনা হচ্ছিলাম, ভাবলাম দেখি তুমি আছো কিনা। দুপুরেও ফোন করেছিলাম একবার। কি? বেরোচ্ছ কখন?'

'এই তো বেরোচ্ছি আমিও। তোমার আগেই পৌঁছে যাব এয়ারপোর্টে। রওনা হয়ে যাও, আসছি আমি।'

'আচ্ছা...মারুফ! কেমন যেন ভয় ভয় করছে আমার। এত সুখ সইবে আমার কপালে?'

'পাগলী! সুখ কোথায় দেখছো? বাচ্চা হবার সময় টের পাবে সুখ...'

'যাহ্, অসভ্য!' রিসিভার রাখল রত্না।

হাসতে হাসতে চলে এলো মারুফ ডাইনিংরুমে। হাতে প্লায়ার্স। একটা বোতাম পুরল সে প্লায়ার্সের হাঁ করা মুখে। দুরু দুরু কেঁপে উঠল বুকটা। চোখ বন্ধ করে চাপ দিল প্লায়ার্সে। মট্ করে ভাঙলো বোতাম। চোখ খুলল।

কিচ্ছু নেই বোতামের ভেতর।

ভুরু জোড়া কুঁচকে উঠল। আরেকটা বোতাম নিয়ে আটকালো প্লায়ার্সের মুখে। চাপ দিতেই ছিটকে চলে গেল সেটা। টেবিলের তলায় হামাগুড়ি দিয়ে বের করে আনল সেটা মারুফ। মাকড়শার জাল লেগে গেল চুলে। ভ্রূক্ষেপ করল না। আটকালো আবার সেটা প্লায়ার্সে। চাপ দিল। ভেঙে গেল এটাও।

না, এর মধ্যেও কিছু নেই। থর থর কাঁপছে মারুফের হাত। একটা একটা করে ভাঙল সে প্রত্যেকটা বোতাম। কিচ্ছু নেই। নিছক

বোতামই ওগুলো, এক কণা হীরেও নেই কোনটার মধ্যে।

'হারামজাদী!' চিৎকার করে উঠল মারুফ। নিঝুম বাড়িটাতে প্রতিধ্বনিত হল তার শব্দ। ধপাস করে বসে পড়ল সে একটা চেয়ারে। পরক্ষণেই টের পেল বিপদটা। নির্মম রসিকতা নয়, পরিকল্পিতভাবেই বোকা বানিয়েছে ওকে ক্রিসটিনা। সন্দেহ করেছে ওকে। টের পেয়েছে বুড়ি রহিম বক্সের কিছু একটা হয়েছে। না হলে ডায়মণ্ডগুলো কোটের বোতামে আছে এ কথাটা বলল কেন? বুড়ি আসলে চেয়েছে মারুফ কোটটা বের করে আনুক গোপন জায়গা থেকে। তাহলেই সব প্রমাণ হয়ে যাবে। তার মানে? পুলিস কি ঘিরে রেখেছে বাড়িটা? গোপনে নজর রেখেছে ওর প্রতিটা কার্যকলাপের ওপর? দেখেছে ওকে কুয়ো থেকে রহিম বক্সের কোট তুলতে? এতক্ষণে হয়ত উদ্ধার করে ফেলেছে লাশটাও!

হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল মারুফের। ফাঁদে পড়ে গেছে ও। পুলিস যদি বাড়ি ঘেরাও করে না-ও রাখে, এসে পড়বে এখন যে-কোন মুহূর্তে। এক্ষুণি পালাতে হবে—তা নইলে ঝুলতে হবে ফাঁসীকাঠে। এক লাফে উঠে দাঁড়াল মারুফ, ছুটে চলে গেল জানালার ধারে। পর্দাটা সামান্য ফাঁক করে উঁকি দিল বাইরে।

খুট্ করে শব্দ হতেই চমকে ফিরে তাকাল মারুফ। দরজায় দাঁড়িয়ে আছে দীপা আবদুল্লাহ। হাতে পিস্তল। সোজাসুজি বুক বরাবর তাক করে ধরা। ঠোঁটের কোণে ঝুলে রয়েছে একটুকরো নিষ্ঠুর বিদ্রূপাত্মক হাসি।

'ডোন্ট মুভ! শেষ পর্যন্ত মুটকির কাছে বোকা বনলে মারুফ আহমেদ।' পলকের জন্যে দৃষ্টি গেল ওর ডাইনিং টেবিলের দিকে। হলো না রত্না।

কোটটা দেখল, ভাঙা বোতাম দেখল। হাসিটা বিস্তৃত হলো আর একটু। দৃষ্টি ফিরে এলো মারুফের মুখের ওপর। নিষ্পলক, খুনীর দৃষ্টি। 'ভেবেছিলে ডায়মণ্ডগুলো একাই মেরে দেবে। সে গুড়ে বালি। তোমাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখব কিনা ভাবছিলাম, আজ দুপুরে রত্না আহমেদের ফোন পেয়ে বুঝলাম, সে গুড়েও বালি। প্লেনের টিকেট পর্যন্ত কাটা হয়ে গেছে! আহারে নাগর!' চুক চুক করে শব্দ করল দীপা জিভ দিয়ে। ভিড়িয়ে দিল দরজা।

'তোমাকে আমি অনেক সুখ দিতে পারতাম, মারুফ,' দম নিয়ে আবার শুরু করল দীপা। 'বাঁচাতে পারতাম বিপদ থেকে। কিন্তু হেলায় হারিয়েছ তুমি সে সুযোগ। অপমান করেছ আমার নারীত্বকে। বিট্রে করেছো ডায়মণ্ডের ব্যাপারে। বিশ্বাস করো, স্রেফ তামাশা দেখার জন্যে গাড়িটাকে রাস্তায় রেখে ফিরে এসেছি আমি।'

'দীপা, শোনো...' বলল মারুফ।

'চুপ! আমার কথাই তুমি শোনো। ডায়মণ্ড আর নেগেটিভগুলো এখন আমার কাছে। কাল তোমার বিছানার নিচে পেয়েছি। কি হল, চমকাচ্ছ কেন? পাখি উড়ে গেল, তাই?' হাসল দীপা খিল খিল করে। ছড়িয়ে পড়েছে ওর চুল চোখের দুপাশে।

বলে যাচ্ছে সে, 'ক্রিসটিনা তোমাকে যে ছুরিটা দিয়েছে ওর বাঁটের মধ্যেই ছিল হীরেগুলো। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বাঁটটা খুলতেই বেরিয়ে এল সব কটা। আহারে, বেচারা! কপাল মন্দ, তোমার জন্যে করুণা হচ্ছে আমার।' করুণার কোন চিহ্ন ফুটল না দীপার চোখে। আনন্দ পাচ্ছে সে কষ্ট দিয়ে। পিস্তলটা তুলল ওর কপাল লক্ষ্য করে।

গলা শুকিয়ে গেছে মারুফের। দীপার উদ্দেশ্য বুঝতে বিন্দুমাত্র

অসুবিধে হচ্ছে না ওর।

'ঠিক আছে, দীপা, ওগুলো তোমার কাছেই থাক। আমি খালি হাতে এসেছিলাম, খলি হাতেই ফিরে যাব। টাকা কড়ি হীরে-জহরৎ কিচ্ছু দরকার নেই আমার।' পা বাড়াল মারুফ সামনে।

'খবরদার! নড়বে না!' ধমক দিল দীপা।

'আমি চলে যেতে চাই, দীপা।' মিনতি ফুটল মারুফের কণ্ঠে।

'বেশ তো, চলো না। কুয়ো পর্যন্ত গেলে কিছুই বলব না আমি। টেনে নিয়ে গিয়ে ফেলতে হলে কিছুটা কষ্ট হবে আমার। তুমি নিজেই যদি ঐ পর্যন্ত হেঁটে যাও...'

'আমি যদি তোমার প্রস্তাবে রাজি হই, দীপা? আমার প্রাণের বিনিময়ে...' দীপাকে মাথা নাড়তে দেখে থেমে গেল মারুফ।

'কোন লাভ নেই। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি আমি...প্রমাণ নিশ্চিহ্ন করে তবেই যাব এখান থেকে।'

দূর থেকে পর পর দুটো হুইসেলের শব্দ ভেসে এলো। ভুরুজোড়া কুঁচকে উঠল দীপার। গেট খোলার আওয়াজ হতেই চমকে পিছনে ফিরল সে। সঙ্গে সঙ্গেই লাফ দিল মারুফ। কাঁধের কিছুটা মাংস ছিঁড়ে নিয়ে বেরিয়ে গেল গুলি। ধরে ফেলেছে সে দীপার পিস্তল ধরা হাতটা। মুচড়ে দিল কব্জি। পড়ে গেল পিস্তলটা। অস্বাভাবিক ক্ষিপ্রতার সঙ্গে ছোঁ মেরে তুলতে গেল সেটা দীপা। লাথি দিয়ে সরিয়ে দিল মারুফ।

স্টীলের চোখা হাই হিল দিয়ে লাথি মারল দীপা মারুফের উরুতে। গেঁথে গেল অনেক দূর। ব্যথায় চেঁচিয়ে উঠে ছেড়ে দিল মারুফ দীপাকে। ছুরিটা বের করে ফেলেছে দীপা। চক চক করছে চিকন ফলা। ফোঁশ ফোঁশ হাঁপাচ্ছে সে, এগিয়ে আসছে পায়ে পায়ে। দৃষ্টিতে

ঝরছে বিষ। সরে যাচ্ছে মারুফ। পিঠ ঠেকে গেল দেয়ালের সঙ্গে। মারল দীপা। বুকের মাঝখানে হাড়ে আটকে গেল ছুরিটা—ঢুকল না ভিতরে। ফুঁপিয়ে উঠে হাঁটু দিয়ে গুঁতো মারল মারুফ ওর তলপেটে। পড়ে গেল দীপা। দম আটকে রেখে ছটফট করছে সে ব্যথায়।

হঠাৎ লক্ষ করল মারুফ, হামাগুড়ি দিয়ে পিস্তলের কাছে চলে গেছে দীপা। ওর হাতের তিন ইঞ্চির মধ্যে আছে ওটা। এক লাফে এগিয়ে এসে জুতো দিয়ে চেপে ধরল মারুফ ওর হাতের আঙুল। সাপের মত কিলবিল করছে দীপা মাটিতে শুয়ে, হঠাৎ কামড়ে ধরল মারুফের পা। ছাড়াবার চেষ্টা করতে গিয়ে ভারসাম্য হারিয়ে পড়ে গেল মারুফ। চেয়ারের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে পড়ল দীপার ওপর। পড়েই গলা চেপে ধরল দুহাত দিয়ে।

আস্তে আস্তে চাপ বাড়ছে আঙুলের। নীল হয়ে যাচ্ছে দীপার মুখ। শ্বাসনালীতে চাপ পড়ছে, জোরে, আরো জোরে। হাঁস ফাঁস করছে দীপা। দাপাদাপি করছে ওর পা দুটো মাটিতে। বড় হয়ে যাচ্ছে চোখ দুটো।

দড়াম করে খুলে গেল কবাট। দীপাকে ছেড়ে মেঝে থেকে পিস্তল তুলে নেয়ার জন্যে হাত বাড়াল মারুফ।

'হ্যাণ্ডস আপ!'

মুহূর্তে বরফ হয়ে জমে গেল মারুফ।

পুলিস এসে ঢুকল ঘরে। ভারি বুটের আওয়াজ। জানালার কাছে পজিশন নিয়ে দাঁড়াল একজন। দুজন দাঁড়াল চেয়ারের পাশে, দীপাকে তোলার চেষ্টা করছে অন্য জন। দরজার সামনে পিস্তল হাতে দাঁড়িয়ে রয়েছে সাব-ইন্সপেক্টার।

হাউ-মাউ করে কেঁদে উঠলো ক্রিসটিনা রহিম বক্সের ওভারকোটটা দেখতে পেয়েই।

হেরে গেছে মারুফ। শেষ হয়ে গেছে সে। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল সে মাথার ওপর দু'হাত তুলে।

ছুরিটা টান দিয়ে খুলে ফেলল সাব-ইন্সপেক্টার ওর বুক থেকে। বাঁট খুলে ডায়মণ্ডগুলো সাজাচ্ছে টেবিলের উপর। ঝক ঝক করছে বড় আকারের আটটি ডায়মণ্ড।

ঘরের মধ্যে এখন ক্রিসটিনার কান্নার শব্দ ছাড়া অন্য কোন শব্দ নেই। নড়ছে না কেউ এক চুলও। যেন অপেক্ষা করছে কারো জন্যে।

ঘরে ঢুকল একজন সেন্ট্রি। স্যালুট করল সাব-ইন্সপেক্টারকে।

'লাশটা পাওয়া গেছে, স্যার,' বলল সে।

'মারাত্মক কথা, যা ভেবেছিলাম, স্যার। ওটা কুয়োতেই ছিল।' পুলিসদের পেছন থেকে ভেসে এলো আসগরের কণ্ঠস্বর।

'অ্যারেস্ট দেম!' আদেশ দিল অফিসার।

হ্যাণ্ডকাফ পরানো হল দুজনকেই।

'লেট আস মুভ।'

ঠেলে বের করা হল ওদেরকে ঘর থেকে।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। কুয়াশা পড়তে শুরু করেছে চারদিকে। শীত শীত লাগছে মারুফের।

প্লেনের গর্জন শোনা গেল আকাশে। উপর দিকে তাকাল মারুফ। নামছে ফোকার-ফ্রেণ্ডশীপ পতেঙ্গা এয়ারপোর্টে।

ওখানে দাঁড়িয়ে আছে রত্না। পরনে নীল রঙের শাড়ি, খোঁপায় বেলি ফুলের মালা, হাতে লাল গোলাপের সেই তোড়াটা। হয়ত আরো

হলো না রত্না।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবে ও। তারপর একরাশ অভিমান নিয়ে ফিরে যাবে স্কুলে। এক এক করে দিন যাবে। খুঁজবে মারুফকে। জানবে সব। শেষে একদিন স্বামীর নাম জিজ্ঞেস করলে বলবে, মৃত মারুফ আহমেদ।

বলবে কি?

www.facebook.com/groups/BoiLoverspolapan